

কামরূপ বা বশীকরণ-তন্ত্র

নাগভট্ট বিরচিত

শ্রীশশিভূষণ শাল ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
তন্ত্রবিশারদ কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত

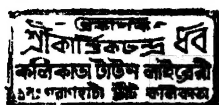
সপ্তম সংস্করণ

শ্রীকান্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা

। কান্তিকচন্দ্র ধর ত্রাণারের মূলত কলিকাতা লাইব্রেরী নামক কার্যে ২য় জুলাই ১৯৩৫ তারিখে সম্পাদিত একখানি রেজিষ্টারী দলিল দ্বারা চিরতরে লোপ পাইয়াছে। আমি উক্ত কার্যের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং পার্টনার (অংশীদার) ছিলাম। উক্ত কার্য লোপ হওয়া মাত্র পূর্বস্থানে কান্তিকচন্দ্র ধরের “কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী” নামে কারবার চালাইতেছি।

১৩৪৫

মূল্য পাঁচ সিকা



১৬৪
নাগ/ক।

ক/নাগ কলিকতা সরকার সংরক্ষিত

B7013



ধন প্রদীপ উদ্যোগ
ফিটস্‌, কলিকতা-১৩০০০১
৩১১ নং বাক্সে ১৩০০০১

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		হস্তিণী বর্শাকরণ মন্ত্র	১০
অথ মঙ্গলাচরণম্	১	শঙ্খিণী বর্শাকরণ মন্ত্র	১৩
ষট্‌কর্ম		বালিকা-বর্শাকরণে সিন্দূর কঙ্কণ	
ষট্‌কর্ম নিরূপণ	২	পড়া মন্ত্রঃ	১৭
ষট্‌কর্মের লক্ষণ	২	বর্শা মন্ত্রঃ	১৭
ষট্‌কর্মের দেবতা	৩	বর্শীকরণ মন্ত্র	১৮
ষট্‌কর্মের দিক্ নিরূপণ	৩	বর্শা দু-লাপড়া মন্ত্র	১৮
ষট্‌কর্মের ঋতুকাল	৩	বর্শাকরণে চণ্ড মন্ত্র	১৯
ষট্‌কর্মের তিথি বার	৪	ছুটা স্ত্রী বর্শীকরণ	১৯
ষট্‌কর্মের মাহেন্দ্রাদি মণ্ডল ও নক্ষত্র		পূর্ব বর্শীকরণ	২২
নির্ণয়	৫	সিন্ধু-নাগা জুনোভা বর্শাকরণ	২২
ষট্‌কর্মের লগ্ন	৬	সেতন মন্ত্র	২৩
ষট্‌কর্ম তত্ত্বনিয়ম	৬	লোক বর্শাকরণ	২৩
ষট্‌কর্মের বর্ণভেদ	৭	সপরিবার বর্শাকরণ	২৩
ষট্‌কর্মে উক্তি স্থাপ্যবিষ্ঠাদয়	৭	বাবজীবন বর্শাপ্রকরণ	২৩
ষট্‌কর্মে সাহিত্যাদি বর্ণবিশেষ	৭	রাজ-বর্শীকরণ	২৩
ষট্‌কর্মের মন্ত্যাপিষ্ঠাদেবতা	৮	রাজবর্শীকরণ কাকী মন্ত্র	২৩
মলিকা গ্রহন বিধি	৮	দ্বিতীয় অধ্যায়	
ঋষি সংগ্রহের নিয়ম	৮	আকর্ষণী বিহু	২৩
ওষধ সংগ্রহে মন্ত্র	৯	অথ স্ত্রী আকর্ষণ	২৬
প্রণাম মন্ত্র	৯	অথ সর্ব আকর্ষণ প্রকরণ	২৬
শ্রবন মন্ত্র	৯	আকর্ষণে রক্তামৃত মন্ত্র	২৬
মহাসিদ্ধি তত্ত্বম্	১০	তৃতীয় অধ্যায়	
অথ স্ত্রী-বর্শাকরণঃ	১১	শুক্লস্তম্ভ	২৭
স্ত্রী বর্শাকরণে রক্তমুণ্ডা মন্ত্র	১২	মৃৎস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে মহাভৈরব মন্ত্র	১২	মেঘস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র	১৩	নৌকাস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে কামদেব মন্ত্রঃ	১৩	নিদাস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে কাপালিক যোগ	১৪	শস্ত্রস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে শ্মশানবাসিনী মন্ত্র	১৪	শক্রস্তম্ভ	২৭
বর্শাকরণে লক্ষ্মী মন্ত্রঃ	১৫	অশ্ব ও মহিষাদি স্তম্ভ	২৭
কামশাস্তোক্ত স্ত্রী-বর্শাকরণ	১৫	চতুর্থ অধ্যায়	
রতি-রহস্য মতে বালাদি নারী বর্শাকরণ	১৬	উচ্চাটন	২৭
পদ্মিণী প্রভৃতি নারী বর্শাকরণ	১৬	পঞ্চম অধ্যায়	
চিঞ্জিণী বর্শাকরণ মন্ত্র	১৬	বিদ্রোহ	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়		নষ্টপুষ্প পুষ্পিত করণ	৬৫
মারণ	৪৯	নিগড়াদি বন্ধন-মোচন	৬৫
মারণ নিবারণ	৫০	রোমোংপাটন	৬৬
অশ্ব-মারণ	৫০	নিজ্রাকরণ	৬৭
অশ্ব-মারণ নিবারণ	৫১	জয়প্রকরণ	৬৭
শত্রু মারণ	৫১	চাক্ষুয্যকরণ	৬৮
সপ্তম অধ্যায়		চক্ররোগে চক্রোদয়া বটী	৬৮
অথ মোহিনী বিজ্ঞা		প্রতিশক্তি বৃদ্ধিকরণ	৬৯
অথ সর্পজন মোহনম্	৫২	দন্ত দট্টীকরণ	৭০
রাজকুল মোহন	৫৩	তাষ্ম ল-বিনষ্টকরণ	৭১
ঈশ্বর কুল মোহন	৫৩	নদিরা নষ্টকরণ	৭১
শত্রু মোহন	৫৩	চক্র নষ্টকরণ	৭১
মোহন নিবারণ	৫৩	রজকের বস্ত্র নাশকরণ	৭১
হৃষ্টজন মোহন	৫৩	১ম গা-বন্ধন	৭২
অষ্টম অধ্যায়		২য় গা-বন্ধন	৭২
কৌতুককরণ	৫৪	৩য় গা-বন্ধন	৭৩
দীর্ঘায়ুক্রুরণ	৫৫	১ম তাগা বন্ধন	৭৩
অত্যাচার করণ	৫৬	২য় তাগা বন্ধন	৭৪
অনাচার করণ	৫৬	চাপড়সাট	৭৫
কিল্লরী করণ	৫৭	দস্তোংপাটন	৭৫
অদর্শন করণ	৫৮	বিষবন্ধন	৭৫
কেশ কৃষ্ণকরণ	৫৮	হাতচালা	৭৫
মুগ্ধত্রণ নষ্টকরণ	৫৯	হস্তভার কাটান	৭৬
মুগ্ধরঞ্জন	৫৯	তুলসীপাতা পড়া	৭৬
দেহরঞ্জন	৬০	খোলাপড়া	৭৭
মোভাগ্যাকরণ	৬০	ক্ষতমুখে বিহ নাগাইবার ঝাড়ন	৭৭
উকুণাদি বিনাশকরণ	৬১	কৃষ্ণসার	৭৮
গৃহক্ৰোধ নিবারণ	৬১	বেহুলাসার	৭৯
কলহ করণ	৬২	সুগ্রীবসার	৭৯
ভূতাদি নিবারণ	৬৩	শঙ্করীসার	৮০
ডাকিনী ভয় নিবারণ	৬৩	ধুকুরিয়া সার	৮০
গ্রহদোষ নিবারণ	৬৩	প্রথম চলনমন্ত্র	৮০
মৃতবৎসা চিকিৎসা	৬৪	দ্বিতীয় চলনমন্ত্র	৮১
কাকবক্ষ্যা চিকিৎসা	৬৫	ঐষধ দ্বারা সর্প চিকিৎসা	৮১
জম্ববক্ষ্যা চিকিৎসা	৬৫	সর্পদংশে ব্যক্তির মৃত্যুলক্ষণ	৮২
অতিরঞ্জে নিবারণ	৬৫	বৃশ্চিক বিষ নাশন	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবিধ জাস্তব বিষ নিবারণ	৮৩	কাকের শব্দজ্ঞান	১০৩
নবম অধ্যায়		কুকলাস সিদ্ধি	১০৩
ভূত ডামরোক্ত		অগ্নি নির্কাণ	১০৫
যক্ষিণী সাধন	৮৪	স্বপ্নদোষ শাস্তি	১০৫
মনোহরা আরাধনা	৮৬	স্তন বর্দ্ধন	১০৫
কনকবতী আরাধনা	৮৭	মৃত্যুকাল নির্ণয়	১০৬
কামেশ্বরী আরাধনা	৮৮	চোর ধরিবার মন্ত্র	১০৮
রতিপ্রিয়া আরাধনা	৮৮	ডাকাইত বারণ	১০৯
পদ্মিণী আরাধনা	৮৯	ধাতুপুট সাধন	১০৯
মহানটী যক্ষিণী আরাধনা	৮৯	প্রকারান্তরে অগ্নি নির্কাণ	১১০
অম্বরগিণী যক্ষিণী আরাধনা	৯০	দগ্ধস্থানের জালা নিবারণকরণ	১১০
যক্ষিণী সাধন ক্রোধান্বীত মুদ্রা	৯১	তেল পড়া	১১০
মুদ্রাস্তর	৯২	চূণ পড়া	১১১
যক্ষিণী আবাহন ও বিসর্জন মন্ত্র	৯২	চক্ষু উঠা ঝাড়া	১১১
সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শন	৯২	অশ্বের বেদনা ঝাড়া	১১২
গুটিকা সাধন	৯৩	বাটী চালা	১১২
প্রেত সাধন	৯৪	করচালা	১১২
ভৈরবী মন্ত্র	৯৪	হাত চালা	১১২
দশম অধ্যায়		নখদর্পণ	১১৩
মৃতসঞ্জীবনী বিজ্ঞা	৯৫	ভূতাদি নাশন জলপড়া	১১৩
অবোর মন্ত্র	৯৫	হাতস্থ ঝাড়ন	১১৪
স্বপ্নপ্রসব মন্ত্র	৯৬	তুলসী পড়া	১১৪
চোরভয় নিবারণ	৯৬	ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টিনাশন	১১৫
অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিকরণ	৯৭	বালকদিগের রোদন শাস্তি	১১৬
স্বরাসুর দমন	৯৭	কজ্জল পড়া	১১৭
শাস্তি প্রকরণ	৯৭	তেল পড়া	১১৭
অরশাস্তি মন্ত্রঃ	৯৮	জগদর্পণ	১১৮
নরক আপদ দূরীকরণ	৯৮	হৃদ-অঙ্গবাণ	১১৮
পরিশিষ্ট		ধূলা পড়া	১১৯
শৃগালের শব্দজ্ঞান	১১৯	১ম ঝাড়ন	১১৯
নার্জারের শব্দজ্ঞান	১০০	২য় ঝাড়ন	১২০
ছাগলের শব্দজ্ঞান	১০১	চাক্ষুসী বিজ্ঞা	১২০
কুকুরের শব্দজ্ঞান	১০১	চাক্ষুসী বিজ্ঞার কারণ	১২০
সারসের শব্দজ্ঞান	১০১	পাছুকা সাধন	১২৩
পারাবতের শব্দজ্ঞান	১০২	শ্রীজগন্নাথ কবচম্	১২৫
মোরগের শব্দজ্ঞান	১০২	কালিকা কবচম্	১২৮

আমার প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য তন্ত্ররত্ন

কামরূপ কামাখ্যা-তন্ত্রমন্ত্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তন্ত্রবিশারদ প্রণীত । কামরূপ কামাখ্যা দেবীর জানিত বহু শিবতুল্য সন্ন্যাসী ও সিদ্ধমন্ত্রবিদ ওঝার দ্বারা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ ফলপ্রাপ্ত । ইহাতে গুরুশিষ্য লক্ষণ, মন্ত্র-লক্ষণ, মন্ত্রচৈতন্য, আকর্ষণ, স্তম্ভন, উচ্চাটন, বিদ্যেবর্ণাদি ষট্‌কর্ম, মন্ত্র গ্রহণে জ্যোতিষতন্ত্র, পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী—এই চতুর্বিধ নারী ; দর্পিতা রমণী, ছুটী স্ত্রী, অভিলষিতা রমণী প্রভৃতি সর্বপ্রকার নর ও নারী বশীকরণের মন্ত্র ও ঐশ্বরি, বাবণকৃত অব্যর্থ ঐশ্বরিগুণে পুরুষের রতিমগ্নতা লাভ, ফিক্‌বেদনা, কটকা বেদনা প্রভৃতি ঝাড়ন মন্ত্র, স্বপ্নদোষ শাস্তি, শুভস্বপ্ন সফল কবচ, মাতৃকাদি বস্ত্র ও বচ হুস্তাপ্য কবচাদি ও অসংখ্য অপ্রকাশিত সিদ্ধ মন্ত্রাদি পরিশোভিত । লাল কালীতে ছাপা । (সচিত্র) মূল্য নাম মাত্র ১৭ এক টাকা । মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র

কামরূপ তন্ত্রসার

শ্রীশশিভূষণ পাল প্রণীত । লাল কালীতে ছাপা । ওঝা হইবার ও যাত্রাবিদ্ধা শিক্ষা করিবার চূড়ান্ত পুস্তক । ইহার অত্যদ্বৃত্ত মোহিনীশক্তির প্রভাবে ব্যক্তিমাত্রকেই বশীভূত করা যায়, এমন কি কোন কিছু না পাওয়াইয়া এবং সাক্ষাৎ না করিয়াও আপনাব্যবহারে বসিয়া যে কোন ব্যক্তিকেই দাস-দাসীর দ্বারা আপনাব্যবহারে পুরাইতে পরিবেন । ভূত, প্রেত, ডাইন, আত্ম, উপদেবতা, সর্পদংশন, মগন, মারণ, আকর্ষণ, নজরদোষ ঝাড়ন, নৃসিংহকবচ, রক্ষাকবচ, জলপড়া, তেলপড়া, আদাপড়া, হুনপড়া, বিষচিকিৎসা, ঐন্দ্রজালিক, মেসমেরিজ ও পেটেটো ঐশ্বর্য শিক্ষা প্রভৃতি অসংখ্য অত্যাশ্চর্য্যকীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । (সচিত্র) মূল্য ৮০ দশ আনা । মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

কামশাস্ত্র

বা মোহিনী তন্ত্র । কামরূপবাসী সিদ্ধপুরুষ প্রাণহরি বোগবিশারদ দ্বারা সংকলিত । ইহাতে পুরুষচরণ বিধি, ষট্‌কর্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্যেবর্ণ, উচ্চাটন, মারণ, শাস্তিকর্ম, বক্ষণী সাধন, জয়া, বিজয়া, রতিপ্রিয়া, কাকন-কুণ্ডলী, স্বর্ণমালা, জয়াবতী সুরঙ্গিনী, বিদ্রাবিনী, অষ্টনায়িকা সাধন প্রভৃতি বহু বিষয় আছে । ১২খনি হাকটোন চিত্রসহ মূল্য ১৭ এক টাকা । মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

ধনমন্ত্র- তন্ত্রশিক্ষা

কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী সংগৃহীত । ইহাতে দশমহাবিদ্ধার ধ্যান, মন্ত্র, পূজা, স্তব, জপ ও কবচ । পুরুষচরণ, অষ্টনায়িকা সাধন, ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেত ও পিশাচাদি সিদ্ধি । চক্র-ভেদ, আত্মরক্ষা, সর্পবিদ্ধা, ষট্‌কর্ম । সম্রোহন, সিন্দুরাদি পড়া, দ্বার উল্কাটন, ভূতাবেশ নিবারণ, বালগ্রহ দূরীকরণ, বালকদের ক্রন্দন নিবারণ কবচ, ঘোড়শী কবচ, সর্বব্যাপি বিষ প্রশমন কবচ, গ্রহ ফাঁড়াদি থণ্ডন, দৈববিদ্ধা লাভ, মৃত্যুকাল জ্ঞান, নষ্টদ্রব্য লাভ, বাণসাধন, কামরূপীবিদ্ধা, বীর্ঘ্য-রোধিকরণ, বন্ধার গর্ভধারণ, সুখ-প্রসব, নারী সৌভাগ্য এবং অত্যন্ত বহুতর বিষয় আছে । মূল্য ৮০ দশ আনা । মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শ্রব, ১নং গরগাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

কামরত্ন

বা
বশীকরণ-তন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

অথ মঙ্গলাচরণম্

যস্যৈশ্বরস্য বিমলং চরণাবিন্দনং,

সংসব্যতে বিবৃধসিদ্ধমধুভ্রাতেন ।

নিম্মাণ-শাতকগুণাষ্টকবর্গ-পূর্ণং

ভঃ শঙ্করং সকল-ভুঃখহরং নমামি ॥

দৈব ও সিদ্ধগণ মধুকররূপে বাছার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন, তাঁর
নিখিল সৃষ্টির সংহার-কারক, গুণ, ধ্যান, ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ ও দম্বাদি চতুঃক্ষে
বিরাজিত, সেই নন্দভুগোনাশন শঙ্করকে নমস্কার ।

শ্রীনাগভট্ট উবাচ

কামতন্ত্রমিদং চিত্রং নাম সুশ্রাবয়েন্ময়া ।

বশ্যাদি যক্ষ্মী-মন্ত্র সাধনান্তঃ সমুদ্ভূতম্ ॥

সিদ্ধ মহাযোগী নাগভট্ট গভীরস্তে মঙ্গলাচরণপুষ্কর প্রছোদ্ধ বিষয়েল আদি ও
অন্ত নিকষণ করিতেছেন । আমি এটি বিচিত্র কামরত্ন বা বশীকরণ-
তন্ত্র প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর । ইহার আদিত বশীকরণ তন্ত্র এবং অস্ত্রে
যক্ষ্মীসাধনতন্ত্র বর্ণিত আছে । ইহা নন্দমঙ্গলময় শিবদাতা শঙ্করের শ্রীমুখনিঃসৃত
অমোঘ বশীকরণ শাস্ত্র ।

জগদ্ধারণকর্ত্তী জগন্মাতা পার্শ্বতী এক দিবস দেবাদিদেব মহাদেবকে কহিলেন,
—নাথ ! আমি আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বহু তন্ত্রাদি শ্রবণ করিলেও পুনরায়

অন্যান্য তত্ত্বোক্ত বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপোনি সিদ্ধ মহাপুরুষবর্ণনেন
শুভমঙ্গলসাধনার্থ অতি শুভ বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, মোহন ও মারণ
প্রভৃতি ষট্‌কর্মের তত্ত্বোক্ত বিষয়স্বাক্ষর বর্ণনা করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করুন।

সংহারকর্তা পশুপতি বলিলেন,—হে বিশ্ববিমোহিনী তুর্গে! যে সমস্ত বিষয়
বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মনুষ্যগণও দেবতা বিশেষ হইতে পারে,
আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সকল বিষয়ের বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিতেছি
শ্রবণ কর।

ষট্‌কর্ম

ষট্‌কর্ম নিরূপণ

শাস্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।

মারণাস্তানি শাস্তিস্তি ষট্‌কর্মানি মনোষণঃ ॥

মনোষণ শাস্তিকর্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং মারণ এই ছয়
প্রকার কর্মকে ষট্‌কর্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

✓ ষট্‌কর্মের লক্ষণ

রোগকৃত্যগ্রহাদিনাং নিরাসঃ শাস্তিরীরিতা।

বশ্যং জানানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্।

প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহৃতম্।

স্নিগ্ধানাং দ্বেষণং মিথোবিদ্বেষণং মতম্।

উচ্চাটনং স্বদেশাদেত্রঃ শনং পরীকীর্তিতম্।

প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্।

স্বদেবতাদিক্‌পালাবাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্ম্মানি সাধয়েৎ।

কর্ম্মাণি সাধয়েৎ স্নিগ্ধানাং পরস্পরমিত্র ভাবাপানাম্।

যাহার দ্বারা ব্যাধি নাশ, কুরুত্যাগি দূর এবং বিরুদ্ধ গ্রহজনিত দোষ নষ্ট হয়,
তাহাকে শাস্তিকর্ম বলে। যে কার্য দ্বারা জীবগণ বশতা স্বীকার করে তাহাকে
বশীকরণ বলে। যে কার্য দ্বারা সকলের প্রবৃত্তিরোধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন কার্য
বলে। যে কর্ম দ্বারা প্রাণিস্বরের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে তাহাকে বিদ্বেষণ
বলে। যে কর্ম দ্বারা প্রাণিস্বরের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে তাহাকে বিদ্বেষণ

বলে। বাহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজ দেশ ছাড়তে নিষেধিত করা
বাড় তাহাকে উচাটন কহে। যে কার্য দ্বারা জীবগণকে বিস্তারিত করা বায় তাহাকে
সারণ বলে।

সাধকে এই সকল কার্য করিতে ইহিলে, যটক্শ্বের প্রত্যেক দেবতা, দিক্
ইত্যাদি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

ষট্‌কর্মেব দেবতা

(রতিস্বামী রমা জ্যোষ্ঠা দুর্গা কালী যথা ক্রমাম ।

ষট্‌কশ্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কশ্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ ॥

রত্ন, বাণী, রমা, জ্যোষ্ঠা, দুর্গা এবং ভদ্রকালী ইহা বা যথাক্রমে ষট্টিশোব
দেবতা। সাধক কক্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কক্ষের নিষ্টিষ্ট দেবতাকে যথাবিধানে
পূজা করিবে।

ষট্‌কର୍মেণ দিব্‌ নিরুপণ

‘ঐশচন্দ্রেন্নিঋতিবায়ুগ্নীনাং দিশো মতাঃ ।

ক্রমেণ ঘটসু কৰ্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ ॥

ঈশানকোণ শাস্ত্রিকক্ষেত্রে, নৈঋতকোণ বিদ্রোহকার্যে, বারুকোণ উচ্চাটনে ও
অগ্নিকোণ মারণক্ষেত্রে প্রশস্ত। উত্তরদিক বর্শীকরণে, পূর্বদিক স্তম্ভনে প্রশস্ত।

ষট্‌কর্ষের ঋতুকাল

সূর্য্যোদয়াং সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাং ।

স্বতঃ স্বাৰ্ধসমুদায় অহোৰাত্ৰঃ দিনে দিনে

বসন্তুগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তুশিশিরাঃ ।

অথবা বসন্তশৈব পূর্বাঙ্কে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে ।

বর্ষা জ্যেষ্ঠা পরাহুে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ ।

অন্ধারাত্রে শরৎকালঃ উষা হেমন্ত উচ্যতে ।

অন্যে চ স্বতবঃ সৰ্বେ সায়াহাদৌ প্রকীৰ্তিতাঃ ।

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্মাণি ।

শিশিরঃ স্তম্ভেনে জ্যেয়ো। গ্রীষ্মে বিদ্যেব ঈরিতঃ ।

প্রারম্ভচাটনে জেয়া শরদ্বারগকর্ষণি ॥

সূর্য্য উদয়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া-দিবা ও রাত্রি দশ দশ দশ হিসাবে
কমান্বয়ে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত ঋতুকাল হয়। সূর্য্য উদয় হইবার
 পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত, দ্বিতীয় দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৃতীয় দশদণ্ড বর্ষা, চতুর্থ দশ-
দণ্ড শরৎ, পঞ্চম দশদণ্ড হেমন্ত, ষষ্ঠ দশদণ্ড শীত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।
তৎপরে প্রকারান্তরে যাহা কীর্ত্তিত আছে তাহা নিশ্চিত হইতেছে। বণা—দিবসের
প্রদাহ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ন বর্ষা এবং সন্ধ্যা শীত। নিশীথ সময় শরৎ
 ও প্রভাসকালকে হেমন্ত বলে। শান্তি কার্য্য হেমন্ত, বশীকরণ কার্য্য বসন্ত,
তত্ত্বন কার্য্য শীতে, বিদ্রোহণ কার্য্য গ্রীষ্মে, উচাটন কার্য্য বর্ষায় এবং মারণ কৰ্ম্ম
শবৎকালে সন্নাধান করা বিধেয়।

মন্ত্রকর্ম্মের তিথি বান্ধ

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সম্প্রোচ্যতেহধুনা ।
 দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা ।
 বৃধেজ্যাকাব্যসোমশ্চ শান্তিকর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ ।
 গুরুচন্দ্রযুতা যশী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী ।
 নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা ।
 পুষ্টিধনজনাঙ্গীনাং বর্দ্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
 দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রেদিনে তথা ।
 আকর্ষণে হমাবস্তা নবমী প্রতিপত্তথা ।
 পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্রোহকর্ম্মণি ।
 যশী তিথি চতুর্দশী অষ্টমী মন্দবারকাঃ ।
 উচাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোবেষু বিশেষতঃ ।
 চতুর্দশাষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্তা তথৈব চ ।
 মন্দার্য্যকদিনোপেতা শস্তা মারণকর্ম্মণি ।
 বৃধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা ।
পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি ।
শুক্লাহোদয়ে কৃষ্যাদভ্যাস্ত্রোদয়ে ।
রৌদ্রকর্ম্মণি রিক্তগর্কে স্তম্ভাঘোহো চ মারণম্ ॥

শান্তিকর্মে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই কয় তিথি ও বৃহ, বৃহস্পতি শুক্র এবং সোমবার প্রশস্ত। বৃহস্পতি বা সোমবারে ষষ্টি, চতুর্থা, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী, দশমী তিথি হইলে, সেই দিবস পুষ্টিকাৰ্য্য সাধন করিতে হইবে। কার্য্য দ্বারা ধন-জন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় মনিগণ তাহারই নাম পুষ্টিকাৰ্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আকর্ষণ কৰ্ম্ম করিতে হইলে, রবি ও শুক্রবার এবং দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নুবমী ও প্ৰতিপদ এই কয়েকটা বার ও তিথিই প্রশস্ত। শনি কিম্বা রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হইলে, বিধেয় কাৰ্য্যাত্যস্তান করা উচিত। শনিবার ও ষষ্টি, চতুর্দশী ও অষ্টমী এই বার ও তিথিতে উচাটনকৰ্ম্ম শুভ হয়। অসিকন্ত প্রদোষ-সময়ে এই কাৰ্য্য করিলে আত্ম কল প্রদান করিয়া থাকে। শনি ও রবিবার এবং কৃষ্ণাচতুর্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে মারণকৰ্ম্ম প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। পঞ্চমী ও পূর্ণিমা তিথি এবং বৃহ ও সোমবার স্তম্ভনকৰ্ম্ম উত্তম। শুভগ্রহের উদয়কালে শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি শুভকাৰ্য্য করিতে হয়। অশুভগ্রহের উদয় সময়ে মারণকাৰ্য্য করা বিধেয়; এতদ্বিন্ন মৃত্যুবোণে ও মারণকৰ্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মহাকর্মেয়র মাহেন্দ্রাদি মণ্ডল ও নক্ষত্র নির্ণয়

স্তম্ভনং মোহনকৈব বশীকরণমুত্তমম্ ।
 মাহেন্দ্র বারুণে চৈব কর্ত্তবামিহ সিদ্ধিদম্ ।
 জ্যোষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী ।
 মাহেন্দ্রমণ্ডলং হোতং সৰ্ব্বকৰ্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্ ।
 শ্রাদ্ধস্তরভাদ্রপদা মলা শতভিষা তথা ।
 পূৰ্ব্বভাদ্রপদাল্লেষা জ্যেষ্ঠা বারুণমধ্যগাঃ ।
 পূৰ্ব্বাষাঢ়া তু তৎকৰ্ম্মসিদ্ধিদা শস্ত্র না স্মৃতা ।
 বিদ্বেষোচ্চাটনে বহ্নিবায়ুযোগে চ কারয়েৎ ।
 স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরকঙ্কনী ।
 পুষ্যা পুনৰ্ব্বসুৰ্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 অশ্বিনীভরণী আর্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মৃগা ।
 রিষাধা কর্কট পূৰ্ব্বকঙ্কনী রেবতী তথা ।
 মৈত্রমণ্ডলমধ্যমস্ত্যঃ কৰ্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ ।

কালুবিশেষক বস্ত্রং পূর্বাভ্যে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা ।

শান্তিপুষ্টি দিনস্তান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্ ।

স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ কার্য্য করিতে হইলে, মাহেন্দ্র ও বারুণ মণ্ডল-
মধ্যগত নক্ষত্রই আবশ্যক, ইহার দ্বারা কর্ম্ম আশু ফল প্রাপ্ত হয়। মাহাদেব
বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অমুরাধা ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্রগণ
মাহেন্দ্রমণ্ডলমধ্যগত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ষভাদ্রপদ ও অশ্বেষা
ইহারা বারুণমণ্ডলমধ্যস্থ; এতদ্ব্যতীত পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও উপরোক্তপিত তিন
প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

✓ শত্ৰুকর্ষণ লক্ষণ

কুর্যাৎ স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্ষক্ষে বশ্চিকোদয়ে ।

দ্বেষোচ্চাটাদিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে ।

মেঘকন্ঠাধনুর্মীনে বস্ত্রশান্তিকপৌষ্টিকম্ ।

মারণোচ্চাটনে চাঁসৌ রিপুভেদবিনিগ্রহে ॥

সিংহ ও বশ্চিকলগ্নে স্তম্ভনকার্য্য সংসাধিত হয়। কর্কট অথবা তুলা লগ্নে
বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্য করিবে। মেঘ, কন্ঠা, ধনু ও মীনলগ্নে বশীকরণ,
শান্তিকর্ম্ম, মারণ ও পুষ্টিকার্য্য করা বিশেষ প্রশস্ত। এতদ্ব্যতীত উচ্চাটন কার্য্যও
মেঘ, কন্ঠা, ধনু ও মীন লগ্নে সংসাধিত করা যাইতে পারে।

শত্ৰুকর্ম্ম তত্ত্বনিয়ম

জলং শান্তিবিধৌ শস্ত্রং বস্ত্রে বহ্নিরুদিরিতঃ ।

স্তম্ভনে পৃথিবী শস্ত্রা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্ ।

উচ্চাটনে শ্বতো বায়ুভূম্যাগ্নির্মারণে যতঃ ।

তত্তদভূতোদয়ে লম্যক্ তত্ত্বমণ্ডলসংযুতম্ ।

তত্ত্বং কর্ম্ম বিধাতব্যং মস্ত্রিণা নিশ্চিতাশ্বনঃ ।

পরচক্রভঙ্গাদৌ বা তীব্ররূপে মহাভয়ে ।

ন কালনিয়মো গণ্যঃ প্রয়োগাণাং কদাচন ।

শান্তিকার্য্য করিতে হইলে, জলভূতের উদয়কালীনই তাঁহা প্রশস্ত। বশীকরণ,
বহ্নিভূতের উদয়কালীন সম্পাদক করা আবশ্যক। স্তম্ভন কার্য্য, পৃথিবীভূতের উদয়-

কালীনটে সংসাধিত হইয়া থাকে। বিবেষণ কার্য্য, আকাশ-ভঙ্গের উদয়কালে সংসাধিত হয়। মারণকার্য্যান্তর্ধান, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালীন করিতে হয়। বলা বালনা এই সকল বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক এবং সে তত্ত্ব যে কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহার মঙ্গল নিশ্চয় পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করা আবশ্যক। যদি কোন কার্য্য শীঘ্র না করিলে, মহাভয়ে পতিত হইতে হইবে বলা যায়, তাহা হইলে তাহার কালাকাল না সময়ের প্রয়োজন করে না।

✓ মটকেশ্বর বর্ণভেদ

বশ্যে চাক্ষুণে ক্ষোভে রক্তবর্ণ বিচিস্তয়েৎ।

নির্ব্বিকরকরণে শান্ত্তৌ পৃষ্ঠৌ চাপায়নে সিতম।

পীতঃ স্তম্ভনকার্য্যেষু পৃথুম্চ্চাটনে স্মৃতম্।

উন্মাদে শক্রগোপাভঃ কৃষ্ণবর্ণস্ত মারণে।

শাকরণ, আকরণ ও ক্ষোভণ কার্য্যে দেবতাকে শোধিতবর্ণ জ্ঞান করিতে হয়। বালি, পৃষ্ঠী ও নির্ব্বিকরণে শুক্লবর্ণ চিত্ত করা বিধেয়। স্তম্ভনকার্য্যে পীতবর্ণ জ্ঞান করা আবশ্যক। উচ্চাটন কক্ষে ধূমবর্ণ। উন্মাদকরণ কার্য্যে শোধিতবর্ণ। মারণে কৃষ্ণবর্ণ চিত্ত করা উচিত।

মটকেশ্বর উল্লিখিত সূত্রোপনিষ্টাদ্বয়ঃ

উল্লিখিত মারণে ধ্যয়েৎ স্পৃগুম্চ্চাটনে প্রভূম্।

উপনিষ্টঃ সুরেশানি সর্ব্বদৈবং বিচিস্তয়েৎ ॥

(মারণ কক্ষ করিতে হইলে দেবতাকে সমুখিতঃ উচ্চাটন কক্ষে নিদ্রিতঃ আর সকল কক্ষে সমাসীন চিত্ত করা আবশ্যক।)

✓ মটকেশ্বর সাংখ্যিকাদি বর্ণনিশেষঃ

ভ্রাসীনঃ শ্বেতরূপস্ত সাংখ্যিকে সমুদাহৃতম্।

রাজসে তু পীতবর্ণঃ রক্তঃ শ্রামমুদাহৃতম্।

যানমার্গস্থিতং তুর্ণং কৃষ্ণং তামস উচ্যতে।

সাংখ্যিকং মোক্ষকামানঃ রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্।

ছায়াসং শক্রনাশার্থং সর্ব্বব্যাপিনিবারণম্।

সর্ব্বোপদ্রবাস্ত্যর্থং তামসস্ত বিচিস্তয়েৎ ॥

সাত্বিক কশ্মে সমাদীন ও গুরুবর্ণ চিত্তা করা আবশ্যক । রাজস কশ্মে পীত, রক্ত বা শ্রামবর্ণ চিত্তা করিতে হয় । তামস কশ্মে দেবতাকে কৃষ্ণবর্ণ ও বানমার্গে পরি স্তিত জ্ঞান করা বিপ্রেয় । বাহারা মোক্ষ কামনা করে, তাহাদিগকে সাত্বিক এবং যে সকল ব্যক্তি রাজ্যাদি কামনা করে, তাহাদিগকে রাজকশ্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । তামসকশ্মের অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুবিনাশ, রোগদূরীকরণ ও উপদ্রব শাস্তি করিতে হয় ।

✓ ষট্ কশ্মের মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা

রুদ্রাবতাক্ষ গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোহি কিন্নরাঃ ।

পিশাচভূতদৈত্যোজ্জসিকাঃ কিং পুরুষামুরাঃ ।

সর্ব্বেষামপি মন্ত্রাণাং এতে পঞ্চদশ স্মৃতা ।

কেচিদষ্টাদশ প্রোক্তঃ সমগ্রাণাং নৃণাং মতাঃ ॥

কেহ কেহ মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অষ্টাদশ মাত্র বলিলেও অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে পঞ্চদশ দেবতা বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে । যথা,—রুদ্র, কুজ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, বক্ষ, অহি, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিজ্ঞাধর ও অমুর ।

✓ মূলিকা গ্রহন বিধি

✓ বিধিমত্ত সমায়ুক্তমৌষধং সকলং ভবেৎ ।

বিধিমত্তবিহীনস্ত কাষ্ঠবদ্ভেষজং ভবেৎ ॥

ঔষধ যথা নিয়মে প্রস্তুত ও মত্তসমন্বিত হইলেই ফলদায়ক হইয়া থাকে ; কিন্তু বিধি মত্ত-বিহীন হইলে উহা কাষ্ঠবৎ বিফল হয়, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল লাভের আশা নাই । অর্থাৎ ষট্ কশ্মসাধনার্থ ঔষধ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্ত্র ও যেরূপ নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, নচেৎ সমস্ত বিফল হইয়া থাকে ।

✓ ঔষধ সংগ্রহের নিয়ম

ভূতাদিয়ুক্তমভ্যর্চ্য গিরিশং প্রোক্তরুধিতেঃ ।

অন্ধৈরুপাসিতৈর্কোপি সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমৌষধম্ ॥

(প্রভাতে শবা হইতে গাভীস্থান পূর্ব্বক ভূতাদির সজ্জিত শিখের অর্চনা করতঃ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয় । অন্ধাসহকারে উপযাসী ব্যক্তিরা ঔষধ সমূহ সংগ্রহ করা যিথেষ্ট ।

কামরত্ন বা বশীকরণ-তন্ত্র ।

উত্তম সংগ্রহে মন্ত্র

ইত্যেবং সর্বমূলানাং বিধিমন্ত্রাচ্চ কথ্যতে ।

আলৌ বৃক্ষমূলং গহা তদন্তে চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥

ওঁ বেতালশ্চ পিশাচশ্চ ব্রাক্ষশ্চ সরীসৃপাঃ ।

অপসর্পন্ত তে সর্ব্বে বৃক্ষাদম্মাচ্ছিবাজ্জয়া ॥)

প্রথমতঃ তরুমূলে গমনপূর্ব্বক “ওঁ বেতালশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে অর্থাৎ
‘বেতাল, পিশাচ, ব্রাক্ষস ও সরীসৃপ, যে কেহ তাছ শিবের আদেশে এই বৃক্ষ
তটতে অপসারিত হও’ ইত্য বলাতে তটবে

✓ প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমস্তেহমত সমুত্তে বলবীর্ষ্যবিবর্দ্ধিনি ।

পরমায়ুশ্চ মে দেহি পাপান্মে ত্রাহি দূরতঃ ॥

হে অমৃত সমুত্তে, বলবীর্ষ্যবিবর্দ্ধিনি ! আমাকে বল ও পরমায়ুঃ প্রদান কর
এবং আমার পাপরাশি ধ্বংস কর ; আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।

✓ খনন মন্ত্র

যেন হাং খনতে ব্রহ্মা যেন হাং খনতে ভৃগুঃ ।

যেন ইন্দ্রোহথ বরুণো যেন দ্রামুপচক্রমে ॥

তে নাহং খনয়িষ্যামি মন্ত্রপুতেন পাণিনা ।

মা যে পাতে মানিপাতি মাতে ভেজোহত্থা ভবেৎ ।

অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি মম কার্য্যাকরী ভব ।

ওঁ হ্রীঁ ক্রৌং কট্ স্বাহা ।

অনেন মূলিকাং ছেদয়েৎ ।

প্রণামান্তর মূলের লিখিত “বে হাং খনতে ব্রহ্মা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক
বৃক্ষমূল খনন করতঃ “ওঁ হ্রীঁ ক্রৌং কট্ স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিয়া তরুমূল
ছেদন করিবে ।

ইত্যেবং সর্ব্ববিজ্ঞানাং ষট্কার্মাণাং সুসিদ্ধয়ে ।

কথিতাঙ্কাত্র যত্নেন মূলিকাগ্রহণং শুভম্ ॥

এরূপে যে প্রকারে ষট্কার্মের অন্ত্যস্ত বিজ্ঞানসাধনার্থ মূলিকা গ্রহণ করিতে হয়

তাহা বিশদরূপে কথিত হইল ।

ইতি ষট্কার্মোক্ত মূলিকা গ্রহণ-বিধি সমাপ্ত ।

মন্ত্রসিদ্ধি তত্ত্বম্

জপোযজ্ঞো জপোযজ্ঞো নাপরোক্তীহ কশ্চন।

তন্মাজ্জপেন ধর্মার্থকামমোহাংশ্চ সাধয়েৎ ॥

সর্ববাদান্ পরিত্যজ্য মন্ত্রবাদঃ সমভ্যাসেৎ ।

অপ্রমাদাদ্ ভবেৎ সিদ্ধি প্রমাদানন্তঃ পদম্ ॥

সংসারে হুঃখভূয়িষ্ঠে য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্রয়ঃ ।

সিদ্ধমন্ত্রো গুরোলকৌ মন্ত্রী যঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ।

পূর্বজন্মাকৃতাত্যাসাম্নস্তো বা শীঘ্র সিদ্ধিদং ।

দীক্ষাপূর্বং কলেশানি পারম্পর্যাক্রমাগতান্ ॥

শ্রায়লবং হি যম্মন্ত্রং তচ্চ সিধ্যাত্যশেষঃ ।

যদৃচ্ছয়াস্তং বম্মন্ত্রং গুরোঃ শিষ্যেণ নৌবলাৎ ॥

যথোপদেশং সাধ্যত জপেনোত্তমহাদ্ ভবেৎ ।

পুস্তকে লিখিতং মন্ত্রং বিলোক্য প্রজাপতিস্ত মে ॥

ব্রহ্মহত্যাসমঃ তেষাং পাতক্যঃ পরিকীর্ষিতম্ ।

যদিচ্ছেৎ সূফলং কিঞ্চিৎ মন্ত্রং জপন্তু সাধকঃ ॥

দৃষ্টে প্রস্তুতমাত্মদাৎ গুরোরাজ্ঞাং হি পূর্বতঃ ।

তদা মন্ত্রং হি সম্পূর্ণং জপশ্চৈব স্তুসিদ্ধিদং ॥

এই সংসার মধ্যে জপ ও তপ এই প্রকার যজ্ঞ ছাড়া দ্বিতীয় ধর্মকর্ম আর কিছুই নাই; অতএব ইহার দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্কর্ম ফল সাধন করা যায়। এই জন্ত অস্ত্রান্ত শাস্ত্র পরিহার করতঃ তন্ত্রশাস্ত্র অভ্যাস করা উচিত। যে মন্ত্রে ভুল আছে তাহা অভ্যাস করিলে অমঙ্গল এবং বাহ্যতে ভুল নাই তাহার দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। বলা বাতহ্য সিদ্ধ মন্ত্র গুরুন নিকট হইতেই গ্রহণ করা আবশ্যিক এবং তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি গুরুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কেছার পুত্রকৌমিথিত মন্ত্র জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা বম গণ্য হয়। অতএব যদি পুস্তকের লিখিত মন্ত্র দ্বারা কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে গুরুর আজ্ঞা লইতে কুসিদ্ধি নাই। অনেকের পুস্তকমুক্ত অভ্যাস বশতঃ দ্বারান অসুসিদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ স্ত্রী-বশীকরণং

১। রবিবারে গৃহীত্বা তু কৃষ্ণধূস্ত্রপুষ্পকং ।

শাখাং লতাং গৃহীত্বা তু পত্রং মূলং তথৈব চ ॥

পিষ্ট্বা কপূর সংযুক্তং কুঙ্কমং রোচনং সমং ।

তিলকে স্ত্রীবশীকৃত্বাদ্ যদি সাক্ষাদরুক্ষতী ॥

রবিবারে কৃষ্ণধূস্ত্রার পুষ্প, শাখা, লতা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিলে । পরে তাহার সহিত কপূর, কুঙ্কম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক করিবে । ইহাতে স্ত্রী বশীভূতা হইবে । এই বশীকরণে স্নায়ং অগ্রক্ষতী ও বস্ত্রা হইবেন । ১

২। ব্রহ্মদণ্ডী চিত্তাভ্যাস যন্ত্রাদ্বে নিষ্কোপেন্নর ।

বশীভবতি সা নারী নান্যথা শঙ্করোদিতং ॥

ব্রহ্মদণ্ডী (বামনহাতি পাছ) ও চিত্তাভ্যাস যন্ত্রে নারীর অঙ্গে নিষ্কোপ করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে ; এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন । ২

৩। সিন্দূর কদলীকন্দং পেয়য়েদ্ গুরুবাসরে ।

অনেন তিলকং কৃৎবা সন্তো নারী বশীভবেৎ ॥

ব্রহ্মপতিবারে সিন্দূর ও কদলীমূল পেষণ পুস্তক কপালে তিলক করিবে, এই তিলক দর্শন মাত্র নারী বশীভূতা হইবে । ৩

৪। গৃহীত্বা মালতীপুষ্পং পটুসূত্রেণ বভিকা ।

ভৃগুবারে নুতপালে এরণ্ডতৈল কঙ্কলং,

কঙ্কলং চাঞ্জয়েন্নেত্রং দৃষ্টিমাত্রং বশীভবেৎ ।

বিনামন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্ত্রীসামান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥

মালতী পুষ্প ও পটুসূত্র দ্বারা বভিকা প্রস্তুত করিয়া এরণ্ড তৈলে প্রদীপ জালিবে, এই প্রদীপের শিখায় ভৃগুবারে মনুষ্যের মস্তকের অন্তিতে কঙ্কল পাতি করিবে, (নিম্নলিখিত মন্ত্রে) এই কঙ্কল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে, তাহাকে সে নারী দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে । ৪

মন্ত্রঃ—(“ও নমঃ কামাখ্যাদেবি অমলীং মে বশংকরী স্বাহা ।”

এতদ্ব্যস্ত্রমষ্টোত্তর শত জপেন সিদ্ধিঃ ।

“ওঁ নমঃ কামাখ্যাদেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে, তৎপরে কার্য্য করা কর্তব্য ।

স্ত্রী-বশীকরণে রক্তমুণ্ডা মন্ত্র

৫। মহানিস্কৃষ্ট পুষ্পানি যুতেন সহ হোময়েৎ ।

সপ্তরাত্রে বশং যাতি যদি রামা মনোরমা ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ হ্রীং চক্ৰচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ।”

মহানিস্কৃষ্টের (নিষ্বিশেষ) পুষ্পে যুত গিশিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত হোম করিবে : এইরূপ সপ্তাহ হোম করিলে মনোরমা ‘নারী’ বশীভূত হয় । পূর্বে যে সকল হোমের বিধান লিখিত হইল তাহাতে “ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে” ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে । ৫

৬। মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্য সুরক্ত করবীকম্ ।

নবান্দুলং কীলকং তৎ সপ্তবারাতিমস্ত্রিতম্ ।

যস্য নাম্না খনেক্ ভূমৌ সা বশো ভবতি ঐবম্ ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা” । তত্তৎস্থানে যথাসংখ্য মন্ত্রস্তে ভূতঃ জপেৎ ।

মৃগশীরা নক্ষত্রে রক্ত করবীক নয় অঙ্গুল পরিমাণ একটা কীলক (গোজ) প্রস্তুত করিয়া “ওঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা” এই মন্ত্রে অভিসমিত করিয়া বাহার নামে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে । অনন্ত স্থলে মন্ত্র অসুতবার জপ করিবে । ৬

বশীকরণে মহাভৈরব মন্ত্র

৭। (“হ্রীং মহাভৈরব শেষভূবনবাচি ত্রৈলোক্যার্থহতায়াং ক্রৌং হ্রীং ফট্ ।”

অনেন মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রদত্তেন বস্ত্রেণ ভবেৎ ।

বস্ত্রের উপরে “হ্রীং মহাভৈরব শেষভূবনবাচি ত্রৈলোক্যার্থ হতায়াং ক্রৌং হ্রীং ফট্” এই মন্ত্র একশত আদিবার জপ করিয়া ঐ বস্ত্রটিকে দিবে, সেই নারী বশীভূত হইবে । ৭

বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র

৮। (“ও চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্বান দম দম স্বাহা”।
নিবর্তিত নিত্যক্রিয়ো সাধকঃ অনেন মন্ত্ৰেনাষ্টৌ ভূর শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং
যস্মৈ দীয়তে স বশো ভবতি ॥ শ্রীতার্থে ।

একটি পুষ্পের উপর “ও চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্বান দম দম স্বাহা”
এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া সাহসকে প্রদান করিলে সে বশীভূত
হইবে । ৮

৯। “ও চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্বং মাং
দ্বাঃ দম দম স্বাহা” ।

ইমং মন্ত্রং একাদশবার জপ্ত্বা পুষ্পমভিমন্ত্ৰা যস্মৈ দীয়তে সা
বশা ভবতি ।

“ও চামুণ্ডা” ইত্যাদি মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া একটি পুষ্প পড়িয়া যে
নারীর হস্তে দেওয়া যায়, সেই নারী নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে । ৯

বশীকরণে কামদেব মন্ত্রঃ

১০। (“ও কামদেব হস্তস্পর্শঃ উত্তমঃ কুরু কুরু স্বাহা”।
অনেন সপ্তাভিমন্ত্ৰা যাং স্পর্শতি সা বশা ভবতি ॥)

“ও কামদেব হস্তস্পর্শঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া যে নারীকে স্পর্শ
করা যায়, সেই নারী নিশ্চয়ই বশীভূত হয় । ১০

১১। অপভাষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং শ্রীবশীকরণং ।

যস্য ধারণ মাত্রেণ শক্তিসাধনম্ভূতম্ ॥

অচল ঘাটের নিচল পাণি ।

তাহাতে উপজিল কালের বাঘিনী ।

কালের বাঘিনী বোলোম তোরে ।

অম্বকীর পাঁচপ্রাণচিহ্ন আনিয়া দে মোরে ॥

হরিণের রক্ত মাছের পিড ।

ভেল করিয়া পোড়াম অম্বকীর পাঁচপ্রাণচিহ্ন ॥

মন্ত্ৰেনেন দেবেশি! ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ ।

সর্বং তন্ত্ৰা চ সা নারী তস্মৈ সঙ্গী ভবেদুঃ স্রবম্ ॥

অচল বাটের নিচল পাণি ইত্যাদি অপভ্রংশ মন্ত্র স্ত্রীদিগের বশীকারক, এই মন্ত্র পান মাত্র শক্তি-সাধন হইয়া থাকে । এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া জল অভিষিক্ত করিয়া সেই জল পান করিলে, নাবীগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া থাকে । ১১

✓ বশীকরণে কাপালিক যোগ

১১। কপালং মানুষঃ গৃহ্য কনকশ্চ ফলানি চ ।

কপূরং মধুসংযুক্তং নিঘৃষ্য তিলকেন চ ॥

নারী বা পুরুষোহনেন বশ্যো ভবতি নিত্যশঃ ।

এষো কাপালিকো যোগো বশিষ্ঠশ্চ শুভং মত ॥

মন্ত্ৰোত্তর কপালের অঙ্গি, ধূতুরার ফল, কপূর ও মধু, এই সকল একত্র করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় কপালে তিলক করিবে সেই ব্যক্তি এই তিলক প্রভাবে দীর্ঘ কিংবা পুরুষ সকলেই তাহার বশীভূত হইবে । এই কাপালিক বশিষ্ঠ মনি বলিয়াছেন । ১২

✓ বশীকরণে শ্মশানবাসিনী মন্ত্র

১৩। কৃষ্ণপঙ্ক চতুর্দশাং মৃতভস্ম ত গ্রাহয়েৎ । স্নানাক্ষ মুদ্ধি
দাতব্যং বিদ্যা পরিজ্ঞেয়া ॥ দহাতে মূহাতে নারী পচাতে শুষ্কাত্তেপি
চ । অঙ্গানি চৈব ভজ্যন্তে যদি তং ন সমাবিশেৎ ॥

অত্র মন্ত্রঃ--“ও নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা” । বর্ণাঃ ১৪ ।

সপ্তরাত্রেণ প্রেরকঃ ॥

✓ কৃষ্ণপঙ্কের চতুর্দশাব নিশাকালে মৃতভস্ম আনিয়া মন্ত্র জপ পূর্বক কোন জীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে, ঐ জীলোক বশীভূত হয় । এইরূপ বশীকরণ করিলে যতদিন পর্য্যন্ত বশীকারক পুরুষের সহিত মিলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই জীলোকের শরীরে দাহ হয় এবং তাহার শরীর ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে ও কখনও কখনও মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ।

“ও নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা” এই চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে । ১৩

✓ বশীকরণে লক্ষ্মী মন্ত্রঃ

১৪। মনঃশীলা-কুসুমসর্ষপাশ্চ বচা চ কুষ্ঠং সহ দেবদারুঃ ।
রক্তঞ্চ রক্তং পালিতেন সার্কং প্রাপেযয়েৎ সূক্ষ্মতরং মহাশুভং ॥ প্রস্নাত
পূর্বাভিমুখোপি ভূতা সংস্কৃত্য লক্ষ্মীধরকেন পূজ্য । ততঃ প্রকুর্যাৎ
তিলকং ললাটে—বামাচ্চ হস্তাচ্চতুরঙ্গুলীভিঃ ॥ পুংদষ্টমাত্রেন ভবেৎ
স কাস্তাদাসাতিদাসশ্চ কিমত্র চিত্রঃ ॥

মনঃশীলা, কুসুম, সর্ষপ, বচ, কুড়, দেবদারু, রক্তচন্দন ও স্বীয় শোণিত—
এই সকল উত্তমরূপে পেষণ করিবে; অনন্তর প্রাতঃস্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া
পূর্বাভিমুখে বসিয়া লক্ষ্মীদেবীর অঙ্কন করিয়া কপালে তিলক ও বামহস্তের
চারিটা অঙ্গুলিতে লেপন করিবে কোন নারী এইরূপ করিয়া যে পুরুষের
পতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাহার দাসাস্ত্রদাস হইয়া বশীভূত
হইবে। ১৫

কামশাস্ত্রোক্ত স্ত্রী-বশীকরণ

অঙ্গুষ্ঠে চ পদে গুল্ফে জানৌ চ জঘনে তথা ।
নাভৌ বক্ষনি কুক্ষে চ কণ্ঠে কপোলকে ॥
ওষ্ঠে নেত্রে ললাটে চ মূর্দ্ধি চন্দ্রকলা স্থিতাঃ ।
স্ত্রীনাং পক্ষে সিতে কক্ষে উদ্ধাধঃ সংস্থিতা ননাঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, পদ, গুল্ফ, জানু, জঙ্ঘা, নাভী, বক্ষ, কুক্ষি, কণ্ঠ, কপোল, ওষ্ঠ, নেত্র,
ললাট ও মস্তক, এই সকল স্থানে চন্দ্রকলা অবস্থিতি করে। শুক্রপক্ষে স্ত্রীর
উদ্ধাধাঙ্গে এবং কুক্ষিপক্ষে অপোভাঙ্গে, শুক্রপক্ষে পুরুষের অপোভাঙ্গে এবং কুক্ষি-
পক্ষে উদ্ধাধাঙ্গে কলা থাকে।

বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ব্রহ্মাঙ্কুর-দ্রবাদিকুং ।

চতুঃষষ্ঠি কলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরণঃ ॥

আলিঙ্গনাত্মা নারীনাং কুমারীণাঃ বশীকরাঃ ॥

স্ত্রীর বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কাম, রাম, কাম, সত্যনাথ, সেই সেই
অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে দবীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্ঠি কলা
আছে। কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি বশীকারক।

রতি-রহস্য মতে বাল্যাদি নারী বশীকরণ

বালা তাম্বল-মালা-ফল-রস সুরসাহার সম্মানার্থ্য্য,
মৃদ্ধাফলস্বারহার প্রমুখবিতবণেঃ রজাতে, যৌবনস্তা ।
সদ্ব্যবরদ্ধ-গাঢ়োদুটরত স্থগিতা, মধ্যমা রাগলুকা,
বুদ্ধাভল্যাপেঃ প্রজ্ঞা ভবতি গতবয়া গোরবেনাতি দূরম্ ॥

বালা নারী, প্রাচীন, মালা, রমাল ফলে বশীভূতা হয়, মৃদ্ধা নারী তার প্রভৃতি
মৃদ্ধারাদি দানে, তরুণী নারী প্রীতিবশে গাঢ় উদুট রতিসুপদানে, প্রোঢ়া নারী
ললুবাগে, বুদ্ধা বয়সী সদালাপে গর্থাৎ শুকুমার বচনে বশীভূতা হইয়া থাকে ।

পদ্মিনী প্রভৃতি নারী বশীকরণ

রজতি রতিসুখার্থ চিত্রিণীমগ্রযামে,
ভজতি দিনরজন্যোইস্তিনীঃ চ দ্বিতীয়ে ।
গময়তি চ তৃতীয়ে শঙ্খিনী মাদ্রিভাব ।
রময়তি রমণীয়া পদ্মিনীঃ তুর্গা যামে ॥

পূর্বক সুরত সুপেব নিমিত্ত দিন ও রজনীর অগ্ৰযামে চিত্রিণী নারীতে,
দিন ও রজনীর দ্বিতীয় যামে ইস্তিনী নারীতে, দিন ও রজনীর তৃতীয় যামে
শঙ্খিনী রমণীতে এবং দিন ও রজনীর চতুর্থ যামে রমণীয়া পদ্মিনী নারীতে গমন
করিলে, কারণ পদ্মিনী প্রভৃতি রমণী আদ্যদবা হইয়া থাকে ।

চিত্রিণী বশীকরণ মন্ত্র

“ওঁ ওঁ বিহঙ্গম বিহঙ্গম কামদেবায় অমুকীঃ বশমানয় স্বাহা” ।

অনেন মন্ত্রেণ কদলীকুন্দরসঃ জাতীফলং তাম্বলেন সহ দজ্জাতদা
চিত্রিণী বশ্যা ভবেৎ ।

জাতী ফল (জাম ফল) পেষণ পূর্বক কদলী-মূলের রসে ভাবনা দিয়া ও
হর্যাকরণ তপ্ত করিয়া পানপাত্রেরাখিয়া রবিবারে উহা “ওঁ ওঁ বিহঙ্গম বিহঙ্গম”
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রদাপিত করিলে । ইহা ভক্ষণমাত্রেই চিত্রিণী-নারী বশীভূতা হইয়া
থাকে ।

✓ হস্তিনী বশীকরণ মন্ত্র

“ও ছিন্দি ছিন্দি বশ্যঙ্করি বশ্যঙ্করি বশ্যংকরি কামদেবায় স্বাহা।”

অনেন মন্ত্রেণ পারাবতভ্রমরশ্চ পক্ষৌমধুযুক্তৌ তাস্মৈ লেন দেয়ো
তদা হস্তিনী বশ্যা ভবেৎ।

“ও ছিন্দি ছিন্দি” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পারাবত ও ভ্রমরের পক্ষ মধুযুক্ত
তাহ লেন সহিত প্রদান করিলে হস্তিনী নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

✓ শঙ্খিনী বশীকরণ মন্ত্র

“ও হর হর পচ কামদেবায় স্বাহা।”

অনেন মন্ত্রেণ গন্ধতগরশ্চ মূলং বিশ্বসহিতং দেয় তদা শঙ্খিনী
বশ্যা ভবেৎ।

“ও হর হর” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া গন্ধতগর পুষ্পের মূল বিবেচ
সহিত প্রদান করিলে শঙ্খিনী নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

উত্তম জাতিতেহু পদ্মিনীর এই সকল নিবন বলা হইয়া না। পদ্মিনী প্রকৃত
নিয়মেই বশীভূতা হইয়া থাকে।

বালিকা-বশীকরণে সিন্দূর কুজ্জল শড়া মন্ত্রঃ

ও আদেশ গুরুকোঃ সিন্দূর কাজলঃ মৃতু আগে, বালিকা কুমারী
ক্ষটকটা জাই অটকটা জো আবে, শ্রীমহাদেব গুরু তেরী আদ্রঃ
লাগে, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি পুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরো বাচা।

বশ মন্ত্রঃ

ও নমঃ কুলফুলকী বারী, রাণী চৌষট্টী নারী, দেখেবী পারী, মাই
সিংহশক্তি তুহা বীজে ফুল সূয়ে দাস হমারী।

ও কাঁউরূপ দেশতে আহিলি চণ্ডী, তে দীন্দ বেলকী খণ্ডী বেলকী
খণ্ডী মুঙ্গলা বোহ বন্ধ তোর সিংহ ছুয়ার, পৈসৌ শত্রু করো বিলার,
মোহি সিদ্ধি, গুরুকো পাউ।

ও মোহিনী মোহিনী তেই মোহিনী বড়া ভাব তৈলে মোহিসি
গাংউ, চন্দ্র মোহিলোং সূর্য্য মোহিলোং হাট মোহিলে উপবন মোহিলে
উপালা মোহিলে ট একবচন হোই হে সবোবচন গাঁউ, শ্রীমহাদেবকী
আজ্ঞা ।

মোহিনী তিনি প জাউ, পহিলেহ মোহো রাজা প্রজা পাছে মোহ
সাগরো গরাউ মোংভং মেরী সিদ্ধি গুরুকী পাউ জান ॥

ও ধার ধার বপ্রধার, রাণী বন্ধো তিনি চার, নসৈ ইননপর হৈই
খাও রক্ষা করহি শ্রীগোরক্ষন্ত ॥

বশীকরণ মন্ত্রঃ

ও চল চল অমুকঃ (নামকৃত) বশমানয় ত' ফট আগচ্ছ আগচ্ছ
ত' হু' ও ॥

বশী ফুলপাড়া মন্ত্রঃ

ও আদেশ গুরুকোং কাং উরুদেশ চণ্ডিকা অম্বিকা দেবী উহথো
ইস্মাইল যোগো ইস্মাইল যোগিনে লগাই কুলকী বারী ফুলবী
লোনাচামারী একফুল হসে একফুল বিগসে জোলেই ফুলকা বাস
উসকা জীব ফিরহ মেরা পাশ, মেরী ভক্তি গুরুকি শক্তি কুরো মন্ত্র ঈশ্বর
উবাচ । ও পং বাঘ বান্দো বাধি অষ্টোত্তর সোকলা বাংধো হাব
চারমুখ বান্দে যাভমলে আকাশ রাং ধাং মুলংকারে ডেঙ্কডরে জ
মহাদেবকী আজ্ঞা কুরে সতী সোতাকী আন্ হনুমন্ত জতীকী আন্ লক্ষণক
কুবেরকী আন্ চৌবট যোগিনীকী আন্ আঠাবহ ভৈরব বনম্পতিকী
আন্ বাচা চারেং কুবাচা করেতো কুস্তী নরকমে পরে মেরী ভক্তি
গুরুকী শক্তি কুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরী বাচা ॥

ও কুস্তিল কুস্তল লুক্ ফুরন্ত গিরী ফুক্ ফুলকী মোসি ও ও কুতী
লুকা ফুরন্ত বিলী পিলী দিকিতি লুক্ ফুরন্ত । ও হ্রী কুস্তিল কুস্তল
লুক্ ফুরন্ত গিরী ফুক্ ফুলকী মোসি ও ও কুতী লুকা ফুরন্ত বিলী পিলী
লুক্-ফুরন্ত । ইত্যাদি পুনরেক মন্ত্রঃ ।

বশীকরণে চণ্ড মন্ত্রঃ

পূর্বমেবায়তং জপ্ত্বা চণ্ডমন্ত্রস্ত সিদ্ধয়ে ।

ততো হৌষধযোগায় কুরু সপ্তাভিনম্নিতং ।

সিধ্যেষু সর্বকর্মাণি পূর্বমেব প্রভাবতঃ ॥

মন্ত্রঃ—“ও হ্রী রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা ।”
অয়ং চণ্ডমন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধৌ ভবতি ।

যে স্থলে চণ্ডমন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিতে ইচ্ছা, সেই স্থলে মন্ত্রসিদ্ধির নির্মিত প্রথমতঃ “ও হ্রী রক্তচামুণ্ডে” ইত্যাদি ২৭ মহত্ব জপ করিবে, পরে হৌষাদি ১০৮ ও প্রযোগকালেও উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিনম্নিত করিবে । এইরূপ করিলে সর্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া পাবে ।

✓ চুক্তা স্ত্রী বশীকরণ

১। প্রাতমুখস্ত প্রক্ষালা সপ্তবারাভিনম্নিতম্ ।

যস্য নাম্না পিবেত্তোয়ং সা স্ত্রী বশ্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।

মন্ত্রঃ—ও নমঃ স্ত্রীপ্রকর্মাণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥

অমৃতগত স্বামী তাহার চুক্তা স্ত্রীকে বশভূত করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রাতে উঠিয়া নিয়মিত নিত্যকর্ম্ম সমাধা পূর্বক মটকশ্মের নিয়মাত্মসারে উপযোগিত মন্ত্র সাত গুণ্ডুষ জল পান করিবে । এক পক্ষকাল ক্রমান্বয়ে ইটকপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশভূত হয় । ১

২। কাকজজ্বা বচা কুষ্ঠং শুক্রশোণিতমিশ্রিতম্ ।

তদ্বাস্ত ভোজতে বান্ধা শ্মশানে রোদিতে সদা ।

মন্ত্রঃ—ও নমঃ ভগবতে রুদ্রায় ওঁ চামুণ্ডে অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ।

কাকজজ্বা, বচ, কুড় এই দ্রব্যত্রয় হস্তে ধারণ করতঃ উন্নিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক স্বীয় চুক্তা স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলে, সে নিশ্চিত বশভূত হয় ; তবে মটকশ্মের নিয়মাত্মসারে কার্য্য সম্পাদন করিবে । ২

৩। কৃষ্ণধূস্তরজং পুষ্পং পুষ্পে সংগৃহ্য যত্নতঃ ।

ভরণ্যাং ফলমানীয় বিশাখায়াং শাখাস্তথা ॥

হস্তায়াং পত্রমাগৃহ্য মূলায়াং মূলমেব চ ।

সম গোরোচনং দত্ত্বা সমং কপূরকুঙ্কুমো ।

তিলকং তেন কৃতা তু কুলটাং বশমানয়েৎ ॥

কুলটা দ্বীকে বশীভূত করিতে হইলে, পুষ্পানক্ষত্রে কৃষ্ণধূস্তরার ফুল, ভরণী নক্ষত্রে তাহার ফল, বিশাখা নক্ষত্রে তাহার শাখা, হস্তা নক্ষত্রে পত্র ও মূলা নক্ষত্রে মূল লইয়া যে পরিমাণ দ্রব্য হইবে, তাহার সমপরিমাণ কপূর, জাকরাণ ও গোবচনা মিশ্রিত করতঃ মন্দন পূর্বক কপালে তিলক কাটিলে ঈষদিত ফল লাভ হইয়া থাকে বলা বাত্য় নটকেশ্বর নিয়মানুসারে এই কার্য্য কবিত্তে হয় । ৩

৪। বিশাখায়াস্ত বন্দাক মঙ্গলস্ত সমাহরেৎ ।

হস্তে বদ্ধা তু কুরুতে বশতাং বরযোষিতাম্ ॥

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা ।” অনেনাভিমন্ত্ৰা বদ্ধয়েৎ ॥

“ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্ৰে বিশাখা নক্ষত্রে দারুহরিদ্রার মূল নক্ষত্রে করিয়া হস্তা দ্বীক বাম হস্তে বদ্ধন করিয়া দিলে সে স্বাগীর বশীভূতা হইবে ।
থাকে । ৪

৫। গোরোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং ভূজ্জ যন্তাঃ নামাভিলিখা

ঘৃত মধু মধ্যে স্থাপয়েৎ সা বশ্যা ভবতি ।

যটকেশ্বর নিয়মিত তিথি নক্ষত্রানুযায়ী গোরোচনা ও কুঙ্কুম (জাকরাণ) দ্বারা নিজ হস্তা দ্বীক নাম লিখিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিলে তাহার মন স্থির হয় । ৫

৬। পানীয়স্তাজ্জলীন্ সপ্ত দত্ত্বা বিজামিমাং জপেৎ ।

সালঙ্কারাং নরঃ কণ্ঠাং লভতে মাসমাত্রতঃ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কণ্ঠকানামধিপতিঃ সুরূপাং
সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা ।

উপরোক্তপিত মন্ত্রে সপ্ত জনাঙ্গলি প্রদান করিয়া উক্ত মন্ত্র এক মাস জপ করিলে অভিলষিত সালঙ্কার ও স্বকপা কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

৭। অনান্য সহিতঃ পত্নীনাম উচ্চাৰ্য্যঃ যত্নতঃ ।

সপ্তাভিমন্ত্রিতঃ পুষ্ণাঃ ভাৰ্য্যায়ৈ প্রদদেদয়দি ।

বশীভবতি সা ভাৰ্য্যা নাত্র কংযা বিচারণা ॥

মন্ত্রঃ-- ওঁ হুঁ স্বাহা ।

৭ষ্ঠা স্বীকৃত বশীভূত করিতে হইলে, একটী পুষ্ণ দেহের উপর নির্মিত মন্ত্র সহিত নিজ নাম ও পত্নীনাম ২২ সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কংযা হস্ত দিতে হইবে । ষট্‌কন্মের নিয়মানুযায়ী কংযা করিলে নিশ্চিত মনোবাশনা পূর্ণ হয় । ৭

৮। কংপরাজিতান্‌লঃ তাস্ম লেন সমাযুতম্ ।

অবশ্যায়ৈ স্থিয়ৈঃ দদ্যৎ বশ্য ভবতি নাত্মথা ॥

মন্ত্রঃ-- অং হুঁ স্বাহা ।

৮ম ব্যক্তি ষট্‌কন্মের নিয়মানুযায়ী কংযা অপবাজিতান্‌ল মন্ত্র তাস্ম লেন উপরোক্তপিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দদ্যৎ বশ্য ভবতি দেয়, তাহার মনোবাশনা পূর্ণ হইয়া থাকে । ৮

৯। ব্রহ্মদণ্ডীবচাকুষ্ঠং প্রিয়দূনাগকেশরনী

দদ্যাত্তাস্ম লসংযুক্তং স্বীণাং মন্ত্ৰেণ তদ্বশং ॥

মন্ত্রঃ-- ওঁ নারায়ণী স্বাহা ।

৯ম ব্যক্তি ষট্‌কন্মের নিয়মানুযায়ী ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুষ্ঠ, প্রিয়দূ ও নাগকেশর উপরোক্তপিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দদ্যৎ স্বীণাং হস্তে প্রদান করিলে, সে নিশ্চিত বশীভূত হইয়া থাকে । ৯

১০। ব্রহ্মদণ্ডীবচাপত্রং মধুনা সত্ৰ পেষয়েৎ ।

অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা মায়া ভণ্ডারমিবভুতি ॥

১০ম ব্যক্তি ষট্‌কন্মের নিয়মানুযায়ী ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, নিষপত্র মধুর সহিত পেষণ করিতে নিজ গাত্রে লেপন করে, তাহার স্বী সাক্ষী সতী হইয়া থাকে । ১০

চুঠা দ্বী বশীকরণ সমাপ্ত ।

পুরুষ বশীকরণ

১। নিম্বকাষ্ঠমা ধূমেন ধূপয়িত্বা অঙ্গ স্ত্রিয়ঃ ।

সুভগা সাং সাতি রুদ্রপতিদাসো ভবিষ্যতি ॥

যদি কোন নারী ঋতুকর্মের নিয়মানুযায়ী নিম্বকাষ্ঠের ধোঁয়া নিজ অঙ্গে উত্তরুপে ধারণ করে, তাহা হইলে সে 'সুভগা' হয় এবং তাহার স্বামী চিরস্থায়ী হইয়া থাকে । ১

২। গোরোচনানলদকুঙ্কুমভাবিতায়াঃ

সুস্মাঃ সদৈব কুরুতে তিলকঃ বশীকৃত্ব ।

বায়স্যায়নেন বলধা প্রমদানজানা

সৌভাগ্যকৃতাসময়ে প্রকটীকৃতোহসৌ ॥

ঋতুকর্মের নিয়মানুযায়ী গোরোচনা, বেনার মূল ও কুঙ্কম (জাকরান) উত্তরুপে গেবণপুষ্পক বপালে তিনকুঁকাটিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে অতীত দুঃস্থ হইবেও বশতঃ স্বীকার করিবে। ইহা মহাদেবের বাণী অতঃপু হইবার নহে । ২

পুরুষ বশীকরণ সমাপ্ত

সিদ্ধনাগার্জুনোক্ত সর্বজন বশীকরণ

সিদ্ধনাগার্জুনোক্ত সর্বজন বশীকরণ কথিত হইতেছে ।

১। একচিহ্নস্থিতো মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বা যত্নদয়ঃ ।

ততঃ ক্ষোভয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ ॥

সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া দুই অস্ত অর্থাৎ বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। এই বশীকরণ কার্য্য করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র ত্রিভুবন ক্রু হইয়া থাকে । ১

২। বিদারী বটমূলজ্ঞ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ ।

বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকং লোকবশকৃত্ব ॥

ভূমিকুম্ভাণ্ড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূষিত সহিত কপাণ্ডে তিলক করিবে। উক্তরূপ তিলকধারী পুরুষকে দর্শন করিলে দ্বিমোক বস্থা হয়। ২

৩। চন্দ্রপুষ্পে সমুদ্ধতা ব্রহ্মদণ্ডীরমূলকং।

ভোজয়েৎ সর্বসত্ত্বানাং বশীকরণমষ্টম্।

পুণ্যানক্ষত্রে ইডানাডী বহন সমুদ্রে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উক্ত তন্ত্র করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্বপ্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে। ৩

৪। কুতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্পে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে

পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ।

দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিক সতশ্রক ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্কতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যঃ কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।

শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানশুদ্ধিকায়ুতং ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্বান নরপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দশ্যামষ্টম্যং তুর্বি বিক্ষিপেৎ। সমন্তেনোদকেনৈব সিঞ্চান্নিতাং যথাবিধি।

সেচন মন্ত্রঃ.

ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্কতনিবাসিনি সর্বকার্য্যার্থাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা। ইতি সেচন মন্ত্রঃ।

৫। পুনঃ পুষ্পে শুচিভূত্বা সোপাবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারাত্তৈ ন্যাসঃ কৃৎবা সমুদ্ধরেৎ। ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ ববট্। ওঁ নমঃ সর্বশক্তিমত্যৈ কবচায় ত্। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমশ্রুভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্বাত্মজ্ঞানি নমোস্তাদোনি। ইতি ন্যাসঃ কৃৎবা মূলমন্ত্ৰেনোৎপাটিয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি ত্রী শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা। অশ্ব চ মূলমন্ত্রস্য পূর্বমেবায়ুতং জপেৎ। দশাংশং হবনং কুর্ব্যাত্তিলদূর্ব্বাঘতপ্লুতং। এবং কৃৎবা সমুদ্ধতা গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং

চন্দনং স্বেতং লেপঃ স্যাৎশুক্লকারকঃ । তন্মূলং মধুনায়ুক্তং লেপঃ সর্বত্র
বশ্যকৃতঃ ॥

৬। তাম্বূলং যস্য দীয়তে স বশীঃ স্যাৎ সমস্ততঃ ।

মন্ত্রঃ—ওঁ হরি হরি স্বাহা ।

শটকস্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে
প্রদত্ত প্রদান করা যাব, সে অচিরে বশীভূত হইয়া থাকে । ৬

৭। গোদন্ত হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজজ্বয়া ।

চূর্ণ কুত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশীভবেৎ ।

যে ব্যক্তি শটকস্মের নিয়মানুসারে গো-দন্ত, হরিতাল ও কাকজজ্বা এই ত্রয়-
ব্যয় চূর্ণ করিয়া ঈদ্রিষিত ব্যক্তির মস্তকে স্থাপন করিবে, সে ব্যক্তি বশীভূত
হইবে । ৭

৮। খঞ্জরীটস্য মাংসন্ত মধুনা সহ পেষয়েৎ ।

ঋতুকালে অঙ্গলেপাৎ পুরুষো দাসতা মিয়াৎ ॥

যদি কোন স্ত্রী মধুর সহিত খঞ্জন পক্ষীর মাংস পেষণ করিয়া ঋতুকালে নিজ
পায়ে লেপন করে, তাহা হইলে তাহার স্বামী চিরাহুগত হইয়া থাকিবে । ইহাও
শটকস্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে । ৮

৯। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কুত্বা করবীরস্য পুষ্পকং ।

স্ত্রীগামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈষা বশা ভবেৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নরঃ সর্বসত্ত্বো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে একটি করবী পুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, নিজ
সমক্ষে কিছুকাল ঘূর্ণায়মান করিলে, তাহার স্ত্রী বশতা স্বীকার করিয়া থাকে ।
এই কাযা শটকস্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে । ৯

১০। ভৃঙ্গরাজস্ত মূলন্ত পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতম্ ।

অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশী কুর্ঘ্যাম্বরং কিল ॥

যতপি কোন ব্যক্তি সকল ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে
তাহাকে নিজ শুক্রে সহিত ভৃঙ্গরাজের মূল পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে

হইবে। ঘটকণ্ঠের নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, ইহা দ্বারা সকলজন বশীভূত হইয়া থাকে। ১০

১১। রোচনাগন্ধপুষ্পাদি নিম্ন পুষ্পঃ প্রিয়ঙ্গবঃ।

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব তিলাকেন জগদ্রশেৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং গৌরিদেবী সৌভাগ্যং পুত্রবৎশাদি দেতিমে দেহিমে।

ওঁ হ্রীং লক্ষীদেবী সৌভাগ্যং সর্বং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥

ঘটকণ্ঠের নিয়মানুসারে যদি কোন ব্যক্তি বোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্নপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম ও চন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্বক উপরোক্ত পিত মখে অভিমণ্ডিত করিয়া স্ত্রীকপালে তিলক পারণ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র ইত্যাদি হইতে জনসাপারণ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে; অধিকন্তু তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ১১

১২। স্নগন্ধ চ হরিদ্রা চ কুঙ্কুমানি চ লেপতঃ।

বশয়েজ্জদ্ব দৃপশ্চ পুষ্পদপং স্নগন্ধিকম্ ॥

পাশ্বে লিপিত আছে, স্নগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও পুষ্পদপ যদি কোন ব্যক্তি নিজ অঙ্গে লেপন করে, তাহা হইলে সে বিজয়ং বশীভূত করিতে পারিবে। ইহাও ঘটকণ্ঠের নিয়মানুসারে করিতে হয়। ১২

১৩। বশীভবন্তি সৰ্ব্বেভু সপ্তাভিজ্জালিতে মখে।

সৰ্ব্বেভু বশ্যমন্ত্ৰেণ মন্ত্ররাজমিদং স্মৃতম্ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বশ্যমুখী রাজমুখী স্বাহা।

ঘটকণ্ঠের কামা প্রথমে সমাদা করিয়া, ক্রমাগত সপ্তবার উপরোক্ত পিত মন্ত্র পাঠ ও পৌত করণানন্তর সংকীর্ণ হইয়া থাকিলে তাহার সকলজন বশকরণে ক্ষমতা জন্মে। ১৩

১৪। অষ্টোত্তর সহস্রম্ভ জম্বা মন্ত্রং প্রসন্নবাঃ।

অপামার্গশ্চ মূলং বৈ গোবোচন সমন্বিতম্।

সংপিপ্ত তিলোকং ধূম্রা ত্রিলোকং বশমানয়েৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কোদণ্ডশরবিজালিনী মালিনী সৰ্বলোকবশঙ্করী স্বাহা ॥

ষট্‌কন্ঠের নিয়মাদি কন্যা সমাধাপূর্বক যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্তিত মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া গোয়োচনা ও অপমার্গ মূল পেষণপূর্বক ভালে তিলক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার নিকট ত্রিলোক বশীভূত হয়। ১৪

১৫। মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং পুষ্পং যস্যৈ কস্যৈ প্রদীয়তে।

রাজা বা রাজপুত্রো বা বশীভবতি নিশ্চিতম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্বসুদান,
নমঃ স্বাহা।

কোন একটি পুষ্প উল্লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে প্রদান করিলে তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন; অধিকন্তু ইহার দ্বারা সাধারণতঃ অগ্ন্যাত ব্যক্তিও বশীভূত হয়। বলা বাহুল্য ইহা ষট্‌কন্ঠের নিয়মানুসারে সমাধা করা উচিত। ১৫

১৬। অষ্টম্যামসিতে পক্ষে নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

চতুর্দশাং বলিং দত্ত্বা দণ্ডোৎপদং সমাচরেৎ॥

সংপিত্ত্য তাম্বূলে কুয়া যস্যৈ কস্যৈ প্রদীয়তে।

সহস্রং মন্ত্রিতং মন্ত্রে বশীভবতি নিশ্চিতম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরী সর্বমুখরঞ্জ সর্বেষাং মহা-
মায়ে নাতঙ্গে কুমারিকে লহ লহ জিহ্বে সর্বলোকবশঙ্করি স্বাহা।

দণ্ডোৎপদের মূল উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দশাতে উত্তোলন করিবে। এই মূল পেষণ করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ তাম্বূলের মধ্যে দিয়া বাহ্যকে খাওয়ার যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ইহা ষট্‌কন্ঠের নিয়মানুসারে করা আবশ্যক। ১৬

১৭। শ্বেতাপরাজিতামূলং গ্রহণে তু চন্দ্রশ্চ চ।

লোকত্রয়ং বশীকুর্যাৎ সত্য সত্য বদাম্যহম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ চক্রকিরণে শিবে রক্ষ ভয়ে সমাজং কুরু কুরু স্বাহা।

ষট্‌কন্ঠের নিয়মাদি সমাধা করিয়া, চন্দ্রগ্রহণকালীন শ্বেত অপরাজিতার শিকড় উৎপাটন করিবে। ঐ শিকড় পেষণ করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ তাহার দ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবে। এই কার্য্য করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। ১৭

১১৮। নাসাগাত্রমলং পাদমলং গুবাকমিশ্রিতম্ ।
মন্ত্রিতং দীযতে যস্মৈ বশীভবতী নিশ্চিতম্ ।

মন্ত্রঃ—ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ ।

(ষট্‌কন্মের কার্যাদি সমাধা করিয়া, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় নাসিকা, চক্ষু ও পায়ের মল গ্রহণ পূর্বক গুবাকের সহিত পেষণ করতঃ উন্মিশ্রিত মন্ত্রে এই বাক্য সমূহ অভিমন্ত্রিত করিয়া দৈপ্তিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত বশীভূত হইবে। ইহা মন্ত্রদেবের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। ১১৮

১১৯। বর্ণানামুক্তমং বর্ণমঠস্তুস্থতৈব চ ।

ওঁকার শিরসা চাপি ওঁকার শিরসস্থতা ॥

অধোভাগে চ রেবঞ্চ দ্বা মন্ত্রং সমুদ্বরেং ।

নিরামিবাশ্রতোক্তা চ জহ্যবো! মন্ত্র এব চ ॥

হ্রৌঃ ড্রৌঃ ।

গুরোঃ সকাশাং সম্রাপা জপেং পঞ্চশতং সুধীঃ ।

পুত্রো নৃপতিশ্চৈব মিত্রাণি বন্ধুবান্ধবঃ ।

বশীভবন্তি মন্ত্রেণ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥

“হ্রৌঃ ড্রৌঃ” কথাটি সিদ্ধ মন্ত্র। যদি কোন ব্যক্তি ষট্‌কন্মের নিয়মানুসারে উক্ত মন্ত্র পঞ্চশতবার জপ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, মিত্র, বাজা ও বন্ধুবান্ধবগণকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা জন্মে। বলা বাহুল্য এই মন্ত্রটি গুরুপ নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। ১১৯

২০। শ্বেতাপরাজিতামূলং গোবোচন সমন্বিতম্ ।

পূর্ববৎ মন্ত্রিতং তেন তিলকং বশীকারম্ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ ভদ্রে সমাজং কুরু কুরু স্বাহা ।

গোবোচনী ও শ্বেত অপরাজিতার শিকড় উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক উন্মিশ্রিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। ইহাও ষট্‌কন্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ২০

✓ ২১। সপ্তাভিমন্ত্রিতং চান্নং ভুঙক্তে সপ্তগ্রাসং যদি ।

প্রত্যহং যন্ত নাম্না ত বশীভবতি স জ্বলম্ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কট্টবিকট ঘোররূপিণি স্বাহা ।

মটকেশ্বর নিয়মানুসারে “ওঁ নমঃ কটুবিকট” ইত্যাদি মন্ত্রে যে ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়া সপ্তগ্রাস অন্ন খাওয়া যায়, সে নিশ্চিত বশীভূত হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য কদাচিত অগ্রথা হইবার নহে। ২১

২২। শ্বেতাপরাজিতামূলং কৃষ্ণা তাম্বূল মধ্যগম্।

পূর্ববৎ মন্ত্রিতং যস্মৈ দীয়তে স বশীভবেৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ ভয়ে মায়াহাগৃতঃ কুরু কুরু স্বাহা।

উল্লিখিত মন্ত্রে শ্বেত অপরাজিতার মূল তাম্বুলের মধ্যে দিয়া যে ব্যক্তিকে খাওয়ান যায়, সে নিশ্চিত বশীভূত হইয়া থাকে। এই কাণ্ডেও মটকেশ্বর নিয়মানুসারে সমাপা করিতে হইবে। ২২

✓ ২৩। (রোহিণ্যং বটবৃন্দাকং সংগৃহ্য ধারয়েৎ করে।

বশ্যং কৰোতি সফলং বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতম্ ॥)

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ষটকেশ্বর নিয়মানুসারে রোহিণী নক্ষত্রে বটবৃক্ষের পুরণাছা হস্তে ধারণ করে, তাহার নিকট সকল ব্যক্তিই বশীভূত হয়। ইহা শাস্ত্রোক্ত বাণী, কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ২৩

২৪। ইন্দীবরমূলং পিষ্ট্বা গোরোচণ সমন্বিতম্।

সহস্রং মন্ত্রিতং তৎ তু তেনাঞ্জয়েনেত্রযুগ্মকম্।

সর্বেষাং প্রিয় প্রবাসৌ ত্রিলোকং বশমানয়েৎ ॥

✓ মন্ত্রঃ—ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ।

শাস্ত্রের বাণী যে ব্যক্তি ত্রিভুবন বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গোরোচনা ও ইন্দীবর মূল একত্র পেষণ করতঃ উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া স্বীয় চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবেন। ২৪

লোক বশীকরণ

২৫। ভূতবর্ষটমূলঞ্চ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ। বিভূত্যাং সংযুতং মন্ত্রং তিলকং লোকবশ্যকং। পুষ্ট্যে পুনর্নবামূলং করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং। বন্ধা সর্বত্র পূজ্য শ্রাদ্ধস্তৃচা ত্রৈব কথ্যতে ॥

মন্ত্রঃ—“ঐং ঐং দ্রবে ও ক্ষোভয় ভবতি স্বং স্বাহা।” ইমং মন্ত্রঃ পূর্বোক্তমযুতদ্বয়ং জপ্তা সিদ্ধিঃ।

ভূতবর্ষটের মূল জলের সহিত দধণ করিয়া তিলক করিলে, লোক বশ হইবে। “ঐং ঐং দ্রবে ও ক্ষোভয় ভবতি স্বং স্বাহা” এই মন্ত্র বিশ হাজার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। ২৫

সপরিবার বশীকরণ

২৬। “ওঁ মাহেশ্বর্যো নমঃ।”

অনেন কদম্বকাষ্ট্যময়ঃ কীলকঃ চতুরঙ্গলং সহস্রেনাভিমঞ্জিতং যন্ত গৃহে নিখনেং স সমস্ত পরিবার সহিতো বশ্যো ভবতি।

“ওঁ মাহেশ্বর্যো নমঃ” এই মন্ত্র চতুরঙ্গুল পরিমিত কদম্বকাষ্টের কাঠীর উপরে সহস্রবার পাঠ করিয়া বাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে, সেই ব্যক্তি সপরিবারে বশ হইবে। ২৬

✓ যাবজ্জীবন বশ্য প্রকরণ

২৭। “ও তং তাং তিঃ তীং ত্রং ত্রং তেং তৈঃ তোং তৌং তং তঃ।
ক্রীং ক্রীং কুরু কুরু স্বাহা।”

অনেন বেত্রকাষ্টসমিধং ঘৃতমধুলিপ্তাং সহস্রৈকং জুহুয়াং। স শরীরেণোপস্থিতো ভবতি। যাবজ্জীবো বশ্যো ভবতি।

“ও তং তাং” ইত্যাদি মন্ত্রে বেতকাষ্টের সমিধ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া বাহার নামে এই মন্ত্রে হোম করিবে, সেই ব্যক্তি শরীরে সাধকের নিকটে উপস্থিত হইবে এবং যাবজ্জীবন বশীভূত হইয়া থাকিবে। ২৭

✓ ২৮। “ও হ্রীং থিথিলী স্বাহা।”

“ও হ্রীং থিথিলী স্বাহা।” এই মন্ত্রে জপ করিলে সর্বজন বশীভূত হইবে। ২৮

সর্বজন বশীকরণ সমাপ্ত

✓ রাজ-বশীকরণ

১। কুঙ্কুমধ্বন্দনৈধেব রোচনং শশিমিশ্রিতম্ ।

গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্ ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ হ্রীং সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা ।” সহস্রং জপ্ত্বা
অনেন মন্ত্ৰেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং তিলকং কুর্য্যাৎ ॥

কুঙ্কুম, চন্দন, গোঁরোচনা ও কপূর একত্রে গোহৃদয় সহ মিশ্রিত করিয়া তিলক
করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায়। “ওঁ হ্রীং সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা”
এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া এই বস্ত্র দ্বারা তিলক করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত
হইলে তদদর্শনে রাজা বশীভূত হইবেন । ১

২। বর্গাণাং প্রথমং বর্ণং অন্তস্থানাং তথৈব চ ।

ওঁকার শিরসঞ্চাপি ওঁকার শিরশস্ততঃ ।

অন্তে ভাগে চ রেফঞ্চ দস্তা মন্ত্ৰং সমুদ্বরেৎ ।

নিরামিষান্নং ভুক্ত্বা চ জপ্তব্যো মন্ত্র উত্তমঃ ॥

✓ “ক্ৰৌং যৌং” অনেন মন্ত্ৰেণ । অসাধ্যমপি রাজানং পূজপৌজান্
সবান্ধবান্ । যেহস্ত গোত্র সমুৎপত্তাঃ পশবো যে চ সর্বতঃ । তে সর্বৈ
বশতাং যান্তি সহস্রাক্ষস্ত জাপনাং । সমাসাদ চ স্পৃষ্ট্বা চ গৃহীত্বা নাম
তস্ত বৈ । ইত্যাদিকং সর্বমন্ত্ৰং গ্রাহ্যং ভক্ত্যা গুরোস্তথা । সিধ্যন্তি
সর্বকার্য্যানি নাম্বথা সিদ্ধি ভাগ্ ভবেৎ ॥

নিরামিষ ভোজন করিয়া উপরের লিখিত বচন দ্বারা “ক্ৰৌং যৌং” এই মন্ত্র
উদ্ধার করিবে, পরে এই মন্ত্র অর্দ্ধ সহস্র জপ করিলে রাজা ও তাহার পুত্র পৌত্র,
বন্ধ-বান্ধব ও স্বগোত্র এবং পশু প্রভৃতি সর্বসমেত বশীভূত করিতে পারিবে ।
স্বাহাকে যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া এবং ভক্ত
প্রতি ভক্তি করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইবে । ২

৩। চম্পকস্ত চ বন্দ্যকং করে বদ্ধা প্রযত্নতঃ ।

সংগৃহ্য ভরগীধ্বক্ষে পুষ্যে বা সুবিধামতঃ ।

রাজানং তৎক্ষণাদেব মনুষ্যো বশমানয়েৎ ॥

করে সুদর্শনামূলং বদ্ধা রাজপ্রিয়ো ভবেৎ ॥

চন্দ্রক বৃক্ষের বন্দাক অর্থাৎ পরগাছা ভরণী নক্ষত্রে বা পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া পারণ করিলে, তখনই রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে। আর সূদর্শনার মূল হাতে বাধিলে রাজার প্রিয় হইবে। ৩



রাজবশীকরণ কালীমন্ত্র

“ও হ্রীং বরবশ কালী হ্রীং স্বাহা।” অনেন শমীসমিধাং ঘৃতাক্তানাং অযুতৈকং ভনেং তদা রাজা বরদো ভবতি। পঞ্চগ্রামান্ দদাতি।

“ও হ্রীং বরবশ কালী হ্রীং স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা যতযুক্ত শমীদ্বয়ের (শাঁট-গাছের) সমীপ দ্বারা ভাজার হোম করিবে, তাহা হইলে রাজা অতীষ্টনব পদান করিবেন এবং অতিরিক্ত পাঁচগানা গ্রামও প্রদান করিবেন। ৪

৫। অগুরুং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব নীলোৎপল সমম্বিতম্।

গুড়েন ধূপয়িত্বা তু রাজদ্বারে প্রয়োভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি রাজার নিকট প্রিয় হইতে চাহিবে, তাহাকে ঘটকেশ্বরের নিয়মানুযায়ী অগুরু, গুগ্‌গুল, নীলোৎপল ও গুড় এই কয়েকটা দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেই ধূপ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার ধূম গাত্রে ধারণ করতঃ রাজদ্বারে যাইলে রাজা তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ৫

৬। তিলানাস্ত ঘৃতাক্তানাং কুঞ্চানাং রুদ্র হোময়েৎ।

অষ্টোত্তরসহস্রম্ভ রাজা বশন্তিভিদ্দিনৈঃ ॥

ঘটকেশ্বরের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি গব্য ঘৃতের সহিত কুঞ্চ তিল মিশ্রিত করতঃ নাম উল্লেখপূর্বক অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করে, তাহার নিকট রাজা বশীভূত হইয়া থাকে। ক্রমাগত এইরূপ তিন দিবস করিলে কার্য সিদ্ধ হয়। ৬

৭। চক্রমর্দনস্ত মূলন্ত হস্তর্কে তু সমুদ্বরেৎ ।

রাজদ্বারে ভবেৎ পূজ্যো হস্তে বদ্ধা চ বাদজিৎ ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ সুদর্শনায় ভুঁ ফটু স্বাহা ।” পূর্বমেব সহস্র জপে সিদ্ধি ॥

হস্তানক্ষত্রে চাকুলীগার মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে, সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে পূজ্য হইবে এবং বিবাদে জয়লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার পূর্বে “ওঁ সুদর্শনায় ভুঁ ফটু স্বাহা,” এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে।

রাজবশীকরণ সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকর্ষণী-বিদ্যা

ইখর উবাচ

১। আকর্ষণবিধিঃ বক্ষো শৃণু সিদ্ধিং প্রযত্নতঃ ।

রাজাপ্রজাচ সর্বেষাঃ সতামাকর্ষণঃ ভবেৎ ॥

মহাদেব বলিতেছেন,—এইক্ষণ আকর্ষণবিধি বলিব, বহুপূর্বক শ্রবণ কর। এই প্রক্রিয়াতে রাজা-প্রজা সকলের আকর্ষণ সম্পাদন হইবে।

২। আংকারে মন্ত্রয়েৎ পাশং ক্রোংকারে চক্ষুশং তথা ।

ত্রিগুণং বামগং পাশং দক্ষিণে জলিতাক্ষুশং ॥

সন্ধ্যায়েৎ স্বকরে মন্ত্রী ততো মন্ত্রমিমং জপেৎ ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং আকর্ষয় হ্রীং স্বাহা ।”

অশ্রু মন্ত্রস্ত পূর্বমেবাযুতজপে সিদ্ধিঃ ॥

‘আং’ এই মন্ত্রে পাশ এবং ‘ক্রোং’ এই মন্ত্রে অক্ষুশ অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপরে বামহস্তে ত্রিগুণিত পাশ এবং দক্ষিণ হস্তে জলিত অক্ষুশ ধারণ করিয়া “ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। আকর্ষণ প্রক্রিয়ার পূর্বে উক্ত মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে।

- ৩। অথবা নিজমন্ত্রস্ত গুরুবক্ত্রাং সমাগতং ।
 পূর্বমেবায়ুতং জপ্ত্বা তেনৈবাকর্ষণং ভবেৎ ॥
 ধ্যাত্বা সাধ্যঞ্চ মলিনমাত্মনং দেবতানিভং ।
 ধ্যয়েৎ সাধ্যগলে পাশং শিরোজ্জলিতমঙ্কুশং ॥
 ত্রিসঙ্ক্যস্ত জপাদেব দিনানামেকবিংশতিং ।
 ধ্যানে মন্ত্রে তথা যন্ত্রে ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ভবেৎ ॥

অথবা গুরুদত্ত নিজ ইষ্টমন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র রূপ করিয়া আকর্ষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, তৎপরে আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলে পাশ এবং মস্তকে জলিত অঙ্কুশ চিন্তা করিয়া ত্রিসঙ্ক্য জপ করিবে। এইরূপে একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারে। ৩

- ৪। রক্তবস্ত্রে লিখেৎ যন্ত্রং লাক্ষ্মী রক্তচন্দনৈঃ ।
 পূজ্যং তন্ধি তয়োন্মূলে নিখনেন্দ্ররনীতলে ।
 ত্রিসপ্তাহং সদা সিক্কেৎ প্রাতস্তত্ত্বলোদকৈঃ ।
 দূরাদাকর্ষণেন্নারীং যদি সা নিগড়াধিতা ॥

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রের উপরে দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ত্রিসঙ্ক্য তত্ত্বলোদক দ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেচন করিলে দুব হইতে নিগড়বন্ধা নারীও আকৃষ্ট হইয়া আসে। ৪

- ৫। পূর্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং রক্তবস্ত্রে লিখেৎ সদা ।
 বেষ্টয়েজ্জন্তুমূত্রেণ জপেদ্য্যয়েচ্চ পূর্ববৎ ॥
 তদযন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্রী নিগড়ে স্বাস্তুরে ততঃ ।
 বন্ধমাকর্ষণেদ্ যন্ত্র নিগড়েঃ প্রতিপীড়িতম্ ॥

লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা রক্তবস্ত্রে যন্ত্র লিখিয়া ঐ যন্ত্র রক্তমূত্রে দ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে পূর্ববৎ ধ্যান, পূজা ও মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে নিগড়বন্ধ ব্যক্তিও শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া আসে। ৫

কামরত্ন বা বশীকরণ-তন্ত্র

১০। ওঁ ক্রৌঁ কালী ক্রৌঁ নমঃ। আকর্ষণমন্ত্ৰোহয়ং। ততুর্থা-
বিন্দুনা যুক্তং লজ্জাবীজং সবিন্দুকং। লক্ষ্মী বীজং ততো দেবী সম্বোধা
চ রতিপ্রিয়া। বহিজয়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ৰরাজোত্তমোত্তমঃ।

শিরসি কুবেরং মুখে পংক্তিচ্ছন্দঃ হৃদি ধনদা দেবতা। হ্রীঁ হৃদয়ায়
নমঃ ইত্যাদ্যঙ্গুষ্ঠাসং। ধ্যানং যথা—

কুঙ্কমোদরগর্ভাং তাং কিঞ্চিদ যৌবনশালিনীম্।

মুনালকোমলভুজাং কেমুরাঙ্গদভূষিতাম্॥

তুলাকোটপরিভ্রাত্ত পাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্।

মাণিকা-হার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্॥

নীলোৎপলদৃশাং কিঞ্চিৎদ্বাং কুচবিরাজিতাং।

করাভ্যাং ভ্রাম্যকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীং॥

হেম প্রাকারমধাস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি।

ধ্যায়েৎ কল্পতরোশ্চন্দ্রে দেবীং তাং ধনদায়িকাং॥

যন্ত্রং। নবকোণং চতুরশ্রং কোপেষু বজ্রান মধ্যো বীজাং। অঘা-
হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। পূনর্ধ্যানাদি। কেশরেষু
বড়ঙ্গানি। দলে লক্ষ্মী, পদ্মা, পদ্মালয়া, শ্রীহরিপ্রিয়া, অবাঘনা,
আজ্ঞাচঞ্চলা। মধ্যো দেবীং॥ পুরুষচরণে লক্ষজপঃ। রাত্রাবষ্টসহস্রং
সপ্তবাসরান্ জপেৎ এতেন সুসিদ্ধিঃ। শৌচে ক্রতে দশাকুন্ডা জপেৎ
কামদেবং পার্শ্বে যজেৎ॥

“ওঁ ক্রৌঁ কালী ক্রৌঁ নমঃ” এই মন্ত্র জপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে আকর্ষণ
করিতে পারা যায়। ১০

১১। “ওঁ কং হাং হুং।” প্রাণাকর্ষণমালোকিতেন।

“ওঁ কং হাং হুং” এই মন্ত্র জপ করিয়া যাহাকে দর্শন করিবে, তাহার প্রাণ অর্থাৎ
মন আকর্ষণ করিতে পারিবে। ১১

১২। “ওঁ জীঁ জীঁ ফট্।” জীবাকর্ষণকরী।

“ওঁ জীঁ জীঁ ফট্” এই মন্ত্রে জীবমাত্রেই আকৃষ্ট হইবে। ১২

অথ স্ত্রী আকর্ষণ

১৩। “ওঁ কুরুকুল্লো ক্রোং ক্রোং স্বাহা ।”

অনেনাযুতৈকং পূর্বমেব যো মনসা জপেং নারীনামপাকৃষ্টিঃ স্মৃতেন সমস্তমাকর্ষয়তি ।

“ওঁ কুরুকুল্লো ক্রোং ক্রোং স্বাহা” এই মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিলে সকল রমণীকে আকর্ষণ করিতে পারিবে । ১৩

অথ সর্ব আকর্ষণ প্রকরণ

১৪। “ওঁ নং নাং নিং নীং নুং নুং নেং নৈং নোং নৌং নং নঃ আক্রোশং হ্রীং স্বাহা ।”

অনেন উত্থ্বর কাষ্ঠময়ং কীলকং যড়ঙ্গলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যন্নান্না স্বগৃহে শ্মশানে বা নিখনেং সর্বমাকর্ষয়তি । স্ত্রী বা পুরুষো বা ।

ছয় আঙ্গুল উত্থ্বর কাষ্ঠের কাঠির উপরে বাহার নামে উল্লেখ করিয়া এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে এবং বাহার গৃহে ঐ কাঠী পুতিয়া রাখিবে, সেই স্ত্রী বা পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট আসিবে । ১৪

১৫। অনামিকায় রক্তেন লিখেন্মন্ত্রঞ্চ ভূর্জকে ।

যস্য মধ্যে লিখেন্নাম মধুমধ্যে চ নিক্সিপেং ॥

তদাচাকর্ষনং যাস্তি সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ।

যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবানামপি ত্বল্লভম্ ॥

ষট্ কর্মের নিয়মানুসারে ভূর্জপত্রোপরি অনামিকা অঙ্গুলির রক্তদ্বারা যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইবে । এই আকর্ষণে উর্বাসীও আগমন করে । এই কথা শঙ্কর বলিয়াছেন । ইহার অর্থথা হয় না । এই আকর্ষণ দেবতাদিগেরও ত্বল্লভ, ইহা সাধারণকে দিবে না । ১৫

১৬। “ওঁ নমঃ আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা ।” অষ্টোত্তরশত জপেন সিদ্ধিঃ ।

“ওঁ নমঃ আদিপুংসায়ঃ অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। উপরে যে মন্ত্র লিপিনের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্থলেও এই মন্ত্র জানিবে। ১৬

১৭। গৃহীত্বার্জ্জনবন্ধাত্রমশ্লেষায়াং প্রযত্নতঃ।

অবিমূত্রেণ সংপিষ্য নিষ্কিপেং যস্য মন্তকে॥

নারী বা পুরুষো বাপি স্মৃতো বা পশুরেব চ।

আকৃষ্টঃ স্বয়মারাদি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

ষট্‌কর্ণের নিয়মানুসারে অর্জ্জন রূপের মূল অশ্লেষা নক্ষত্রে উৎপাটন করিয়া চাগ মূত্রে মন্দন করতঃ বাহার মন্তকে নিষ্কেপ করা যায় সেই ব্যক্তি যাকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য অত্থা হইবার নহে। ১৭

১৮। জুহ্বাদযুতং নস্ত শুচিঃ প্রযত্নমানসঃ।

দৃষ্টিমাত্রৈ সদা তস্য বশমায়াস্টি যোষিতঃ॥

ষট্‌কর্ণের নিয়মানুযায়ী যে ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্ত হইয়া উপরোক্ত মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিতে পারেন, তাহার চক্ষে বশতা স্বীকার করাইবার শক্তি জন্মায়। কাজেই সে ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগতকেই চক্ষুর দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারে। ১৮

১৯। “ওঁ হ্রীং অমুকং আকর্ষণায় কুরু কুরু স্বাহা।”

রুক্ষ ধূতুরা পত্রের সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করতঃ যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তদ্বারা রক্ত করবীড়ালের কলমের সহিত উপরোক্ত মন্ত্র ভূর্জপাত্রে লিপিয়া খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ইহাতে অচিরাৎ আকর্ষণ কার্য্য সমাধা হয়। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্ণের নিয়মানুযায়ী করিতে হয়। ১৯

২০। ষট্‌কর্ণের নিয়মানুসারে ভূর্জপত্রোপরি অনামিকা অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা উপরোক্ত “ওঁ হ্রীং” ইত্যাদি মন্ত্র লিপিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিলে ঈক্ষিত ব্যক্তি শীঘ্রই আকর্ষিত হইয়া থাকে।

২১। ষট্‌কর্ণের নিয়মানুযায়ী উপরোল্লিখিত মন্ত্র গোরোচনা দ্বারা নরের কপালের অস্থিতে লিপিয়া খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে বারংবার উত্তপ্ত করিলে ঈক্ষিত ব্যক্তি আকর্ষিত হইয়া থাকে। অমুক স্থলে ঈক্ষিত ব্যক্তির নাম করিবে।

২১। মন্ত্ৰেণানেন দেবেশি সপ্তাহং জপমাচরেৎ। রক্তবস্ত্রাবৃত্তা
দেবী কুঙ্কুমাভিভরীক্ৰিতা। সপ্তাহং জপমানন্তু আনয়েজ্জিদশাঙ্গনাম্॥

মন্ত্ৰঃ—“ও ক্লীং নমঃ।”

“ও ক্লীং নমঃ” এই মন্ত্ৰ এক সপ্তাহকাল জপ করিবে। এই মন্ত্ৰদ্বারা রক্তবস্ত্রাবৃত্তা
দেবীকে কুঙ্কুমাভি দ্বাৰা অর্চনা করিবে। এইরূপে সপ্তাহ জপ করিলে ত্রিদশদিগের
(দেবতাদিগের) অঙ্গনাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়। ২২

২৩। ভুবনৈশ্বৰ্য্যাঃ পূৰ্ববিধানেনাযুতং জপেৎ। একান্তস্থিত
আকর্ষয়তি সশৈশবঃ সযৌবনাঃ সদলঙ্কারাঃ স্ত্রীঃ॥

মন্ত্ৰঃ—“ও ক্রাং ক্রীং আং ক্লীং স্বাহা।”

ও “ক্রাং ক্রীং” ইত্যাদি এই ভুবনৈশ্বরী মন্ত্ৰ পূর্ববিধানানুসারে অর্থাৎ
উপরোক্ত পূজা করিয়া দশ হাজার জপ করিলে সযৌবনা ও সালঙ্কারা স্ত্রীকে
আকর্ষণ করিয়া আনা যায়। ২৩

আকর্ষণে রক্তচামুণ্ডা মন্ত্ৰ

২৪। ও রক্ত চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। ও ক্রীং হ্রৌং হ্রুং
ফট্। অযুতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

“ও রক্ত চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে যাহাকে বশীভূত
করিতে হইবে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দশ হাজার বার জপ করিলে সিদ্ধি
হইবে। উক্ত মন্ত্ৰে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপ করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই
বশীভূত হইবে। ২৪

আকর্ষণ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়



১। “ওঁ নমঃ খড়্গাবজ্রপাণয়ে মহাব্রহ্মসেনাপতয়ে স্বাহা।

ওঁ রুদ্র হ্রাং হ্রীং বরশক্তা হরিতবিজ্ঞা।

ওঁ মাতরো স্তম্ভয় স্বাহা।”

মহাসুগন্ধিকা মূলং শুক্রং স্তম্ভেং কটৌ স্থিতম্।

ষট্‌কর্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত মন্ত্রে মহাসুগন্ধিকা মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া কটিতে ধারণ করিলে নিশ্চিত শুক্রস্তুম্ভন হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, সঠিকরূপে কার্য্য করিতে পারিলে নিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হইবে। ১

২। ব্রহ্মদণ্ডশিখা বকুত্রে ক্ষিপ্ত্বা শুক্রসা স্তম্ভনম্।

মূলং জয়ন্ত্যা বকুত্রস্তং ব্যবহারে জয়প্রদম্।

ষট্‌কর্মের নিয়মাদি সমাধান পূর্ব্বক ব্রহ্মদণ্ডী বৃক্ষের মূল মূখ মধ্যে ধারণ করিলে শুক্রস্তুম্ভন হয় এবং জয়ন্তী বৃক্ষের মূল মূখ মধ্যে ধারণ করিলে ব্যবহারে জয় লাভ হইয়া থাকে। ২

৩। রক্তাপামার্গমূলস্ত সোমবারে নিমন্ত্ৰয়েৎ।

ভৌমে প্রাতঃ সমুদ্ধতা কট্যাং বদ্ধা তু বীৰ্য্যধৃক্ ॥

সোমবারে ষট্‌কর্মাদি সমাপন করিবে, পরে মঙ্গলবার রাত্রে রক্তাপামার্গ বৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে ধারণ করিলে শুক্রস্তুম্ভন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য সোমবার দিবস রক্তাপামার্গ বৃক্ষকে নিমন্ত্ৰণ করা আবশ্যক। ৩

৪। ইন্দ্রবারুণিকামূলং পুষ্টো নগঃ সমুদ্ধরেৎ।

কটুত্রয়ৈর্গবাং ক্ষীরৈঃ সংপিপ্ত্য গোলকীকৃতম্ ॥

ছায়াশুকং স্থিতঞ্চশ্চে বীৰ্য্যাস্তম্ভকরং পরম্।

ষট্‌কর্মাদি সমাধান পূর্ব্বক পুষ্টানন্সক্রে রাখালশসা বৃক্ষের মূল উত্তোলন করিবে, পরে তাহা শুঠ, পিপুল ও মরিচ সহযোগে গো-দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করতঃ বটিকা

প্রস্তুত করিবে। ছায়ার শুষ্ক করিয়া ঐ বটিকা মুখ মধ্যে ধারণ করিলে শুক্র
স্তুভন হয়। ১

৫। নীলীমূলঃ শ্মশানস্থং কট্যাং বদ্ধা তু বীৰ্য্যধুক্।

ঘটকর্ণের নিয়মাদি সমাপান করিয়া শুষ্ক চিত্তে শ্মশানস্থ নীলী বৃক্ষের
মূল উত্তোলন পূর্বক কটিদেশে ধারণ করিলে শুক্রস্তুভন হইয়া থাকে। ৫

✓ মুখস্তুভন

১। শ্বেতগুঞ্জোথিতং মূলং মুখস্থং দৃষ্টতুগুজিং।

মন্ত্রঃ—“ও হ্রীং রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকং মে বশমানয়
স্বাহা।”

ঘটকর্ণের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত “ও হ্রীং” ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বেত কুচ
অভিমন্ত্রিত করিয়া মণ্ড মধ্যে ধারণ করিলে, ঐশ্বিত্য ব্যক্তির মুখস্তুভন হইয়া
থাকে। অমুক স্থলে নাম করিতে হয়। ১

২। অয়ং সর্বযোগসিদ্ধিঃ পুয়্যাকৈ মধুবন্দ্যকং গৃহীত্বা

প্রক্ষিপেদুধঃ।

সভামধ্যে চ সর্বৈবাঃ মুখস্তুভঃ প্রজায়তে।

ঘটকর্ণের নিয়মানুসারে যে দিবস পুণ্যানক্ষত্রসংযুক্ত রবিবার হইবে, সেই
দিবস ষষ্টিমধু বৃক্ষের মূল লইয়া সভাস্থলে ফেলিয়া দিলে, সভাস্থ সকলের
মুখস্তুভন হইয়া থাকে। ২

৩। হরিতাল জলে ঘষিয়া বিষলেখনীর দ্বারা আকন্দ পত্রে ঐশ্বিত্য ব্যক্তির
নাম লিখিয়া কোন এক উজানস্থ ঐশ্বান কোণে পুতিয়া রাখিলে, তাহার মুখস্তুভন
হইয়া থাকে। বলা বাচল্য ইহাও ঘটকর্ণের নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

৪। ঘটকর্ণের নিয়মাদি সমাপন পূর্বক একখানি পাথরে হরিদ্রার দ্বারা ঐশ্বিত্য
ব্যক্তির নাম লিখিয়া অধোমুখে স্থাপন করিলে মুখস্তুভন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

৫। “ও অমুকস্য মুখং স্তুভয় স্তুভয় স্বাহা।”

একখানি ত্রিকোণ বিশিষ্ট মুক্তিকার খোলায় হরিদ্রা দ্বারা উপরোক্ত “ও অমুকস্য”
ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া কোন একটি বৃক্ষের কোটরে স্থাপন করিলে ঐশ্বিত্য ব্যক্তির

মুপ স্তম্ভন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্মেয় নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ৫

মেঘস্তম্ভন

- ১। ইষ্টকঙ্কয়সংপুটমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরশ্রং
বিলিখ্য উত্থানে স্থাপয়েৎ তদা মেবান্ স্তম্ভবতি।

মন্ত্রঃ—“ওঁ মেবান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।”

প্রথমতঃ একখানি ইষ্টকের উপর চারিটি চতুরশ্র অঙ্কন করতঃ তল্পপোরি আর একখানি ইষ্টক আচ্ছাদন দিবে, অতঃপর মূলের লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি উত্থান মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে মেঘস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১

নৌকাস্তম্ভন

- ১। ভরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ।
নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জায়তে ধ্রুবম্।

ভরণী নক্ষত্রে ষট্‌কর্মেয় নিয়মাদি সমাপন পূর্বক ক্ষীরবৃক্ষের এক খানি পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠ লইয়া নৌকায় ফেলিয়া দিলে নৌকা স্তম্ভন হইয়া থাকে। ১

২। উপরোক্ত নক্ষত্রে ষট্‌কর্মেয়াদি সমাধান করিয়া অশ্বখ, রট, পাকুড়, মজ্জুদুশুর ও বকুল এই কয়েকটি বৃক্ষের প্রত্যেকের পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠ লইয়া যে কোন নৌকার মধ্যে স্থাপন করা যাউক না কেন, সেই নৌকা নিশ্চিত স্তম্ভিত হইবে।

নিদ্রাস্তম্ভন

- ১। মূলং বৃহত্যা মধুকং পিষ্টা নস্যং সমাচরেৎ।
নিদ্রাস্তম্ভন মেতদ্বি মূলদেবেন ভাবিতম্।

ষট্‌কর্মেয় নিয়মাদি সমাপন পূর্বক বৃহতীর মূল চূর্ণ ও যষ্টিমধু একত্র মিশ্রিত করতঃ নশ্র লইলে নিদ্রাস্তম্ভন হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, মিথ্যা হইবার নহে। ১

শত্রুস্তম্ভন

১। কপিথস্য চ বন্দাকং কৃত্তিকায়াম্ সমাচরেৎ ।

বজ্রং সংস্থত্ব দেবশ্চ শস্ত্রস্তম্ভনকং পরম্ ।

কৃত্তিকা নক্ষত্র সংযুক্ত দিবসে কয়েতবেল বৃক্ষের শিকড় লইয়া মুগ্ধ মধ্যে রাখিলে, সাধারণ অস্ত্র ত দূরের কথা ইল্লের বজ্রও স্তম্ভিত হইয়া থাকে । ১

শত্রুস্তম্ভন

১। “ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরমৈশ্বা স্তম্ভন-মহাভয় রণরুদ্ধ আজ্ঞাপয় যাহা ।” অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ ।

ঘটকর্ণের নিয়মাদি সমাবান পূর্বক “ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ” ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া গুলঞ্চ মূল তুলিয়া করে ধারণ করিলে শত্রু স্তম্ভিত হইয়া থাকে । ইহা মহাদেবের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । ১

অশ্ব ও মহিষাদি স্তম্ভন

১। উষ্ট্রশ্বাস্তি চতুর্দিক নিখনেদুভূতলে ঞ্জবম্ ।

সাং মেঘীং মহিষীং বাজীং স্তম্ভয়েৎ করিণীমপি ।

যে স্থানে মেঘ, মহিষ ও অশ্ব বিচরণ করে, সেই জমির চতুর্কোণে উষ্ট্র অস্ত্র প্রোথিত করিলে, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, ইহাও ঘটকর্ণের নিয়মানুসারে সমাধা করিতে হইবে । ১

স্তম্ভন সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চাটন

১। কাকোলুকস্তু পক্ষাংস্তু হৃদ্বা হৃষ্টাধিকং শতম্।

যন্নায়া মন্ত্রযোগেন সমস্তোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হ্ৰঃ দংষ্ট্রকরালায় অমুকং সপুত্র-
বান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হ্ৰঃ ফট্
স্বাহা ঠঃ ঠঃ ॥”

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপনপূর্ব্বক দাড়কাক ও কালপেচার পক্ষ দ্বারা ‘ওঁ নমো
ভগবতে’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একশত আট বার হোম করিলে, যে ব্যক্তির নামে
হোম করা হইবে, তাহার সপুত্রবান্ধব সহিত উচ্চাটন হইয়া থাকে। ১

২। মৃতকস্তু পুরুষস্তু নিম্মালাং চেলমেবচ।

প্রোতালয়ে সমাগৃহা যস্তু গেহে নিধাপয়েৎ।

অষ্টম্যাক্ষ চতুর্দশ্যা তথৈবোচ্চাটনং ভবেৎ।

উদ্ধৃতেন শাস্তি ॥

চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথি হইলে সেই রাত্রে গ্রাম্যানে বাইরা মৃত ব্যক্তির বস্ত্র
এবং নিম্মালা সংগ্রহ করিতে হইবে, ঐ বস্ত্র‘বাহার’গৃহে প্রোথিত করা যায়,
তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে। ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হয় এবং
যে স্থানে এক লক্ষ মড়া পোড়ান হয় নাই এরূপ শস্যানের কাপড় ও নিম্মালা
আবশ্যক। ২

৩। পক্ষাঙ্গুলং চিত্রকস্তু কীলং গ্রাহ্য পুনর্ব্বমৌ।

সপ্তাভিমদ্বিতং গেহে খনেছুচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো লোহিতমুখ স্বাহা।” অস্ত্রাষ্টোত্তরসহস্র জপেন
পুরুষচরণং।

পুনর্ব্বস্তু নক্ষত্রে ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপনপূর্ব্বক পক্ষাঙ্গুল পরিমাণ চিত্রা
(রাং চিত্রা) গাছের ডাল সংগ্রহ পূর্ব্বক উপরোল্লিখিত মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র-
বার অভিমদ্বিত জপ ও পুরুষচরণ করিয়া বাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়,
তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে। ৩

৪। লেপয়েৎ কাকপিত্তেন কীলঙ্গুলসম্ভবম্।

লিখনেদযস্য ভবনে তস্যোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ হ্রীং দণ্ডিন দণ্ডিন মহাদণ্ডি চেন নমোহস্ততে ঠঃ ঠঃ।”

ঘটকাদি সমাপনপূর্বক যে ব্যক্তির গৃহে এক অঙ্গুলি পরিমাণ একটি কীলকে বায়ুসের পিত্ত লেপিয়া উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রোথিত করা যায়, তাহার অচিরে উচ্চাটন হইয়া থাকে। ৪

৫। মঙ্গলবারে রাত্রৌ শ্মশানাদ্ভারং

কৃষ্ণবস্ত্রেণ কুড়া রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য

যস্য গৃহোপরিষ্কিপেৎ সপ্তাহান্তরে

তস্যোচ্চাটনং ভবতি।

ঘটকাদি সমাপন পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা মঙ্গলবার রাত্রে শ্মশানের অঙ্গার গ্রহণ করতঃ তাহা রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা পুটুলির আকারে বেঁধেন করিয়া যাহার গৃহে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহার এক সপ্তাহ কাল মধ্যে উচ্চাটন হয়। ৫

৬। ভরণ্যামঙ্গলৈকস্তু উল্লুকস্যাস্থিকীলকম্।

সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য লিখন্তোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ নমো দহ দহ হল হল স্বাহা।”

ভরণীনক্ষত্রে ঘটকক্ষের কার্যাদি সমাপান করিয়া এক অঙ্গুলি পরিমাণ পেচকের হাড় গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তির গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার দ্বারা উচ্চাটন হয়। ৬

৭। খ্যাতমৌড়ুশ্চুরং কীলং মন্ত্রিতং চতুরঙ্গুলম্।

তং যস্য লিখনেদগৃহে তস্যোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ নমো শিনি শিনি স্বাহা।”

ঘটকাদি সমাপান পূর্বক যে ব্যক্তির গৃহে চারি আঙ্গুল পরিমাণ যজ্ঞডুমুরের কীলক উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রোথিত করা যায়, তাহার অচিরে উচ্চাটন হইয়া থাকে। ৭

৮। স্বেতলাঙ্গলিকামূলং পাপয়েদযস্য বেশ্মনি।

লিখন্তু তু ভবেত্তস্য সত্ত্ব উচ্চাটনং ক্রবম্।

ষট্‌কক্ষের কার্যাদি সমাধান পূর্বক যে ব্যক্তির গৃহে ঐশ্বর্যলাভের মূল প্রাপ্তি করা যায়, তাহার সত্ত্ব উচ্চাটন হইয়া থাকে । ৮

৯। নরকাস্থিকীলকং দ্বারে লিখিত্যচ্চতুরঙ্গুলম্ ।

অরিদ্বারে মন্ত্রমুক্তং সত্ত্বমুচ্চাটনং ভবেৎ ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ গৃহ পচ পচ ত্রাসয়।
ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতি রাজ্ঞাপরতি ঠঃ ঠঃ ।”

ষট্‌কক্ষের কার্যাদি সমাধান পূর্বক মৃত মনুষ্যের একটি চারি আঙ্গুল পরিমাণ অস্ত্র গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, যে ব্যক্তির গৃহ দ্বারে প্রোথিত করা যায়, তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে । ৯

১০। নিম্বপত্রে লিখেন্নাম মহিষাশ্বপুরীষকৈকম্ ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ কাকভূগু ধবলামুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় হং কট্ স্বাহা ।”

প্রথমে ধবলামুখী দেবীর পঞ্চোপচারে অর্চনা করতঃ ষট্‌কক্ষের নিয়মাদি সমাধান করিবে, পরে কাক পক্ষের লেখনী দ্বারা মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠায় নিম্বপত্রপোনি উপরোক্ত মন্ত্র লিখিবে, অমুক স্থলে শত্রু ব্যক্তির নাম লেখা আবশ্যক ; অনন্তর যে কাকের পালক গ্রহণ করা হইবে, তাহার বাসার যাবতীয় কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্বক মহাতৈল অথবা মরিচাদি কটু বস্তু দ্বারা যথা নিয়মে হোম করিয়া অগ্নি নির্বাপিত হইলে সেই ভস্ম শত্রু ব্যক্তির বাটীর উপরে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্রই তাহার উচ্চাটন হয় । বলা বাহুল্য, এই কার্য্য করিতে হইলে ধবলামুখীর ধ্যান করা বিধেয় । দেবী ধূম্রবর্ণা, ত্রিনয়না, তাঁহার ললাটদেশে শশীকলা, মস্তকে জটাজুট বিরাজমান, কৃশাঙ্গি অস্থিমালায় বিভূষিতা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তপোষি কন্তরী ও পদ্ম বিরাজিত, কোটারাক্ষী, ভীমদশনা এবং পাতালোদরী । ইহা বীরতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত । ১০

উচ্চাটন সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্বেশন

মহাদেব উবাচ

- ১। অথ বিদ্বেশণং বক্ষ্যে মিথো বিদ্বেশণং রিপো ।
করণীয়ং মহেশানি যত্নকং মালিনী মতে ।
অহোহা যুদ্ধ সংরম্ভে রোষিতৌ সমরেষু তৌ ॥

অনন্তর বিদ্বেশন বিধি কথিত হইতেছে । এই বিদ্বেশন কার্য্য করিলে শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেশ হইয়া থাকে । ইহাতেই উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি ঘোষাবুদ্ধি হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া থাকে । ১

- ১। বিভীতকং শাকোটকং মূলং পত্ৰঞ্চ সংযুতম্ ।
স্থাপাতে যদগৃহদ্বারে তত্র বৈ কলহ ভবেৎ ।

বিভীত ও দেওড়া বৃক্ষের মূল ও পত্র যেরূপে ব্যক্তির গৃহদ্বারে স্থাপন করা যায়, তথায় কলহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । বলা বাচনা, ইহা ঘটকর্ম্মের নিয়মানুযায়ী করিতে হইবে । ২

- ৩। মার্জ্জারমূষিকোবিষ্ঠা সাধ্যপুত্তলিকা কৃত্য ।

নীলবস্ত্রেন সংবেষ্ট্য মন্ত্রয়িত্বা শতেন চ ।

বিদ্বেশো জায়তে তত্র ভ্রাতরৌ ভ্রাতপুত্রকৌ ।

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিন্তে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেশং
কুরু ক্রুং ফট্ ।”

ঘটকর্ম্মের নিয়মাদি সমাপনপূর্ব্বক স্থির চিত্ত ও ঘৃণা ত্যাগ করিয়া মার্জ্জার ও ইন্দুরের মল গ্রহণ করতঃ দুইটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর ঐ পুত্তলিকা দুইটীকে নীলবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে বিদ্বেশ জন্মাইতে হইবে, তাহাদিগের নাম উল্লেখপূর্ব্বক উপরোক্ত মন্ত্রে একশতবার জপ করিবে । এই কার্য্য দ্বারা সাধারণ ত দুইয়ের কথা, এমনকি ভ্রাতার ভ্রাতার ও পিতাপুত্রেরও বিদ্বেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৩

৭। একহস্তে কাকপক্ষমূলকস্য তথাপরে ।
মন্ত্রয়িছা মিলিঙ্গাগ্রং কৃষ্ণশূত্রেণ বন্ধয়েৎ ।
অঞ্জলিঞ্চ জলে চৈব তর্পয়েদ্রস্ত পক্ষকৈঃ ।
এবং সপ্তদিনং কুর্ঘাদষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।
বিদ্রেষো জায়তে তত্র মহাকৈতুকমদ্ভুতম্ ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্যশানবাসিতো অমুকামুকয়োর্বিদ্রেষঃ
কুরু কুরু কট্ ।”

ষট্‌কন্ঠের নিয়মমত এই কার্য সমাধা করিতে হইবে। প্রথমতঃ কক্ষী এক
হস্তে দাঁড়কাকের পক্ষ ও অত্র হস্তে কাল পেচকের পক্ষ গ্রহণ করতঃ “ওঁ নমো
মহাভৈরবায়” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক পক্ষ দুইটির অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া
কৃষ্ণশূত্র দ্বারা বেষ্ঠন করিলে, অনন্তর ঐ পক্ষ দিয়া কল দ্বারা সাত দিন একভাবে
একশত আটবার তর্পণ ও জপ করিলে কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। উপরোক্ত
মন্ত্র দ্বারাষ্ট তর্পণ কার্য সমাধা হয়। ৪

৫। ষট্‌কন্ঠের নিয়মাদি সমাধা করিয়া পদীর কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্বক শ্যশানের
অগ্নি দ্বারা তাহা প্রজ্জলিত করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নির উপর তিল, নব ও
অক্ষত দ্বারা উল্লিখিত মন্ত্রে হোম করিলে ঈশ্বিত ব্যক্তিরূপের মধ্যে বিদ্রেষ উৎপন্ন
করা যায়।

৬। একহস্তে কাকপক্ষমূলকস্য তথাপরে ।
দর্ভেণ ধারয়েদ্ যদ্বাদ ত্রিসপ্তাহং জলাঞ্জলিম্ ।
রক্তাশ্বমারপুষ্পৈকমন্ত্রযুক্তং জলাঞ্জলিম্ ।
নিত্যং নিত্যং প্রদাতব্যমষ্টোত্তর সহস্রকম্ ।
পরম্পরং ভবেদ্রেষঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ॥

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো কটীনটী প্রমোটনীকী গৌরী গৌরী অমুকস্ত
অমুকেন সহ বিদ্রেষঃ কুরু কুরু স্বাহা ।”

একহস্তে কাকপক্ষ ও অত্র হস্তে পেচকের পক্ষ দর্ভের সহিত গ্রহণ করিয়া
দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক “ওঁ নমঃ কটীনটী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
তিনি সপ্তাহ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। এই জলাঞ্জলির সহিত এক একটা

রক্তবর্ণ করবীর পুষ্প দিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তর সহস্র জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।
এই প্রকারে যে দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই
দুই জনের মধ্যে বিদেহ ঘটিবে। ৬

৭। ব্রহ্মদণ্ড্যস্ত মূলানি কাকমস্তকমেব চ।

জাতীপুষ্পরসৈর্ভাব্যং সপ্তরাত্রং ততঃ পুনঃ।

বিদেহকারকো ধূপঃ শিখিপিচ্ছাহিকঞ্চকং ॥

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকের মস্তক সপ্তাহ পর্যন্ত জাতীপুষ্পরসে ভাবনা দিয়া
তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সর্পের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে পরস্পর
বিদেহ জন্মে। ৭

৮। মুষমার্জ্জাররোমানি বিপ্রস্ত দ্বপনস্ত চ।

এষ বিদেহকারকো ধূপঃ পত্ন্যঃ পিত্রা সূতস্ত চ ॥

(মুষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সম্রাসী; ইহাদিগের কোমল ও ককর করিয়া ধূপ দিলে
পতি ও পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিদেহ জন্মে। ৮)

৯। গৃহীত্বা সিংহকণ্ঠস্ত নিখনেদ্বারতো ভুবি।

কলহো জায়তে নিত্যং বিদেহঃ জায়তে তদা ॥

শজারুর কাঁটা আনিয়া বাঁহাদিগের ঘরের দ্বারদেশে মৃত্তিকাতে প্রোথিত
করিয়া রাখিবে, প্রতিদিন তাহাদের কলহ বিদেহ হইবে। ৯

অথ মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদেহ কুরু
কুরু স্বাহা ॥”

এই মন্ত্রে বিদেহণের সমস্ত কার্য্য করিবে, যে যে স্থানে মন্ত্র লিখিত হয় নাই,
তৎসমুদায় কার্য্যেই এই মন্ত্র জানিবে ॥

১০। ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে তু রিপোনর্নাম সমন্বিতং

মন্ত্ররাজ্যং প্রবক্ষ্যামি মহাভৈরব সংজ্ঞকং।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমো মহাভৈরবায় ক্রতুরূপায় শ্মশানবাসিনে অমুকা-
মুকোর্ব্বিবিদেহঃ কুরু কুরু শুরু শুরু ছু কট কটী” এতমন্ত্রং লিখিত্ব
বিদেহযো জায়তে ধ্রুবং।

মটাকোণ চক্রমধ্যে শঙ্কর নামের সহিত “ওঁ নমো মহাভৈরবায়” ইত্যাদি মন্ত্র
লিখিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রমধ্যে যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই সেই
ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিবে। ১০

১১। যন্তু নাম ভবেন্তু কাকপক্ষেণ লেখিতং।

বেষ্টয়েদ্বিজচাণ্ডালকেশৈরেকতবৈস্ততঃ।

গর্ভে আনাশরাবস্তে পিতৃকাননমধাতঃ ॥

(কাকপক্ষে নাম লিখিয়া চণ্ডাল কিম্বা বাচ্চণের কেশ দ্বারা বেষ্টন করিবে।
১২পরে ঐ নাম কাটা সরার মধ্যে স্থাপন করিয়া গাশানে প্রোথিত করিয়া দিবে।
যে যে ব্যক্তির নামে এইরূপ কার্য্য করা যায়, তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া
পাকে।) ১১

বিদ্বেষণ সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

মারণ

১। সপাস্তাদূলমাস্ত চান্নোবায়াং রিপোগৃহে।

নিখনেং সপ্তধা জপ্তং মারয়েজ্জিপুসন্ততিন্।

মন্ত্রঃ—“ওঁ সুরেন্দ্ররায় স্বাহা।” অনেন মন্ত্বেণ।

এক অঙ্গুলি পরিমাণ সপ্তের অস্ত্র লইয়া অগ্নেয় নক্ষত্রে উপরোক্ত মন্ত্বে দাতব্য
অভিমন্ত্রিত করতঃ বাহার-গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার সম্ভানসত্ত্বিত বিনষ্ট
হইয়া পাকে। বলা বাহুল্য ইহাও ঘটকন্ডের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিতে হয়। ১

২। ষ্বেতসর্ষপনির্ম্মালাং যদ্গৃহে তদ্বিনাশকৃত।

ঘটকন্ডের নিয়মাদি সমাপন পূর্ব্বক বাহার গৃহে ষ্বেতসর্ষপ ও নির্ম্মালা নিক্ষেপ
করা যায়, তাহার শীঘ্র বিনাশ হইয়া থাকে। ২

৩। এক মুঠা সরিষা, বার মুঠা রাই,
 চল্লসে সরসে কাঁউর ঘাই।
 কাঁউরে আতেন ছত্ৰার বড়ি।
 তার খোলাতে সরসে ভাজি।
 সবসে করে চড়্ চড়্ :
 আমার এই সরসে পড়ায়
 অম্বক করে বড় ফড়।
 আমার এই সরসে পড়া যদি লড়ে,
 ঈশ্বর মহাদেব পক্ষমণ্ডের
 বান পদে সৈকে।

এক মণ সরিষা, ও বার মুঠা রাই সরিষা, অম্বকপত্রাদিযুক্ত শূন্যবাসে ক্রুর করিবে।
 তত্বে এত উক্ত দিবসে মটকক্ষেপ নিয়মাত্মসারে মন্ত্রপুত্র করিলে ঈশ্বর বা ক্রুর
 বিনষ্ট হবে, বার : ৩

✓ মন্ত্রাণা নিবারণ

৬ টাঙ্গিরে টাঙ্গি, পরশুরামের টাঙ্গি,
 রে রে টাঙ্গি মোর বোল করিমু,
 অম্বকের অঙ্গের বাণ এখনি কাটিমু।
 ওঁ ব্রহ্ম অস্ত্র কাট, ওঁ বিষ্ণু অস্ত্র কাট,
 ওঁ ইন্দ্র বজ্র কাট, ওঁ পাশুপত কাট,
 ওঁ যম দণ্ড কাট, কাট কাট
 কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিন্দে মায়ের আজ্ঞে,
 হাড়ির যি চণ্ডীর আজ্ঞে, শীঘ্র কাট।
 শীঘ্র কাট।

উপরোক্ত মন্ত্রে এক ঘটি জল মন্ত্রপুত্র করিয়া রোগীকে খাওয়াইলে অতি
 আরোগ্য হইয়া থাকে। তিন বার মন্ত্র পাঠান্তে তিনটি ফুঁ দিবে

অস্ত্র-মন্ত্রাণ

জাণে ছুচ্ছন্দরীচূর্ণং দত্তে পতিতঘোটকঃ।

ঘটকর্মের নিয়মাদি সমাপন পূর্বক মৃত ছুছুন্দরী চণ্ডীকে বসন্ত ঘটককে আদায়
করাইলে, ঘটক পতিত হইয়া থাকে।

অগ্নি-মার্জন নিবারণ

সুস্থশ্চন্দনপানেন নাশয়ত্ব ন মাশয়ঃ

চন্দন ঘসিয়া নামারক্ত দ্বারা অগ্নি পান করাইলে, অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে ইত্য-
থাকৈ।

শত্রু-মার্জন

আদ্রিয়ঃ নিম্ববন্দ্যক শাল্যেণ শয়নমন্দিরং

নিখনেগ্নি যতে শত্রুবন্দ্যতে চ পুনঃসুখং

তথা শিরিষ বন্দ্যক পুষ্কোক্তেনেতুনং তরং

শত্রুগেহে স্থাপয়িত্বা বিদ্রোহনং শত্রু ভবিষ্যতি

বাদ্য নক্ষত্রে নিখগাড়েব পুষ্কোক্তে গহ্বরে শত্রু শয়ন ঘাটে প্রতিমা
বাগিলে, শত্রুর মরণ হয়। কিন্তু উক্ত বস্তুরূপিয়া অস্ত্রাদি যেরূপে উক্ত ঘাটে
পশাস্ত হয়। শিরিষ গাড়েব পুষ্কোক্তে বাদ্য নক্ষত্রে গহ্বরে শত্রু গহ্বরে
প্রতিমা রাখিলেও তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

অথ মোহিনী বিদ্যা

অথ সৰ্বজন মোহনম্

শ্রীঈশ্বর উবাচ

১। তুলসী বীজ চৰ্চয় সহদেবীরসেন চ।

তিলকঞ্চ রসেবধারে মোহনং সৰ্ব্বতো জগৎ ॥

শ্রীমহাদেব বলিতেছেন,—তুলসী বীজ বেড়েলার রসে পেষণ পূৰ্ব্বক রবিবারে
দশটি তিলক পান করিলে, যেহেতু মমত জীবকে মোহিত করিতে পারে
সেই। ১

২। ভৃঙ্গরাজমপানার্গো লজ্জানু সহদেবৌ কা।

এ ভিস্ত তিলক কণ্ডা ত্রৈলোক্য মোহনরঃ ॥

ভৃঙ্গরাজ, অপানার্গ, লজ্জানু ও বেড়েলার মল; এই সকল একত্র
পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে দ্বিভুবন মোহিত করিতে পারে। ২

৩। অগ্রে সপ্তস্বর গ্রাহ্য অস্তে হংকার সংযুতা।

ওঁকার শিরসং কুহা হং অস্তে কট চ বিহসেৎ ॥

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ফট্।”

অনেনৈব তু মন্ত্রে তাহুল ভাবনম্। সাধাস্ত মূলনিষ্কিপ্তে
মোহমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ “ওঁ ভীঁ ক্ষীঁ ভো মোহয় মোহয় স্বাহা” বার-
তয়ঃ জ্ঞাপনাৎ মোহমাণ্ডোতি মানবঃ। গোরোচনয়া অনামিকারক্লেণ
ভৃঞ্জ যস্য নামাভিলিখ্য দ্ব্যতমধ্যে স্থাপয়েৎ তং মোহয়তি ॥

“ওঁ অং আং” ইত্যাদি মন্ত্রে তাহুল পড়িয়া বাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি
তৎক্ষণাৎ মোহিত হইবে। “ওঁ ভীঁ” ইত্যাদি মন্ত্রে বাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রাত্রিতে
তিনবার জপ করিলে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে। গোরোচনা ও অনামিকা
অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা ভৃঞ্জপঙ্ক্ত্র যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া দ্ব্যত মধ্যে স্থাপন করিলে
সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে। ৩

✓ রাজকুল মোহন

নীলোৎপলঃ গুগ্গু গুল ও কৃষ্ণা গুল সমঃ সমম্।

ধূপয়িত্ব নিজং দেহং রাজকুল বিমোহনম্ ॥

নীলোৎপল, গুগ্গু গুল ও কৃষ্ণা গুল, এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া নিজ শরীরে ধূপ দিলে, রাজকুল মোহিত কবিত পাবে।

✓ ঈশ্বর কুল মোহন

শুভামূলঃ তথা বীজঃ রক্তচন্দন সম্যবম্।

কটী বীজঃ সমঃ পিষ্টাঃ বচামূলঃ প্রয়োজয়েৎ ॥

(অপারাগেব মূল ও বীজ, রক্তচন্দন, কটী ও বচামূল দুইটি এই সকল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া নিজ হাতে বাহ্যিক দ্বারা মোহিত ব্যক্তি মোহিত হইবে, এমন কি ঈশ্বর কুলও মোহিত হইবে।)

✓ শত্রু মোহন

হৃষিকেশাদ্রবচর্ণেন ধূপো মোহয়তি নৃণাম্।

হৃষিকা মূল চূর্ণ করিয়া ধূপ দিলে সবজন মোহিত হব।

✓ মোহন নিবারণ

প্রতানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি।

শতপুষ্পঃ ঘটং কীরং শ্বেতাক্ষক পিবেৎ সুধাঃ।

গোসপিং সুরধূপেন মোহাৎ স্তম্ভা ভবিষ্যতি ॥

অনন্তর মোহন নিবারণ কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করিতে পারে। শলুকা, ঘট, চন্দ্র ও শ্বেত আকন্দের মূল; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিলে এবং গবাদন্ত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূপ গ্রহণ করিলে মোহিত ব্যক্তি মুক্ত হইয়া থাকে।

হুস্তজন মোহন

১। যশ্র নাম রক্তদ্রব্যেণ ভূর্জে সালিখা মধুনধ্যে স্থাপয়েৎ।

স হুস্তোহপি মোহমাপ্নোতি ॥

অগ্রে ঘটকর্তৃক সমাপন পূর্বক যাহাকে মোহন করিতে হইবে, তাহার নাম
১৩৭৪ দ্বারা ভূজপত্র লিখিয়া মধু মদ্যে হোম করিবে। সেই ব্যক্তি অতি দৃষ্ট
হইলেও মোহিত হইবে। ১

✓ ১। গোরোচন্দ্র, ভূজ যন্ত্র নানাভিলিখ্য পুষ্পাদিষড়ঙ্গৈঃ
সম্পূজ্য নবনদ্যে স্থাপয়েৎ। সর্বদৃষ্টান মোহয়তে ॥

পদমে ঘটকর্তৃক সমাপন করতঃ ১৩৭৪ পূজা করিবে; অনন্তর গোরোচন্দ্র
দ্বারা ভূজপত্রে যে পাণ্ডিত্য নাম লিখিয়া মধু মদ্যে সংস্থাপন করিবে, সর্বদৃষ্ট ব্যক্তি
১৩৭৪ সে মোহিত হইয়া থাকে। ২

মোহন-সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

কৌতুক করণ

১। ভোমপুস্তো তু সংগৃহ্য ককলাসং ননোহরম্।

স্থাপয়েন্নভাণ্ডে তু রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।

পুষ্পদীপাংকৈতগন্ধৈনৈবেদ্যং মন্ত্ৰ সংযুতং

বামহস্ত কনিষ্ঠায়াঃ স্বস্ত্য রক্তেন সৈচয়েৎ

সংগ্রাহ্য পূজয়েদেবং শম্ভুঃ শ্রীঃ সর্বকর্ষকম্।

মন্ত্ৰঃ—“ও অঙ্কোলায় ও রং ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।”

অনেন মন্ত্ৰেণ পূজাকালে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।

তং মন্ত্ৰং ছায়ায়া শুষ্কং চূর্ণয়িত্বা কটিং লিপেৎ।

সবস্ত্রমপি তং লোকা নগ্নমালোকয়ন্তি হি।

তচ্চূর্ণং তালপত্রস্ত লেপিতং সর্পসম্ভবম্।

নাগবল্লীদলং লিপুং ভূমৌ ফিপুং সমুৎপাতেৎ।

তচ্চর্ণং কৌমুদং কন্দং নাগবল্লীদলাশ্রিতম্ ।

পেবয়িঙ্গা লিপেন্ভাণ্ডং তদ্বাণ্ডেন বিশেষজ্ঞম্ ।

পুণ্যানকল্প সংযুক্ত বৃদ্ধবারে একটি মনোহর রুকমার সংগত করিয়া সেই জীবকে একটি নতুন পুণ্য স্থাপন পূর্বক রুকমার পক্ষ, ধর্ম, দায় ও নৈবেদ্য প্রার্থিত হইল অল্পনা করিলে; অনন্তর সাত দিনস পর্যান্ত নাম ভাস্কর করিত অক্ষুণ্ণির পদে দ্বারা তাহাকে সেচন করিলে এবং বাজনা, গুড়াকালীন উপদ্রবাক্ত মধু পান, —“ও অক্ষোলান” ইত্যাদি মধু দ্বারা পূজা ও উক্ত মধু ইত্যাদি করিতে হইল সম্ভ্রান্তকাল এইরূপ করিতে নিম্ন প্রদত্ত উপায় করিয়া হইল, —

এতদপ্যন্য একটি রুকমারকে মানিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল চণ্ড করিলে। এই চণ্ড কাহারও কাউদ্দেশে যোগ্য করা হইলে, তাহাকে উক্ত চণ্ড দেওয়াইকে; প্রত্যাহৃত করিয়া চণ্ড পানের কালে সতিত মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিয়া যদি ভূমিতে পড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পদাঙ্গের পদে অক্লান্তি বর্জিত হইয়া নিচরণ করিতে থাকে। আবার ইহ চণ্ড কুমার পক্ষ ও পানেন্দু মতিত পান করিয়া যে দ্বারা প্রস্তুত হইলে, তাহা দ্বারা যদি কোন পদে যোগ্য পদান করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে দল প্রবেশ করিলে না। ১

১। “মমূরস্ত শিলাতাল ভোজয়িত্বাসমুদ্রম্ ।

তদিষ্টালিভুতস্তচাঙ্গাঃ শক্ৰোহপি নোক্ষতে ।

সাত দিনস কাল একটি মনকে মনোনিবেশিত হইয়া তাহা ভক্ষণ করাইলে, তাহা তাহা নিছা লইয়া যাহার হস্তে দেয়, প্রদান করা যাইলে, তাহাকে কেহ মন করিতে পারিবে না। ২

কৌমুদকরণ-তত্ত্ব



দীর্ঘাশ্লুকরণ

(অস্তিকর্ণপলাশস্ত মূলং বক্ষলক্ষ চর্ণাকৃত্য দাবচতুষ্টয়ং যতেনা-
বলেহয়েৎ ।)

ভক্ষণমন্ত্রস্ত—“ও নমো বিশ্বলিনাশায় ক্লীঃ রক্ষ মন ফলসিদ্ধিঃ
দেহি রুজমানেন স্বাহা।” অনেন মন্ত্রেণ প্রত্যহং দশবাতি মন্ত্রঃ
যাহায়েৎ ।

যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহার হস্তিকর্ণ পলাশের মূল ও উক্ত বলাচর্ণ করতঃ সত সংযুক্ত করিয়া অবলোহন করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ইহা উপবোধিত। নর দ্বারা পতাহ দশধা অভিমুখিত করা উচিত। নচেৎ কাঁচা সিদ্ধ হইবে না।)

NB অভ্যাহার করণ

ত্রয়কেনপি বৃক্ষস্ত পীঠং কুহা সনেষ্ঠিতা।

যৌগসৌ ভুঙ্তে যুতেঃ সার্কং ভোজনং ভীমসেনবৎ।

সন্ধার্যা প্লক্ষবৃক্ষস্ত কণ্ঠবামভিমুগ্ধগ্ন।

প্রাতঃ পুষ্পাণিসংগত্বা মালাঃ শিরসি ধারয়েৎ।

কৌপীনঃ সম্পরিভ্রাজ্য ভুঙ্তোসৌ ভীমসেনবৎ।

মন্ত্ৰঃ—“ও নমো সর্বভূতাবিপত্যে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরোক্ষজ্ঞাপয়তি স্বাহা।”

যদি কেঃ ভীমসেনবৎ আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যে কোন বৃক্ষের কাণ্ড হইতে একটি স্নানেন প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ আসনে বসিয়া দুঃমিশ্রিত গুণ ভোজন করিতে হয়। সন্ধার সময় উপরিলিখিত মন্ত্ৰ পাঠ পূর্বক একটু বেতাক অভিমুখিত করিতে হয়। পরদিন প্রাতে ঐ বৃক্ষের পুষ্পগণ্ড্য পরদিন পরক কৌপীন আঁগ করতঃ আহার করিলে ভীমসেনবৎ আহার করা যায়।



অনাহার করণ

অশ্রুণি ককলাসস্ত মজ্জাকরজবীজকং।

পিষ্টাতদগুণিকাঃ কুহা ত্রিলোহেন তু বেষ্টিতম্।

ভাবন্তে ধারয়েৎ যে সৌ ক্ষুংপিপাসা ন বাধতে।

মন্ত্ৰঃ—“ও শাং চাং শরীর মমৃতমার্কয় স্বাহা।”

ককলাসের অস্ত্র ও করজা বীজের মজ্জা এই দুই দ্রব্য একত্র গ্ৰেষণ করতঃ গুটিকা প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ গুটিকা ত্রিলোহ-কর্ষক বেষ্টন করিয়া “ও শাং” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক গুণ মধ্যে স্থাপন করিবে। যে যাকি এইরূপ করে তাহার ক্ষুধা হৃৎকা থাকে না। ইহা সাধু ব্যক্তিদিগেরই প্রয়োজনীয়।

কিন্নরী করণ

১। বিভীতকং কণা শুগী সৈন্ধবঃ স্বক্সমং সমম্।

গোমূত্রং পিবেৎ কবঃ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥

যে ব্যক্তি বহেড়া, পিঙ্গলী, শুগী, সৈন্ধব ও দাকটিনি সমভাগে গ্রহণ পূর্বক
দুই তোলা পরিমাণ গোমূত্র সহ পেষণ করতঃ সেবন করে, তাহার কিন্নরের আয়
গীত গাঠিত্ব শক্তি জন্মে। ১

২। জাতি-পত্র-কণা লাজা মা তুলুঙ্গদলম্ মধুঃ।

পলং নেহাং ভবেনাদঃ কিন্নরাধিক এব চ।

জাতিপত্র, পিঙ্গলি, থৈ ও মাহুলাঙ্গ দেবর পাতা উত্তমক্রমে পেষণ এবং মধু
মিশ্রিত হেঁদন কবিলে, কিন্নরের আয় গীত শক্তি জন্মে। ২

৩। দেবদারু কণা বোব শতাহ্বা পত্রক নিশা।

বচা সৈন্ধবসিগ্রু থম্বলং পেয়্যঃ সমম্।

কার্বকং মধুসপিভাঃ মাসমাত্রং সদা লিহেৎ।

কণ্ডুশুক্লিভবেত্তস্মা কিন্নরৈঃ সহগীয়তে।

যে কেহ সম পরিমাণ দেবদারু, পিপুল, ত্রিকটু, শতমূলী, তেজপাতা, হুদিনা,
বচ ও সৈন্ধব উৎপন্ন মূল সহযোগে রস ও মধুর দ্বারা পেষণ করতঃ এক মাসকাল
সেবন করে, সে কিন্নরের আয় গীত গাঠিতে সক্ষম হইবে। ৩

৪। শুগী চ শর্করা চৈব কোদ্রৈঃ সহ সংযুতা।

কোকিলস্বর এব স্মাদ গুটিকা ভুক্তিমান্বতঃ।

যে ব্যক্তি নিচ স্বর কোকিলের আয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহার শুগী, চিনি
ও মধু সংমিশ্রিত বটিকা সেবন করা আবশ্যিক। ৪

৫। আর্দ্রকং রঙ্গ কোরট কণা ব্রহ্মা বচা তথা।

বচাচূর্ণং সমাংসের পলৈকং বারিণা পিবেৎ।

মাদু মাসে চতুর্দশাং কৃষ্ণপক্ষে দ্বীপসপ্তকম্।

গন্ধর্ব্বসদৃশং গানং কোকিলানাং স্বরো যথা।

মাদী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে, আদা, রঙ্গ, কঙ্কাল, বেড়ালা, বামনহাটী ও বচ সম
বদিনায়ে চূর্ণ করতঃ আট তোলা পরিমাণ জলের সহিত পুন করিলে, কিম্বদন্ত
গেত শক্তি জন্মে । ৫

৬। নিম্নগুণীমূলচূর্ণস্ত তিলতৈলেন বো লিহেৎ ।

কণ্ডুশুদ্ধিভবেত্তস্য কিম্বদন্তেঃ সহ গীয়েত ।

যে ব্যক্তি নিম্নকার মূল চূর্ণ করিয়া তিল তৈলের সহিত সেবন করে, তাহার
কিম্বদন্তে আর গীতশক্তি জন্মে । ৬

✓ অদর্শন করণ

অকশালানি-কাপাস পটপঙ্কজতনুভিঃ ।

পঞ্চভিবর্ষষ্টিকান্তিঃ চ নৃকপালেষ পঞ্চমুঃ ।

নরতৈলেন দীপান্তঃ কঙ্কালং নৃকপালকে ।

গ্রাহয়েৎ পঞ্চভিষঙ্গং পূর্নবাচ শিবালয়ে ।

পঞ্চস্থানীয়জাতস্ত একীকুমাচ্চ তং পুনঃ ।

মদ্রয়িহাঞ্জয়েনেত্রে দৈবৈরপি ন দৃশ্যতে ।

মন্ত্রস্ত—“ও ভং ফট্ কালী কালী মাঃ শোভিতঃ খাদয় খাদয় দেবি
মাঃ পশ্যত মানুযেতি ভং ফট্ স্বাহেতি ।”

মন্ত্রেণাষ্টোভরসঃস্রাভিমগ্নিতঃ কহা তং কঙ্কালং নেত্রে দৃষ্টা
ত্রৈলোক্যাদশো ভবতি ।

যে ব্যক্তি ত্রিলোকবাসীর নিকট অদর্শন হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে অকন্দ,
শালানি, কাপাস পট ও পদ্মবস্ত্র দ্বারা পাঁচটা বাতী প্রস্তুত করতঃ পাঁচটা মনুষ্যের
মস্তক পুণিতে মত মনুষ্য তৈল দিয়া প্রদীপ প্রজলিত করিতে হইবে এবং তাহাতে
যে কঙ্কাল পতিত হইবে, তাহা চক্ষে অঙ্গন করিলে ত্রিলোকবাসীর নিকট অদৃশ্য
হওয়া যায় । এই কার্য্য শিবমন্দিরে সমাধান করিতে হয় এবং ঐ কঙ্কাল মূলের
নিপিত মন্ত্রে এক সহস্র আটবার অভিমগ্নিত করিবে ।

✓ কেশ কৃষ্ণকরণ

১। লৌহকিটুং জ্বাপুপ্পং পিষ্টা ধাত্রীফলং সমন্ ।

ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ত্রিমাংসং কেশরঞ্জনম্ ।

যে ব্যক্তি পক্ষ কৈশ সমূহকে কুম্ভবৎ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গোঃমণ্ড, বংশপুষ্প ও আমলকী এই কয়েকটা দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে পেষন করতঃ কৈশে লেপ প্রদান করা আবশ্যিক। ইচ্ছানুসারে পক্ষ কৈশ কুম্ভবৎ দাবিও হইবে। ১

২। দ্বিফলা লৌহচূর্ণকঃ উষ্ণভৃঙ্গরসস্তুথা।

কুম্ভমুক্তিকয়া সাক্ষী ভাণ্ডে মাস নিরোপয়েৎ।

তল্লোপাভুজ্যতে কেশান চতুঃশাস স্থিরে ভবেৎ।

যদিদিগের মস্তকের কেশ শুষ্কবৎ পালক দিয়া থাকে, তাহাদিগের কেশোভা বৃদ্ধিলাভ জন্য দ্বিফলা (ইন্দীতকী, বহেড়া ও আমলকী), উষ্ণভৃঙ্গ, উষ্ণরস ও বঙ্গভৃঙ্গ যথেষ্ট রস সম পরিমাণ ও উদক কুম্ভ মুক্তিক, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এক মাস কাল একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইচ্ছানুসারে কেশের পক্ষ কৈশে আবৃত্তিও, তাম্র চাবি মাস কাল সমভাবে কুম্ভবৎ থাকিবে। ২

মুখজনন নষ্টকরণ

১। তিল সংমদা ভৃগ্বেন গৌরমধপসমুতম্।

তল্লোপাদিচিরৈণৈব মুখত্রণং বিনশতি।

যে সকল ব্যক্তি ভৃগ্বের বর্ণাদি নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহার তিল, ভৃগু ও গৌরমধপ (বাদা সরিষা) সমপরিমাণ মর্জন করিয়া মধে মাদিবে, বহুরোপা নষ্ট হইয়া পাকে। ১

২। মদিতং মরিচং নীহা গৌরচনসমন্বিতম্।

লেপনাৎ মুখজাতস্ত ভ্রণঞ্চ সর্পবিনশতি।

যে ব্যক্তি মরিচ চূর্ণের সহিত গোঃরোচনা মিশ্রিত করিয়া মধে লেপন করে, তাহার ভ্রণরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। ২

মুখরঞ্জন

১। মুরামাসী বচাকুড়ং নাগকেশরমেব চ।

সংচূর্ণ রমণী যা চ প্রোভে না সঙ্ক্যায়ামপি।

লিহাৎ তস্তা মুখং শীঘ্রং ভবেৎ কপূর্ববাসিতম্।

(যে নারী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মূত্ৰাশাংগী, বট, কুড় ও নাগেশ্বর এই দ্রব্য চতুষ্টয় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিয়া জিহ্বায় লেহন করে, তাহার মুখে কপূর গন্ধের ত্রায় সুগন্ধ জন্মে। ১)

১। আত্মাঙ্গি পদ্মমূলক পিষ্ট। মধুসমমিতম্।

মুখে ধ্বংসিচিরেণৈব সুগন্ধো জায়তে মহান্।

যে ব্যক্তি মধুর অর্থাৎ সুগন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার আত্মাঙ্গি পদ্মমূলক পেষণ করতঃ মধু সংমিশ্রিত করিয়া মুখে মধু ধারণ করা উচিত। ২

৩। পিপ্পলীচূর্ণমাদায় যতমধুসমমিতম্।

প্রভাতে ভক্ষণাচ্চৈব সুগন্ধো জায়তে মুখে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে পিপ্পলীচূর্ণ, যত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়। ৩

✓ দেহরুগ্ন

১। চন্দনং তেজপত্রঞ্চ বালা চোশীরমূলকম্।

অগুরু-বদরীবীজঃ সঃমদ্য কেশরৈঃ সহ।

মর্দনাদিচিরেণৈব দুর্গন্ধ নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।

যাহারা চন্দন, তেজপাতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু, বদরী বীজ এবং নাগেশ্বর একত্রিত করিয়া মর্দন করতঃ গায়ে মাখে, তাহাদিগের গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ১

২। সপ্তপর্ণভুংকং লোথং নিম্বপত্রং তথাভয়া।

সংপিষ্ট্য লেপনাত্চৈব দুর্গন্ধ হরতে ধ্রুবম্।

যে ব্যক্তি ছাতিম বৃক্ষের ছাল, লোধ, নিম্বপাতা এবং হরীতকী পেষণ পূর্বক গাত্রে লেপন করে, তাহার শরীরস্থ দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ২

✓ সৌভাগ্যকরণ

১। রক্তং চিত্তার্কমূলঞ্চ সোমগ্রস্তে সমৃদ্ধতম্।

ক্ষৌদ্রেঃ পিষ্ট। বটীং বুখ্যাদ্বিলকং শুভমঙ্গল

যে নারীজাতি নিজ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাহার চন্দ্রগ্রহণ কালে রক্তচিহ্নিত ও আকন্দের শিকড় উত্তোলন করতঃ মধুর সহিত মন্দন করিয়া কপালে তিলক ধারণ করা আবশ্যিক। এইরূপ করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১

২। পুষ্যোদ্ধৃতং সিতাক্ষশ্চ মূলঃ বামেতরে ভুজে।

বন্ধা সৌভাগ্যমাপোতি ভূভাগাপি ন সংশয়ঃ।

(যে ব্যক্তি অতীব ভূভাগ সে যদি পুষ্যনক্ষত্রে খেত আকন্দের শিকড় উত্তোলন পুন্দক দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার ভূভাগা নষ্ট হইয়া থাকে।) ২

৩। কুঙ্কমালঙ্করাস্থাং বিধিপরে যশ্চ নাম সংলিখ্য।

মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সপ্তাঙ্গাং স সৌভাগ্যবান্ ভবতি।

(যাহার নাম কুঙ্কম ও অলঙ্ক দ্বারা বিধিপরে লিপিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করা যায় তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ৩)

উকুণাদি বিনাশকরণ

বিড়ঙ্গ গন্ধোপলকঙ্কহোণাং গোমূত্রসিদ্ধাঃ কটুতৈলমেতং।

অত্যঙ্গযোগেন শিরোরুহাণাং যুকাদিলিখ্য প্রায়ঃ নিহন্তি।

কেশের উকুণাদি বিনষ্ট করিতে হইলে, বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও গোমূত্র কটু তৈলের সহিত পাক করিয়া মস্তকে মন্দন করিতে হয়। উহার দ্বারা মস্তকের উকুণাদি বিনাশ পায়।

গ্রহক্লেশ নিবারণ

১। গুড়ুশ্রীবাস-ভল্লাত-বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাযুতং।

লাক্ষারসোহর্কপুষ্পঞ্চ যুগো রশ্চিক সপঞ্জং।

গ্রহের সর্প ও রশ্চিকাদি বিনষ্ট করিতে হইলে, গুড়, চন্দন, ভেলাবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, অলঙ্ক এবং আকন্দকুল এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ ধপ প্রস্তুত করিয়া ধুম এদান করা আবশ্যিক। ১

২। তক্রপিষ্টেন তালেন লেপয়েৎ পুত্রিকাকৃতীম্।

তাম্রাভ্রায় গৃহাদঘতি মক্ষিকা নাত্র সংশয়ঃ।

গৃহের মক্ষিকাদি তাড়াইতে হইলে একটি পুস্তলিকাপোষি তন্ত্রমত হরিভাগ মন্দন কপতে লেপন করা ক্রমেয়ক। ইহান দ্বাণে মক্ষিকাদি দূরে গলায়ন করে। ২

✓ ৩। (অর্জুনস্যা ফলং পুষ্পং লাক্ষাশ্রীবাসগুগ্ণুলম্।

শ্বেতাপরাভিতামূলং ভল্লাতকবিড়ঙ্ককম্।

ধূপঃ সর্জরসোপেতং প্রদেয়ং গৃহমধ্যাতঃ।

সর্পাশ্চ মংকুণা মুখা গন্ধাদ্ব্যন্তি দিশো দশা।)

(গৃহে গতে সর্প, ভারপোকা ও মক্ষিকাদি দূর করিতে হইলে, অর্জুন পুষ্পক কলি ও কুন্ডা, লাফা, চন্দন, গুগ্ণ গুল, শ্বেত অপরাভিতার শিকড়, ভল্লাবৃক্ষ, বিড়ঙ্ক, ধূপ এবং দশা একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা গৃহে ধূম প্রদান করিবে।

ভাগ। ৩

৪। সামরাজস্য বৃক্ষস্য পল্লবাগ্রেণ বভিকাম্।

কুন্ডা দাপং প্রকুব্বীত মংকুণশ্চ বিনশতি।

ভারপোকা বিনষ্ট করিতে হইলে, সামরাজ বৃক্ষের পল্লবাগ্র গহন প্রকট তদ্বারা বভিকা প্রস্তুত করতঃ দাপ জ্বালিবে। ইহার দ্বারা খাটমূল বিনাশ পায়। ৪

৫। মঘায়াঃ স্রবকং ক্ষেত্রে স্থাপয়েৎকোকোস্তবন্।

মক্ষিকামৃগিকানাঞ্চ জায়তে ভৃগুবন্ধনম্।

ক্ষেত্রে মক্ষিকা ও মৃগিকের মূখ বন্ধ করিতে হইলে, মঘানক্ষেত্রে শ্বেত আকন্দের শিকড় উত্তোলন পূর্বক ক্ষেত্র মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। ৫

কলহ কল্পণ

ব্রহ্মদণ্ডী সমূলা চ কাকমাচী সমধিতঃ।

জাতিপুষ্পরসৈঃ পিষ্ট্বা সপুত্রাত্রং পুনঃ পুনঃ।

এষ ধূপঃ প্রদাতব্যঃ শক্রগোত্রস্যা মধ্যাতঃ।

যথাগোত্রং সমাজ্জাতি পিতাপুত্রৈঃ সমং কলিঃ।

যদি কাহার উপর কলহ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সমূল ব্রহ্মদণ্ডী, এবং কাকমাচি বৃক্ষ একত্রিত করতঃ জাতিপুষ্পের রসে এক সপ্তাহ পুনঃ পুনঃ মর্দন করিয়া তাহার দ্বারা বভিকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বভিকা বা ধূপের ধূম প্রদান করিলে, সাধারণতঃ দূরের কথা পিতা-পুত্রের বিবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

✓ ভূতাদি নিবারণ

নরসিংহস্য বাজন্ত সৰুতুচ্ছরিতং তরং ।

ডাকিনীপ্রেতভূতানি তম সন্মোদয়ে যথা ।

(ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপুবক্ষঃস্থলবিদরণায় ত্রিভুবন-
ব্যাপকায় ভূতপ্রেতপিশাচডাকিনী কুলোন্মূলনায় শুভোদ্ভবায় সমস্ত-
দোষান্ হর হর বিসর বিসর পচ পচ হন হন কম্পয় কম্পয় মথ মথ
হ্রী হ্রী হ্রী কই কই ঠঃ ঠঃ এতেনি কদ আজ্ঞাপয়তি যথা ।)

মন্ত্ৰ: --“ওঁ ওঁ হ্রী হ্রী হ্রী হ্রী কই যাহা ।” অনেক সঞ্চপনাদিত কদা
রাগিণঃ প্রহারয়েতদা সন্দে প্রভা, পলায়ন্তে । ইতি --নরসিংহ মন্ত্ৰ
সমাপ্তম্ ।

নরসিংহ মন্ত্ৰ শুক্লচন্দ্র পাত করিলে, সন্মোদয়ে অশুকারণে প্রেরণ করি তকা-
“সৰু বাজন্ত শরীরে ডাকিনী, প্ৰেত ও ভূতাদি দার পলায়ন করে এবং “ওঁ হ্রী”
ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ পুস্তক সম্বন্ধে উদ্ভিদিত করিব। রোগের পক্ষে নিষেধ কৰিবে
উক্ত কার্য সমাপ্ত হয়

✓ ডাকিনী ভয় নিবারণ

পুৰ্ব্বাক্ষে স্নেতগুঞ্জয়া মূলমুদ্রতা ধারয়েৎ ।

বালানাং কণ্ঠদেশে তু ডাকিনীক্ষয়নাশনম্ ।

বালকের ডাকিনী ভয় নিবারণ করিতে ইহা, তাহার গণ্ডে স্নেতগুঞ্জরে
শিকড় পুস্তানক্ষত্র ববিদ্যে ডাকিনী দেওয়া আবশ্যক ।

✓ গ্রহদোষ নিবারণ

দাড়িমস্য চ বন্দাকং জোষ্ঠা ঝঞ্জে সমুদ্ররেং ।

দ্বারকে চ বালানাং সৰ্বগ্রহনিবারণম্ ।

বালকের সৰ্বগ্রহের গণ্ডে নিবারণ করিতে ইহা, যে স্থানে বালক
থাকিবে, সেই গুহ দ্বারে জোষ্ঠানক্ষত্রে উল্লিখিত ছাতিন গাছের পরগাছা বাকিয়া
দেওয়া আবশ্যক ।

✓ মৃতবৎসা চিকিৎসা

যা বীজপূরজনমূলমেকং ক্ষীরেণ সিদ্ধিং হরিষা দিমিশ্রম্ ।

অতো নিপীয় স্বপতিং প্রয়াতি দীর্ঘায়ুংসা তদয়ং প্রসূতে ।

৭০ মৃতবৎসা নারী দীর্ঘজীবী পুত্র কামনা করে, তাহাকে পত্নমান কালে মৃতবৎসিত হইয়া মৃত মিশ্রিত দাড়িদের শিকড় ভুগ্নের সহিত পাক করিয়া পাঠিতে হইবে : অনন্তর পতিসহবাসে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয় ।

✓ কাকবক্ষ্যা চিকিৎসা

বিকৃক্রান্তাং সমলান্ত পিষ্টা ভুংক্লেস্ত মাহিষেঃ ।

মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে চ ভক্ষয়েৎ ।

এষঃ সপ্তদিনং কুর্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পরবৎ ।

গভং সা লভতে নারী কাকবক্ষ্যা স্ত্রশৌভনন্ ।

৭১ নারীর একটি বাতীত দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, তাহাকে কাকবক্ষ্যা বলে। এই নারী যত্বপি একটি অপরাজিত। দুগ্ধ মগসহ তুলিয়া মহিষী ভুগ্নের সহিত মদন করতঃ ঋতুকালীন উক্ত ভুগ্নের নবনীতসহ সেবন করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র বায় গভ হয়। কাকবক্ষ্যার প্রথম শ্লোকের নিয়ম ও পথ্যাদি সপ্তাহকাল পালন করা আবশ্যিক ।

জন্মবক্ষ্যা চিকিৎসা

১। সমূলপত্রাং সপাক্ষীং রবিবারে সমুদ্বরেৎ ।

একবর্ণগবীক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ ॥

ঋতুকালে পিবেদ্বক্ষ্যা পলাঙ্গং তদ্দিনে দিনে ।

ক্ষীরশাল্যন্নমুদগঞ্চ লঘাহারং প্রদাপয়েৎ ॥

এবং সপ্তদিনং কৃত্বা বক্ষ্যা ভবতি পুত্রণী ।

উদ্বগং ভয়শোকঞ্চ দিবানিত্রাং বিবর্জয়েৎ ॥

অনঙ্গং ভয়শোকঞ্চ দিবানিত্রাং বিবর্জয়েৎ ।

ন কশ্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্ধর্জুয়েচ্ছীতমাতপন্ ।

ন তয়া পরমাং সেবাং কারয়েৎ পূর্ববৎক্রিয়াম্ ।

পতিসঙ্গাদগর্ভলাভো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

[illegible]

নিয়ম যথা,—সপ্তাহকাল উদ্বেগ ভয়, শোক, বাগ্যাম, প্রতিসংসার, নিবানন্দা,
নিশ্চয়কর কার্য, শ্রুতি ও আতপ তাপ একেবারে হারাণ করা হইত। অপরকন্ত
ই এক সপ্তাহকাল জপ, শানিবাণ্ডের অন্ন, মণ্ড ইত্যাদি লব্ধ হইত। এক বৎসর
ইহাৰ পূৰ্ব্ব আশিসকর্যাস করিলে বক্ষা। নানী শুভাকাং, করে।

~~অতিরিক্ত~~ নিবারণ

অপামার্গীশু মলক দটপুণেন শুক্লকঃ ।

नकुशावः निहन्ताश्च सुगोचरति सुन्दरी ।

ଆତ୍ମାନିକ ପ୍ରଜାସନ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣି ହୁଏ। ଏହା, ଅତୀତ କାଳରୁ ନିର୍ବାସନ ନିମନ୍ତେ
 ଶତେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ଶିଖିବୁ ପ୍ରାୟ ଶତେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ଶିଖିବୁ
 ଶ୍ରାବ୍ୟ ଆତ୍ମାନିକ ପ୍ରଜାସନ ନିର୍ବାସନ ହେବ ।

✓ ନାଷ୍ଟପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପିତ କରଣ

• ଦୟାଦନା: ଉତ୍ତମଭାଗା ନିଆବା ପିତ୍ତେ ପାରିବାତି ୩୫ ।

ଉଦ୍‌ଘୋଷିତା ବନିତା ପ୍ରାଣେ ପ୍ରସନ୍ନା ଲଭେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମକମ୍ ॥

১৭ নান্দী জর্জবাস সও তত্ত্বল সমপনিমান লভয়া পেমন কলম ১০২৬ প্রস্তুত
প্রস্তুত অপ্রতিত লক্ষ কক্ষিয়া প্রোজন করে, তাৎপার নষ্টপক্ষ প্রস্তুত ১০২৬ হয়।
কর্তা নারীভুক্ত বচন, কদাচ মিথ্যা হইবার নাই।

✓ নিগাড়াদি বন্ধন-মোচন

নাঃসৌ রক্তোৎপন্নং তুল্যং ককলানে চ ভোজয়েৎ ।

ভঙ্গ্যলৈ গুটিকা স্পর্শা বহু। ভিন ভিন ভলম ।

মন্তব্য:—“ওঁ নমো কমলপিঙ্গলে রুদ্রহনয়াজে পেতাল তাল অঙ্কি-
 ঞ্চারিণি তিষ্ঠ তিষ্ঠ সর সর সর্বান মোহয় মোহয় ভগবতি শিখাজে
 তিমিরে নহামারে স্বাহ।” এতদ্ব্যম্বয়স্তৌতরশত জপেন সিদ্ধিঃ।

একটি রুকলাস ধরিয়া তাহাকে জটামাংসী ও রক্তোৎপল সমপরিমাণে খাওরাইবে; অনন্তর ঐ রুকলাস বিষ্ঠা দ্বারা শুটকা প্রস্তুত করিয়া বন্ধনযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গে স্পর্শ করাইলে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু উল্লিখিত মন্ত্র শুদ্ধ চিত্তে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হইবে, নচেৎ কাণ্যসিদ্ধ হয় না।

রোমনোৎপাটন

১। তালকং শঙ্খচূর্ণস্থ পিষ্টু। চ ক্ষারতোয়কৈঃ।

তেন লিপ্তাঃ কচা ঘর্ষে স্থিতে গচ্ছতি তৎক্ষণাৎ।

হরিতাল ও শঙ্খচূর্ণ উত্তমরূপে পেষণ করতঃ ক্ষারজলে মিশ্রিত করিয়া রোম স্থলে লেপন করিলে, রোমসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ১

২। শঙ্খ তালঃ যবঃ গুঞ্জঃ কাঞ্জিকৈঃ পেষয়েৎ সদা।

লেপনাৎ পতন্তি লোমানি পুরুপত্রমিত দ্রুমাং।

লেপনাৎ হস্তি কেশাংশ্চ কটুতৈলৈর্মণশিলা।

কাঁজির সহিত শঙ্খ, হরিতাল, যব ও গুজ্জাফল সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া রোমযুক্ত স্থানে লেপন করিলে, বৃক্ষ হইতে পুরুপত্র পতনের জ্বায়, অঙ্গ হইতে রোম সকল পতিত হয়। মণশিলা কটুতৈলে মিশাইয়া লেপন করিলেও রোম পতিত হইয়া থাকে। ২

৩। পুগবৃক্ষস্য পত্রোথদ্রবৈঃ পিষ্টান গন্ধকম্।

তেন লিপ্তা স্থিতে ঘর্ষে রোমখণ্ডনমুত্তমম্ ॥

সুপারী বৃক্ষের পাতা খেঁত করিয়া রস বাহির করিবে; অনন্তর ঐ রসে গন্ধক মর্দন করতঃ লোম স্থলে প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা রোম নিশ্চূর্ণ হয়। ৩

৪। রস্তাজলৈঃ সপ্তদিনং বিভাব্য ভস্মানি কন্বোর্ম-

স্থানানি পশ্চাৎ।

তালেন যুক্তানি বিলেপনানি রোমানি

নিশ্চূর্ণয়তি ক্ষণেন ॥

কলাগাছ খেঁত বিশেষ উক্ত বৃক্ষের গোড়া খেঁত রসে শঙ্খভস্মকে সপ্তাঃ কাল ভাবনা দিয়া অনন্তর হরিতাল মিশ্রিত করতঃ রোম স্থানে লেপ প্রদান করিলে, ক্ষণপরে রোম সকল উঠিয়া যায়। ৪

নিদ্রাকরণ

১। নীলোৎপলং সমরিচং নাগকেশরমূলকম্।

যুগ্মোত্তদজ্জয়েচ্ছুনিদ্রামাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

(যে ব্যক্তি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত সে যদি মরিচমূল নীলোৎপল ও নাগকেশর মূল মর্দন করতঃ চক্ষে অগ্নন প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার অনিদ্রা হইয়া থাকে। ১)

২। কাকজঙ্ঘা জটা নিদ্রা জনয়েৎ শিরসিস্থিতা।

মূলং বা কাকমাচ্যাশ্চ কৃষ্ণয়াস্তদগুণং স্মৃতম্ ॥

অনিদ্রারোগীর নাগভট্ট লিখিত মার একটি ঔষধ কথিত হইতেছে, কাকজঙ্ঘা জটা অথবা শিকড় যে ব্যক্তি শিরোপরি ধারণ করে, তাহাব অনিদ্রারোগ দূর হয়। কাকমাচী বা অপরাজিতার শিকড় মৃতকে দাতব্য করিলে, অনিদ্রারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা নাগভট্ট নিজেই কথিয়া দিয়াছেন, অতএব ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ২

জংঘ প্রকরণ

১। কুন্তিকা চ বিশাখা চ ভৌমবারেণ সযুতা।

তদ্দিনে ঘটিতং বস্ত্রং সংগ্রামে জয়নায়কম্ ॥

(সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ভৌমবারে (মুদ্রাবার) কুন্তিকা ও বিশাখা নক্ষত্রের সংযোগ হইলে, সেই দিবস বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলে : - এই বস্ত্র পরিধান পূর্বক যুদ্ধে বাইলে, সংগ্রামে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে। ইহা নাগভট্টের বাক্য। ১)

২। আর্দ্রায়াং বটবৃক্ষকং হস্তে বদ্ধাপরাজিতঃ।

তদ্রক্ষে চূতবন্দাকং গৃহীত্বা ধারয়েৎ করে।

সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি জয়াং স্মৃতা জয়ী তথা ॥

মহাত্মা নাগভট্ট বিরচিত সর্কপ্রকার বিবাদস্থলে জয়লাভ লিখিত হইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি আর্দ্রানক্ষত্রে বট বা আশ্রুবৃক্ষের পরগাছা গ্রহণপূর্বক করে ধারণ

অথবা বাহ্যে বন্ধন করে, তাহার সকল রকম বিবাদে জয়লাভ হইয়া থাকে । ২

✓ চাক্ষুষকরণ

১। শ্বেতপূর্ণবামূলং যুতপিষ্টং সদাঞ্জয়েৎ ।

জলস্রাবঃ নিতম্বাশু তন্মূলঞ্চ নিশায়ুতং ।

অঞ্জে নেত্ররোগাণি ন ভবন্তি কদাচন ॥

শ্বেতপূর্ণবামূল মূল ঘূত মর্দন করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জলপড়া রোগ প্রশমিত হয় । আর ঐ মূল দারুহরিদার সহিত মর্দনপূর্বক যে ব্যক্তি নেত্র অঞ্জন প্রদান করে, কোন কালে তাহার চক্ষুর পীড়া হয় না । ১

২। জয়ন্তী চাভয়া বাণ পিষ্টা। শুঠৈর্নিশাক্ষয়ং ।

শোথিতং চক্ষুকোষঞ্চ মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ ॥

(হরীতকী অথবা জয়ন্তীর বীজ তিনতঞ্চ সহ মর্দন পূর্বক চক্ষে অঞ্জন দিলে রাতকাণা দোষ, চক্ষু হইতে পল্লব, চক্ষুকোষ ও মাংস বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ২

৩। অজস্র কৃষ্ণমাংসাতু পিপ্পলী মরিচং ক্ষিপেৎ ।

কারয়িত্ব যুতে পাচ্যং চটকাস্তে সমুদ্বরেৎ ।

নক্ষাজ্য স্তন্যসংপিষ্টং রাত্র্যন্ধহরমঞ্জনং ॥

ছাগের (পাঠার) মিটুলির অভ্যন্তরের মধ্যে পিপ্পল ও মরিচ চূর্ণ প্রদান করতঃ এক ঘণ্টা বাঁধে ঘূতে পাক করিবে । তৎপরে ঐ মরিচ ও পিপ্পল মিটুলী হইতে বাহির করিয়া মধু, ঘৃত ও তনজ্বলের সহিত একত্র মর্দন করতঃ নেত্রে অঞ্জন দিলে রাতকাণা রোগ দূর হয় । ৩

✓ চক্ষুরোগে চক্ষুদান্ধা ভী

৪। হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ ।

বিভীতকস্তু মজ্জা চ শঙ্খনাভির্গ্ননঃশিলা ॥

সর্বসনেং সমং কৃষ্টা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।

নাশয়েত্তিমিরং কণ্ঠং পটল্লাশুর্কুদানি চ ॥

অধিকানি চ মাংসানি যন্ত রাত্ৰৌ ন পশ্যতি ।

অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্প মাসেনৈকেন নাশয়েৎ ॥

বটিচ্চন্দ্রোদয়া নাম নুনাং দৃষ্টিপ্রসাদিনী ।

ছায়াশুষ্কা বটিকাৰ্য্যা নাম চন্দ্রোদয়া বটি ॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল ও মরীচ, বহেড়াব নীস, শজনাতি এবং মনছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছায়াছন্ধে মর্দন করিয়া বটি প্রস্তুত করতঃ ছায়াশুষ্ক করিলে । এই বটিকে চন্দ্রোদয়া বটি বলে । এই দ্বারা নেত্রের অগ্নি প্রদান করিলে, চক্ষুর তিমির রোগ, কণ্ঠ (চুলকান), অক্ষুদ, অধিক মাংসদূর্কি এবং রাত্ৰাক্রান্তি বিনাশ পায় । অধিকন্তু এই মাহারণ এক মাস কাল ব্যবহার করিলে, দুই বর্ষ জাত কুলিরোগের উপশম হয় । এই চন্দ্রোদয়া বটীর দ্বারা দৃষ্টি প্রসন্নতা সাধন হইয়া থাকে । ৪

✓ প্রতিশক্তি বুদ্ধিকরণ

১। বরাহোথেন তৈলেন লেপাং কর্ণং বিবর্দ্ধয়েৎ ।

চর্মচটকরন্তেন লেপাং কর্ণং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

যদি কোন ব্যক্তি শূকর তৈল বা চামড়িকার রক্ত কণ্ঠ লেপ দেয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিশক্তি বুদ্ধি পায় । ১

২। সিদ্ধার্থং বৃহতী চৈব হাপামার্গঃ সনঃ সমম্ ।

ছাগীক্ষীরৈঃ প্রলেপোহয়ং কর্ণপাগীঃ বিবর্দ্ধতে ॥

কর্ণপাগী বর্দ্ধন করিতে হইলে, শ্বেতসরিষা, বৃহতী ও আপাঙ্গের মূল সমান পরিমাণে লইয়া অজাছন্ধে মর্দন করতঃ কণ্ঠে লেপ প্রদান করিলে প্রতিশক্তি বুদ্ধি পায় । ২

৩। মনঃশিলাপামার্গোহথ মূলং চূর্ণং মধুপ্লুতম্ ।

ভক্ষয়েৎ কর্ণমাত্রান্ত বধিরত্ব প্রশান্তয়ে ॥

বধিররোগ দূর করিতে হইলে, মনছাল ও অপমার্গের মূল চূর্ণ মধুসহ সংমিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তাহা হইতে প্রতিদিন দুই তোলা পরিমাণ সেবন করিলে, বধিরতা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে । ৩

৪। দন্তেন চৰ্বয়েন্মূলং নন্দ্যাবস্তপলাশয়োঃ ।

তন্মালীপূরিতে কর্ণে জ্বাং গো-মক্ষিকাং ব্রজেৎ ॥

যদি কর্ণে গো-মক্ষিকা নামক কীট জন্মে, তাহা হইলে টগর ও পলাশ রুক্ষের দু'এক দন্ত দ্বারা চৰ্ণন করতঃ যে রস নিকাসিত হইবে, তদ্বারা কর্ণে কুট দেওয়া আবশ্যিক । ৪

৫। দশমূলরসায়নে তৈলগ্রস্তং বিপাচয়েৎ ।

এতৎ কক্কং প্রদায়েব বাধিৰ্যো পরনমৌষধম্ ॥

যে পরিমাণ দশমূলের কাথ হইবে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ তৈল মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে । ইচ্ছা করিলে পুনরায় উহার সহিত কিছু দশমূল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করা যায় । ইহা কর্ণে প্রদান করিলে উৎকট বধিরতা রোগ বিনাশ পায় । ৫

✓ দন্ত দৃঢ়ীকরণ

১। বকুলস্ত ইকঃ ক্বাথামুষ্ণং বজেৎ ৭ ধারয়েৎ ।

দৃঢ়া স্ম্যচলিতা দন্তাঃ সপ্তাহান্নাত্র সংশয়ঃ ।

যাহার দন্ত নড়িয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি জলদহ বকুল রুক্ষের এক সিদ্ধ করতঃ সপ্তাহকাল কুলি করে, তাহা হইলে তাহার নড়া দন্ত দৃঢ় হইয়া যায় । ১

২। উদ্ধৃতদন্তস্থিরকরণং কার্য্যং বকুলচৰ্বণম্ ।

বকুলস্ত চ বীজস্ত পিষ্ট্বা কোষণে বারিণা ।

মুখে চ ধারয়েদ্ধীমান্ দন্ত দাঢ্যকরণং পরম্ ॥

বকুল বীজ চৰ্ণন করিয়া শিথিল দন্ত স্থলে চাপিয়া রাখিলে, সেই দন্ত দৃঢ় হইয়া যায় এবং উক্ত বীজের কাথে কুলি করিলেও দন্ত দৃঢ় হয় । ২

৩। জাতিকোলকপত্রং বা চৰ্ব্বয়েৎ প্রাতঃকথিতঃ ।

স্থিরা স্ম্যচলিতা দন্তাস্তংকাষ্ঠে দ্বিস্তথাবনাৎ ॥

শিথিল দন্ত দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করিলে, জাতি রুক্ষের পাতা অথবা আকরোট রুক্ষের পাতা প্রাতে চিবান আবশ্যিক । উক্ত রুক্ষদ্বয়ের যে কোন একটির ডাল দ্বারা দাঁতন করিলে, দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে । ৩

তাম্বুল বিনষ্টকরণ

নবান্দুলং পূগকাষ্ঠকীলকং নিক্ষিপেদ্ গৃহে ।

তাম্বুলিকস্ত্র ক্ষেত্রে বা ঝঞ্জে শতভিষালয়ে ।

তদা তস্য চ তাম্বুলং নাশয়তাস্ত নিশ্চিতম্ ॥

মটুকায়ের নিগমানুসারে শতভিষা নক্ষত্রে নয় অঙ্গুলী পরিমাণ সুগারী চক্ষ কাষ্ঠের কীলক লইয়া যদি বারউয়েন ক্ষেত্রে বা ঘরে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত তাম্বুল নিশ্চয় নষ্ট হইয়া থাকে ।

মদিরা নষ্টকরণ

ষোড়শাঙ্গুলকং কীলং কৃত্তিকায়ঃ সিতাকঁজম্ ।

শৌণ্ডিকস্ত্র গৃহে ক্ষিপ্তং মদিরায়ঃ নাশয়তালম্ ॥

শৌণ্ডিকের মস্ত্র নষ্ট করিতে উচ্চা করিলে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে ষোল আঙ্গুল পরিমাণ ধ্বজ আকন্দন কীলক প্রস্তুত করিতে হয় ; অনন্তর উক্ত কীলক শৌণ্ডিক ভাটিতে ফেলিয়া দিলে, তাহার সমস্ত মস্ত্র নষ্ট হইয়া থাকে । দলী বাতলা দিনা কারণে কাহানও ঘনিষ্ট করিতে না, তাহা হইলে নিজের সমস্ত ক্ষতি হইবে ।

ছন্ধ নষ্টকরণ

নিক্ষিপেদনুবাধায়ঃ জম্বুকাষ্ঠস্ত্র কীলকম্ ।

অষ্টাঙ্গুলং গোপগৃহে গোছক্ষং পরিণশ্চতি ॥

ছন্ধ নষ্ট করিতে হইলে, গোয়ালার গৃহে অনুবাধা নক্ষত্রে একটি আট আঙ্গুল পরিমাণ জাম কাষ্ঠের কীলক ফেলিয়া দিতে হয় ।

রজকের বস্ত্রনাশ করণ

গ্রহয়ে পূর্বফল্লন্যাং জাতীকাষ্ঠস্য কীলকম্ ।

অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণস্ত্র লিখন্যাভ্রাজকে গৃহে ।

মন্ত্রঃ—“ওঁ নমঃ চামুণ্ডায় অমুকং বস্ত্র নাশয় নাশয় স্বাহা ।” শতা-
ভিমন্ত্রিতং তেন তস্য বস্ত্রাণি নাশয়েৎ ।

রজকের বস্ত্র নাশ করিতে হইলে, পূর্বফল্লনী নক্ষত্রে অষ্টাঙ্গুলী পরিমাণ জাতী কাষ্ঠের কীলক সংগ্রহ করা আবশ্যিক ; অনন্তর ঐ কাষ্ঠ উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা

শতবার অভিমুখিত করিয়া রজ্জ্বের ভাটির নিকট পুঁতিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত
বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়।

✓ ১ম গা-বন্ধন

(আপনসার)

ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দিলাম পা ।
তুমি আমার বশমাতা তুমি আমার মা ॥
কে নড় মাড়ার কে সড় সড়ায় কে ভাঙ্গে খড়ি ।
এ সনে অমূকের হাতে দিয়ে নড়ি ॥
কে যায় হাট, অমুক যায় হাট ।
আমার এই গা-বন্ধন অমূকের অঙ্গে
সাত দিন সাত রাত থাক ॥
কান আছে, কাঁউরের কামিখো মায়ের আছে ।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আছে,
শীত্র লাগ্ শীত্র লাগ্ ॥
আমার এই গা-বন্ধন যদি লঙ্ঘে,
ঈশ্বর মহাদেব পক্ষমুণ্ডের বাম পদ সেকৈ ॥

দর হইতে আড়াই পদ পথে বাতির হইয়া এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিলে ।
ইহাব দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন ও যোগিনী কাহারও ভয় থাকে না ।

✓ ২য় গা-বন্ধন

(আপনসার)

ফুল ফুল হেলায় মাটি ।
চারিদিকে তার চার দোপাটি ॥
এ কোণে রাম ও কোণে লক্ষ্মণ ।
রাক্ষস কাঁপে সহ রাবণ ॥
অজ্ঞান কুজ্ঞান আদি যত জ্ঞান ।
আমার এই ফুঁয়ে সব হোক খান্ খান্ ॥

কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিখো মায়ের আজ্ঞে ।

ডাকিনী যোগীণীর আজ্ঞে ।

শীঘ্র লাগ্, শীঘ্র লাগ্ ॥

পথে চলিবার কালীন এই মন্ত্র বারংবার পাঠ করিতে হয় ।

৩য় গা-বন্ধন

সিদ্ধপ্রদ গুণের পো ।

যে বিহাদাতা তারি পো ॥

নারিকেল কাছি লোহার শিকল ॥

ভূত প্রেত ডাইন যুগীন ।

কাটির বাণে করি খান খান ॥

যাবৎ আমি বাঁটীতে না ফিরি ।

তাবৎ বান্দন থাক্ গাত্রোপরি ॥

কার আজ্ঞে, দোহাই ওস্তাদের আজ্ঞে :

কার আজ্ঞে, কামিখো মায়ের আজ্ঞে ॥

আমার এই গা-বন্ধন আমাকে শীঘ্র লাগ্ ।

যদি এই বন্ধন নড়ে ।

পঞ্চগুণের বামপদে ঠেকে ॥

ইহাও বাস্তায় বাইতে বহিতে পাঠ করিতে হয় ।

✓ ১ম তাগা বন্ধন

ধবলি ধবলি ধবলি সার ।

উপর ধবলি হাঁটে রিষ ॥

তাগা বান্ধি তার মারি বিষ ।

কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ।

কার আজ্ঞে, আস্তিক মূনির আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক যে পথান্ত সাপের বিষ উঠিয়াছে, তত্ক্ষণি এক গাছি সূতা বান্ধিতে হয় । এইরূপ করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না ।

২য় ভাগা বন্ধন

ঘাটে পথে ধূল তুমি উড়িয়া বেড়াও ।
 হেরিয়া আমায় এবে ফিরিয়া দাঁড়াও ॥
 মনসা আজ্ঞায় তাগা বান্ধিলাম তোরে ।
 হেঁটে বিষ কভু নাহি উঠিস্ উপরে ॥
 কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ॥

উপরোক্ত মন্ত্রের নিম্নম স্বরূপ ইহা পালন করিতে হয় ।

চাপড়সাট

পরপাট ধরুনি ধরুনি বিষ ।
 চাপড় সাটে মারি বিষ ॥
 আমার এই চাপড়সাট যদি নড়ে ।
 ঈশ্বর মহাদেবের জটা ভিঁড়ে ভূমে পড়ে ॥
 কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে, কামিণ্যে নায়ের আজ্ঞে ॥

রোগীর বাটি হইতে যে ব্যক্তি ঔষাকে ডাকিতে আসিবে, তাহার পিঠোপরি সেই ওষা উপরোক্ত চাপড়সার মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্বক তাহার পিঠে তিনবার চাপেটাবাত করিবে । ইহার দ্বারা রোগীর শরীত বিষ অনেক নষ্ট হইয়া যায় ।

৩য় ভাগা পাটন

শঙ্খ জ্বলে মাণিক জ্বলে আর জ্বলে বিষ ।
 আমার এই চুলপোড়ায় যায় বিষের রিষ ॥
 মাংস দংশী আড় দিকে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম ।
 খাইল বা কোন সর্পে কিবা হয় নাম ॥
 যে হোক্‌ সে হোক্‌ হেথায় চৌসাপে ডাকিব ।
 গুরুদত্ত মন্ত্রে বিষ সকলি নাশিব ॥

মনসার বরে বিষ কি করিতে পারে ।
 অম্বকের অঙ্গ হ'তে তুই যা শীঘ্র ক'রে ॥
 গুয়ে গোবরে চিলো ছেঁ। আর যত জাতি
 মন্তরের জোরে কারু না হবে নিষ্কৃতি ॥
 ওঠ্ দন্ত চুল করি টানিতেছি আমি ।
 মনসার দিব্য তোর ওঠ্ শীঘ্র তুমি ॥
 কার আজ্ঞে, বিযুবাহন গরুড়ের আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে ॥

এক ছুট চুল লইয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক দন্ত মূখে দর্শন করিতে হইবে,
যাৎ না দংশিত স্থান হইতে মূর্ধের দন্ত উদ্রিয়া যান, তাৎ মন্ত্র পাঠ ও মূলের ছুট
দর্শন করা আবশ্যক ।

✓ নিম্নবন্ধন

নেতা ধোপানি কাপড় কাচে মনসার খাটে ।
 মন্ত্র পাঠ করে নিজে আচাড়িয়া পাটে ॥
 নেতা মা গুরু তুই, আমি শিষ্য তোর ।
 দয়া করি মনে রাখ এখানেতে মৌর ॥
 গরুড় পর্বতে বসি নীচে চেয়ে রয় ।
 যত সব বিষ ধরি নিজ মুখে খায় ॥
 কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে, না মনসার আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ অঞ্চলে গাঁট দিওরা আবশ্যক । ইহার দ্বারা বোহ
মনেকটা শারীরিক বল পায় ।

হাতচালনা

চাল কাটে চালোয়ান কাটে ।
 আর কাটে চালোয়ান রেক ॥

হাত চলিতে পবন চলে চলে মহাদেব :

চল হাত শীঘ্র চল ।

যে ভাদ্রমাসে তাল চুরি করে ।

তার পৌদতল দিয়ে চল ॥

কার আছে, মনসার আছে ।

কার আছে, বিষহরির আছে ॥

মাটিতে বান হস্ত রাপিয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদানে
কল্পিতে হয় । বলা বাহুল্য নিম্ন রাশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ রাশির হাত চলে না
এবং একাগ্রতা ব্যতীত এই কান্দা সাধিত হয় না । হাত চলিলে রোগের শরীদে
বিষ আছে বুঝিতে হইবে ।

✓ হস্তভার কাটান

কিরে বিষ শক্তি তোর দেখি হয় বড় ।

মনসার বারে তুই কার্যে বড় দড় ॥

আমিও মনসার শিবা স্মরিয়া তাহায় ।

ফুৎকারের চোটে ত্যাগ করি যে তোমায় ॥

যা বিষ তুই স্থলে যা, যা বিষ তুই জলে যা ।

আমার অসাড় হাত জল হয়ে যা ॥

কার আছে, কাঁটরের কামিখো মায়ের আছে ॥

কার আছে, না মনসার আছে ॥

✓ হাত চালিয়া যদি নিজের হাত বিধাক্রান্ত হইয়া ভার হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত
মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিজ হস্তে কুঁ দিলে তাহা নিবারণ হইয়া থাকে ।

✓ তুলসীপাতা শড়া

রামতুলসী কৃষ্ণতুলসী আর তুলসী পাতা ।

তোমার কুপায় বিব যায় যথা তথা ॥

স্মরিয়া কৃষ্ণের পদ ঘায়ের মুখেতে ।

তিন তুলসীর পাতা আমি কপালাম তাতে ॥

ওঠে বিষ পাতার পর শ্রীকৃষ্ণের বর ।
 মনসার বাক্য ইহা মনে তুই ধর ॥
 ডাকিনী মাপিনী মাপা কাকিনী আর ।
 অম্বকের অঙ্গের বিষ শীঘ্র ছাড় ॥
 কার আছে, মা মনসার আছে ।
 কার আছে, সিদ্ধগুরু আন্তিকের আছে ॥
 মর বিষ তুই মর ।
 তুলসী পাতায় মর ॥

উপরোক্ত মধ্যে তিনটি তুলসী পাতা মনুপূত করিবে, অনন্তর এই তুলসী পাতা
পর পর ক্ষতমূর্খে বসাইয়া দিতে হয়। বিষ নষ্ট হইয়া বাইলে পাতা তিনটি আপনি
পড়িয়া পড়িবে। বিষ থাকিতে পড়িবে না।

✓ খোলাপড়া।

খোলা তুই মেছুণীর খোলা আর অগ্ন নয় ।
 তোর রূপাতে আমি বসাইলাম যায় ॥
 খোলাতে শীঘ্র তুই উঠে আর বিষ ।
 দোহাই মনসার আর কপিসনাকো বিষ ॥
 কার আছে, মায়াপুরের চণ্ডীর আছে ।
 কার আছে, না মনসার আছে ॥

মেছুণীর একখানি ছাড়ি ভাঙ্গা খোলা এই মধ্যে তিনবার মনুপূত করিয়া নপ
 দণ্ড স্থানে বসাইয়া দিবে ; যাবৎ বিষ থাকিবে তাবৎ ইহা পতিত হইবে না, বিষ
 নষ্ট হইলে খোলা আপনি পড়িয়া যায় ।

এত রকমেও যদি বিষ না নামে, তাহা হইলে ঝড়ন মন্ত্র দ্বারা বিষ নামান
 আবশ্যক । বলা বাহুল্য সর্পদংশ রোগীকে নজাগ রাগিবে, কোনরূপে সে যেন
 বুঝাইতে না পারে ।

ক্ষত মুখে বিষ নামাইবার বাড়ন

আফুলা কলাগাছটী বালী ঝুর্ ঝুর্ করে ।
 দেবীর কিরণে বিষ ঘা মুখে মরে ॥

নাই বিষ বিষহরির আঞ্জে ।

নাই বিষ মা মনসার আঞ্জে ॥

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক রোগীর দণ্ডে স্থানে ফুঁৎকার দেওয়া আবশ্যিক
ইহার দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত বিষ বা মুখে আগমন করে ।

✓ কুম্ভসার

অগন গগন ছুই তার বন্ধ ।

যাহার কানড়ে বিষ দেবে লাগে শঙ্ক ॥

শুন হে সাপিয়ে গোকুলের কথা ।

দশ অবতারে কৃষ্ণের জন্ম হ'ল কোথা ॥

মথুরায় জন্ম হ'ল গোকুলেতে বাস ।

নিধুবনে হয় জেনো শ্রীরাধার রাস ॥

যত সব গোপিনী মনে প্রমাদ গণিল ।

কালীদহ মধ্যে কেহ যাইতে নারিল ॥

রাখালিয়াগণ সব আনন্দিত হিয়া ।

সন্তরণ করে যত কালীদহে গিয়া ॥

ক্রুর এক সর্প ছিল কালায় সে নাগ ।

যত সব রাখালিয়ায় করিল সে তাগ ॥

ছোবল মারিয়া সবায় পাতিত করিল ।

বিষে অরি সর্বজন জলেতে ভাসিল ॥

শুনিল শ্রীকৃষ্ণ সব নিধুবন হ'তে ।

সঙ্গীগণে উদ্ধারিতে যান যে অরিতে ॥

দিলেন শ্রীকৃষ্ণ তবে কালীদহে ঝাঁপ ।

কিন্ধকরিতে পারেন তাঁর বিষের মা বাপ ॥

ধ্যান জাপিয়ে বসে ছিলেন গরুড় হনুবীর ॥

পাকসাপটে তুলে নীল কালীদহের নীর ॥

কালীদহ কালীদহ তোরে আমি জানি ।

কালীদহ অরণেতে বিষ হ'ল পাণি ॥

নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে ।

নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রোগীকে গাত্রে কুংকার দেওয়া আবশ্যিক । অন্ততঃ সাতবার
মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।

✓ বেতলাসার

খটাদেতে শুয়ে লক্ষ্মীন্দর বেতলা বসে ধরে ।

শূর করে, চরকা কাটে হাত পা নেড়ে ॥

নেতা ধোপানির শিখা সে অত্ন কেহ নয় ।

বেতলা স্মরণে বিষ ঘা মুখো না রয় ॥

বেতলা বলে ওরে বিষ আমি রে বেতলা ।

আমার বাক্যেতে তুই ঘা মুখো দাড়া ॥

লাগ্ লাগ্ আজ্ঞা লাগ্ চণ্ডিকার ।

দোহাই চণ্ডী দোহাই চণ্ডী বিষ নাই আর ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রোগীকে গাত্রে কুংকার দেওয়া আবশ্যিক । সাতবার
মন্ত্র পাঠ ও সাতবার কুং দিতে হইবে ।

✓ সুগ্রীবসার

কোণেতে বসিয়া সুগ্রীব হাত পাতি রয়

যত সব বিষ তিনি লুফিয়া যে লয় ॥

রামের ভকত সে অতীব ভকতি ।

যত সব বিষ টানি লয়েন ঝটিতি ॥

কার আজ্ঞে, সুগ্রীবের আজ্ঞে ।

কার আজ্ঞে, শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে ॥

আয় বিষ ঘা মুখো আয় ।

যা বিষ উড়িয়া যে বায় ॥

উপরোক্ত নিয়মে ইহার দ্বারাও ঝাড়িতে হয় ।

কামরঙ্গ বা বশীকরণ-তন্ত্র

✓ শঙ্করীসার

বাপ ঘরে যান গোঁরী কোপ'ক'রে হরে ।
 অঙ্গের বন্ধন তাঁর উড়াইল ঝড়ে ॥
 তা দেখে ব্রহ্মার বীৰ্য্য সাগরেতে পড়ে ।
 হরি বিধি রাখে তাহা শঙ্করের ভিতরে ॥
 যখন হইলেন হরি অধমতারণ ।
 কালকুটী বিষের তখন তটল জনম ॥
 সেই ভক্তকারে জন্ম আশ্রয় ধরিব হয় ।
 শঙ্করী স্মরণে বিষ উঠিয়া পলায় ॥
 নাই বিষ বিষহরির আঙ্গে ।
 নাই বিষ মা মনসার আঙ্গে ॥

উপরোক্ত নিয়মেই এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িতে হয় :

✓ প্রকুরিহাসার

শ্রেত শিমুলের গাছে বসি প্রকুরিয়া কঙ্কা ।
 কঁাস কঁাস করে সদা ধরিয়া সে বাঙ্কা ॥
 যখন সে বাঙ্কা মনানন্দে ব্যস্ত ॥
 ত্রিভুবন তাহার বিষে থরহরি কম্পে ॥
 নাই বিষ বিষহরির আঙ্গে ।
 নাই বিষ মা মনসার আঙ্গে ॥

দ্বার দ্বারাও উপরোক্ত নিয়মে ঝাড়িতে হয় :

✓ প্রথম তলন মন্ত্র

জন্ম দিয়ে গেল বাপা পদ্মপাতে ধুয়ে ।
 পাতাল পুরেতে এলাম মৃণাল বহিয়ে ॥
 বাসুকি রাখিল নাম পছন্দ কুমারী ।
 মহাদেব বীৰ্য্যে দেবী জনম তোমারি ॥

জানিহু যখন পিতা মহাদেব হয় ।
তখন যাইহু কাছে ফেলিয়া সংশয় ॥
বুঝিয়া না বুঝে পিতা নেশায় কাতর ।
আমাকে ধরিয়া রাখেন সাজির ভিতর ॥
ফুল সাজিতে উপবাসী থাকি সাতদিন ।
পার্বতী করিল কাণা আমার নয়ন ॥
নাই বিষ নাই, অমুরের অঙ্গের বিষ নাই ।
কার আঙ্গে, মনসার আঙ্গে, নাই বিষ নাই ॥

যখন রোগী একেবারে বিষে ঢলিয়া পড়িবে, তখন এই মন্ত্র দ্বারা অনবরত
ঝাড়িতে হয় ।

✓ দ্বিতীয় তলন মন্ত্র

আল বিষ কাল বিষ মাথা হাঁ ।
চৌষটি যোগিনী বলে ঐ বিষ যা ॥
ব্রহ্মা বলে মলো বিষ আগুণেতে পুড়ে ।
ভেজের চোটে গগন ফাটে বিষ গেল উড়ে ॥
উয়ো বিষ পুয়ো বিষ যেখানে যা ছিল ।
অমুরের অঙ্গের বিষ সহসা পুড়ে ম'লো ॥
আল নাগিনী কাল নাগিনী চৌষটি যোগিনী ।
দানা দৈত্য আর যত মনসা সতিনী ॥
নাই বিষ মা মনসার আঙ্গে ।
নাই বিষ বিষহরির আঙ্গে ॥

সপদংষ্ট্র রোগী যেই কালে একেবারে অত্যধিক অবসন্ন বা ঢলিয়া পড়ে, তখন
এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়া আব

১ তম দ্বারা সর্প চিকিৎসা

১। ষ্ঠোপরাজিতামূলং দেবদানীয়মূলকম্ ।
বারিণা পেযিতং নম্র কালদষ্টোহপি জীবতি ।

যে ব্যক্তিকে সর্প দংশন করে, তাকে যদি দেবদানীর মূল ও খেত অপরাজিতাঃ মূল মর্দন পূর্বক নশ্র লওয়ার যায়, তাহা হইলে সে জীবন প্রাপ্ত হয়। ১

- ২। দধিমধুনবনীতং পিঙ্গলীশৃঙ্গবেরন।
মরিচমমি চ কুষ্ঠং চষ্টেম সৈন্ধবঞ্চ।
যদি দংশতি সরোষস্তক্ষকো বাসুকীর্বা।
যমসদনগতঃ স্তাদানয়েত্তৎক্ষণেন।

(সর্প দংশনে যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দধি, মধু, নবনীত, পিপুল, আদ্রক, গোল মরিচ, কুড় ও সৈন্ধব খাওয়াইলে খমালয় হইতে ফিরাইয়া আনান যায়। ২)

সর্পদংশিত ব্যক্তির মৃত্যু লক্ষণ

- ১। সোমঃ সূর্য্যং তথা দীপ্তং পশুতি চ তারকান।
দর্পণে সলিলে বাথ ঘূততৈলেথবা মুখম্।
ন পশ্বেদ্বীক্ষ্যমাণোহপি কালদণ্ডো ন সংশয়ঃ।

সর্পদংশিত রোগীর চক্ষে বহুপি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও দর্পণে, জলে, ঘূতে ও তৈলে নিজ মুখ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চিত শমন সদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১

- ২। জ্বাতা কালমকালঞ্চ পশ্চান্তেষজমাচরেৎ।
সর্পদংশো বিষঃ নাস্তি কালোদণ্ডো ন জীবতি।
তস্ম তত্রাপি কর্তব্য চিকিৎসা জীবনাবধি।
রসদিবোষধীনাঞ্চ প্রভাবাৎ কালজিহ্মবেৎ।

সর্পদংশিত ব্যক্তির অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। সর্প দংশনে চিকিৎসার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু কাল দংশনে মৃত্যু অবধারিত। তত্রাপি যাবৎ জীবন তাবৎ চিকিৎসা করা অভ্যাস্যক। ২

✓ নিশ্চিতক নিষেধ নামাশ্রম

- ১। পুত্রজীবন ফলাশ্রমঃ পরিশোধঃ করতঃ জ্ঞানম্।
মর্জ্জাংস্তোয়েঃ প্রদোষঃ হস্তি বৃশ্চিকজঃ বিষম্।

বৃশ্চিক দংশন করিলে, সেই স্থানে জীবপুত্রিকা, পলাশ ও করঞ্জার শাঁস জলে উত্তমরূপে মর্দন করতঃ দংশ্ত্র স্থলে প্রলেপ দেওয়া আবশ্যিক। ইহার দ্বারা জ্বালা বন্ধনা নিবারণ হয়। ১

২। বকুলছচবীজঃ বা নিম্পীড্য দংশনস্থলে।

প্রলেপাদ্ বৃশ্চিকবিষ নাশনক্ষাভিমন্ত্রিতম্।

মন্ত্রঃ—ওঁ ঝ ঞ ঈ ষ ঞ ঞ ঞ ঞ ব ল ক্ষ এ ঞ ও ঞ ঈ হঃ।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে বকুল বীজের অভ্যন্তরস্থ শাঁস মর্দন পূর্বক অভিমন্ত্রিত করতঃ দংশ্ত্র স্থলে প্রলেপ দিলে, বন্ধনার নিরুত্তি হয়। ২

৩। শিরীষবীজঃ গোমেদঃ দাড়িমশ্চ চ মূলকম্।

আর্কক্ষীরযুতং হস্তি ধূপো বৃশ্চিকজং বিষম্।

শিরীষবীজ, গোমেদ, দাড়িমের শিকড় ও আকন্দের আটা এই কয়েকটা দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ ধূপ প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ ধূপ অগ্নিতে প্রদ্বলিত করিয়া দংশ্ত্র স্থলে ধূপ প্রদান করিলে, দংশ্ত্র জনিত বাবতীয় জ্বালা বন্ধনা সমস্তই আঁড় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩

৪। “হাঁ হ্রী” ম চ ও” ইতি মন্ত্রেণ ওলবৃন্তমভিম্যন্ত্য তেন

মার্জ্জনার্দ্ বৃশ্চিকবিষনাশো ভবতি।

শিবেন ভাষিতো যোগা নাবহেলনীয়োহয়ম্।

যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত “হাঁ হ্রী” ইত্যাদি মন্ত্রে ওলবৃন্ত (ওলের ডাঁটা) অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা দংশ্ত্র স্থানে ঘর্ষণ করে, তাহার সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া থাকে। স্বয়ং শিব উহা বলিয়াছেন, স্তব্রাং অবহেলা করিবে না। ৪

বিবিধ জ্ঞানস্তব বিষ নিবারণ

শৃঙ্গিমৎস্তবিষং স্বেদাৎ কিঞ্চিদ্ব্যুতসমক্ষিতাৎ।

(শৃঙ্গিমৎস্তের কণ্টকদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে,
মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে বন্ধনা বিনষ্ট হয়।)

নিশা দ্বারনিশা চৈব মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশরম্।

এথাং লেপো নিহন্ত্যাশু বিষং সূতাভিসম্ভবম্ ॥

(হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, মল্লিষ্ঠা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র মছন করিয়া দষ্টস্থানে লেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়।)

করঞ্জ বীজসিদ্ধার্থ তিল তৈললেপো বিবাণহঃ ।

এরও তৈললেপো বা সর্ষপকীটবিবাণহঃ ॥

(করঞ্জাবীজ ও সর্ষপ, তিলের সহিত মর্দন পুষ্টক লেপন করিলে, বাবতীয় কীট দংশন জনিত বিষ দূর হয়।)

নবম অধ্যায়

✓ ভূতডামরোক্ত

✓ যক্ষিণীসাধন

শ্রীউন্নতভৈরবাবাচ

সমস্ত দুষ্ট শমনং সুরাসুর নমস্কৃত ।

সন্তুষ্টো যদি দেবেশ যক্ষিণীসাধনঃ বদ ॥

উন্নতভৈরবী বলিতেছেন,—হে দুষ্টাস্তকারক সুরাসুর নমস্কৃত ভৈরব! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে যক্ষিণীসাধন আমার নিকট বল।

শ্রীউন্নতভৈরব উবাচ

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যক্ষিণীসিদ্ধিসাধনং ।

ক্রোধাধিপং নমস্কৃত্যোংপত্তি-স্থিতি-লয়াস্বকম্ ॥

যক্ষিণ্যোহস্তৌ সমাখ্যাতা যান্তাসাং সিদ্ধিসাধনং ।

মহুং তমপি বক্ষ্যামি বাহিতার্থপ্রদায়কং ॥

উন্নতভৈরব বলিতেছেন,—হে দেবি! আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ক্রোধ-পতিক্রম নমস্কার করিয়া যক্ষিণীসাধন তোমার নিকট বলিতেছি। যক্ষিণী অষ্ট প্রকার বিখ্যাত আছে, তাহাদিগের সিদ্ধিসাধন ও মন্ত্র বলিতেছি। এই প্রণালীতে যক্ষিণীসাধন করিলে অন্তিলবিত কল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সাধন কার্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রাণে উঠিয়া জ্ঞানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক বধারীতি আচরণ করতঃ “ও হুঁ ফটু” মন্ত্রে দিক্ বন্ধন করিয়া “ও হ্রীঁ হুঁ” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হয়। অনন্তর রক্তচন্দন, আলতা, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংমিশ্রিত করতঃ তদ্বারা একখানি তাম্রপীঠোপরি একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে এবং ঐ পদ্মের মধ্যমভূলে “ও হ্রীঁ হুঁ” এই মন্ত্র লিখিয়া জীবন্তাস করিতে হয়।

বলা বাহুল্য এই কার্যের পূর্বে তাম্রপীঠোপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আহ্বান করতঃ জ্ঞান করাইবে।

ওঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি হ্রী হৌঁ স্বাহা ।

এই মন্ত্রে সুরসুন্দরীর আরাধনা করিবে।

ওঁ সর্বমনোহারিণী ওঁ হৌঁ ।

মনোহারিণীর সাধনাতে এই মন্ত্র জানিবে।

ওঁ কনকবতি মৈথুনপ্রিয়ে হৌঁ স্বাহা ।

এই কনকবতীর মন্ত্র সর্বদিক্ প্রদ

ওঁ মাতরা গচ্ছ কামেশ্বরী স্বাহা ।

এই কামেশ্বরী মন্ত্র বাঙ্কিতার্থ প্রদান করে।

ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা ।

এই রতিপ্রিয়া মন্ত্র বাঙ্কিতার্থ প্রদান করে।

ওঁ পদ্মিনী স্বাহা ।

এই পদ্মিনী মন্ত্র মহুশ্যের অভিষ্ঠার্থ প্রদান করে।

ওঁ হ্রীঁ নটী মহানটী স্বর্ণ রূপবতী হৌঁ ।

মহুশ্যের অভিষ্ঠপ্রদ মহানটী এই মন্ত্র কথিত হইল।

ও হ্রী অম্বরগিগি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা ।

এই মন্ত্রে অম্বরগিগির আরাধনা করিলে ।

উপরোক্ত অষ্ট যক্ষিণীর এই অষ্ট মন্ত্র কথিত হইল ।

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে একৈকং ক্রোধভাষিতং ।

বজ্রপাণি গৃহং গহা দত্তা ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং ॥

জপেত্রিসন্ধ্যং মাসান্তে আয়াতি সুরসুন্দরী ।

জননী ভগিনী ভার্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ ॥

রাজ্যং দীনারলক্ষঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং ।

মাতা ভূহা মহালক্ষী মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ ॥

যদি স্নাত্তগিণী দিব্যাং কন্যামানীয় যচ্ছতি ।

রসং রসায়নং সিদ্ধদ্রব্যং ভার্যা ভবেদ্ যদি ।

সৰ্ব্বাশাং পূরয়ত্যেবং মহাধনপতিৰ্ভবেৎ ॥

এক্ষণে উক্ত অষ্ট যক্ষিণীর সাধন পদ্ধতি যাহা ক্রোধরাজ বলিয়াছেন, তাহা পৃথকরূপে কথিত হইতেছে । বজ্রপাণির গৃহে গমন, গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা পূর্বোক্ত সুরসুন্দরীর মন্ত্র জপ করিলে ।

একমাস এইরূপ জপ করিলে মাসান্তে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্যা হইয়া থাকেন । যক্ষিণী আগমন করিলে যদি সাধক তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করে, তবে দেবী তাহাকে রাজ্য, লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া মাতৃবৎ পালন করেন । যক্ষিণী দেবীকে ভগিনী ভাবে আরাধনা করিলে দিব্যকন্যা, নানাপ্রকার রসায়ন দ্রব্য দিয়া থাকেন এবং ভার্য্যাক্রমে সাধন করিলে সাধকের সৰ্ব্বপ্রকার আশা পূর্ণ হয় ও সাধক মহা ধনপতি হইয়া থাকে ।

মনোহরা আরাধনা :

গহা সরিষটং কৃষ্ণা চন্দনেন চ মণ্ডলং ।

পূজাং বিধায় মহতীং দত্তা ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং ॥

আমণ্ডদ্বিসং মন্ত্রং জপেদযুতসংখ্যকং ।

সপ্তমে দিবসে রাজ্যৌ কৃষ্ণা পূজাং মনোরমারং ॥

প্রজপেদর্শকরাগ্রে তু শীঘ্রমায়াতি যক্ষিণী ।
 সাধকং কিং করোমীতি বদেচ্ছেট্যাং সাধকঃ ।
 শতাষ্ট পরিবারাঢ্যা বাঙ্কিতার্থঞ্চ যচ্ছতি ।
 শতমেকঞ্চ দীনারং সাবশেষং ব্যয়েদ্ধুধঃ ॥
 তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি ।
 ন দদাতি না চায়াতি স্মিয়তে সা মনোহরী ॥

নদীতটে গমন করিয়া চন্দন দাবা মণ্ডল নিম্নাণ পূর্বক মহাপূজা করিবে এবং
 গুণ্ডলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্ব কথিত মনোহারিণীর মন্ত্র দশ সহস্র জপ
 করিবে । সপ্ত দিবস এইরূপে পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া সপ্তম দিবসে বাহ্নিকালে
 মহতী পূজা করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে । অন্ধবাহি সময়ে মনো-
 হারিণী যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধককে বলিবেন, তোমার কি কার্য্য করিতে
 হইবে?

তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার চেটিকা হইয়া থাক । যক্ষিণী তাহাতে
 বশীভূতা হইয়া অষ্টোত্তর শত পরিবারের সহিত সাধকের কাণ্ড্য করিতে থাকেন
 এবং অভিলষিত বস্ত্র, শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন । সাধক সেই সকল দ্রব্য
 অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে না । সমুদয় ব্যয় করিলে দেবী কুপিতা
 হইয়া পুনর্বার আর তাহা প্রদান করিবেন না এবং আর দেবীর সাক্ষাৎ হয় না ।

কনকবতী আরাধনা

বটবৃক্ষতলং গঙ্গা মংস্ত্রমাংসাদি দাপয়েৎ ।
 উচ্ছির্ঠেন স্বয়ং রাত্রৌ সহস্র সপ্তবাসরান্ ॥
 প্রজপেৎ সপ্তমেহহ্যর্করাগ্রেহভাচ্চ স্তগন্ধিভিঃ ।
 সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তা সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী ॥
 শতাষ্ট পরিবারাঢ্যা ধ্যায়া গচ্ছতি সন্নিধিং ।
 অম্বহং দ্বাদশানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কার ভোজনং ॥
 দত্বাদষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা ।
 দেবী কনকবত্যেবা সিদ্ধ্যতেবং ন চান্যথা ।

বটবৃক্ষ তলে গমন করিয়া মংস্ত্র-মাংসাদি প্রদান করিবে এবং সেই উচ্ছিষ্ট
 দ্রব্যের সহিত রাত্রিতে পূর্ব কথিত কনকবতী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে ।

এইরূপ সপ্তদিবস জপ করিয়া সপ্তম দিবসে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে। ইহাতে সন্তুষ্টি হইয়া সর্বাক্ষয়দ্রব্যী কনকবতী সর্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একশত অষ্ট পরিবারের সহিত সাধকের নিকট আগমন করেন এবং দ্বাদশ প্রকার বজ্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সাধকের ভাৰ্য্যা হইয়া থাকেন। এইরূপে আরাধনা করিলে দেবী কনকবতী সিদ্ধা হন, ইহার অন্তথা হয় না।

কামেশ্বরী আরাধনা

গোরোচনেন প্রতিমাং ভূৰ্জপত্রে বিধায় চ ।
 শয্যামারুহ্য একাকী সহস্রং প্রজপেদমুখং ॥
 মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনৰ্জপেৎ ।
 ততোহর্দ্ধরাত্রৌ আয়াতি ভাৰ্য্যা ভবতি কামিতা ॥
 দিব্যালঙ্কারনং ত্যক্তা শয়নে প্রত্যহং ব্রজেৎ ।
 পরস্ত্রী গমনত্যাগোহন্তথা মৃত্যুরদূরতঃ ॥
 ইয়ং কামেশ্বরী দেবী বাঞ্ছিতার্থ প্রদায়িনী ।
 চিন্তয়েত্তাং স্বর্ণবর্ণাং দিব্যালঙ্কারভূষিতাং ॥
 সর্বাভীষ্ট প্রদাং শক্তিং সর্বজ্ঞামভয় প্রদাং ।
 জাতী প্রভৃতিভিঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্য হৃতোৎপলাং ।

ভূৰ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া রাত্রিকালে একাকী শয্যাতে বসিয়া পূৰ্ব্ব কথিত কামেশ্বরী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। এই প্রকারে একমাস মন্ত্র জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিতে পুনর্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কামেশ্বরী আগমন করিয়া সাধকের ভাৰ্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া শয্যাতে দিব্য অলঙ্কার পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক গমন করেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে অল্প জীৱ সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়, অন্তথাই সাধকের শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে কামেশ্বরীর আরাধনা করিলে দেবী সিদ্ধা হইয়া সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন।

রতিপ্রিয়া আরাধনা

ধূপঞ্চ গুগুণ্ডলং দধ্য জপেদষ্ট সহস্রকং ।
 আসপ্তদিবসং সপ্তদিবসান্তে চ বৈষ্ণবীং ॥

পূজাং বিধায় যন্তেন হৃতদীপং বিধায় চ ।

প্রজপেদর্করাত্রেহসৌ সমায়তি রতিপ্রিয়া ।

কামিতা সা ভবেস্তার্থ্যা দিব্যং ভোজ্যং রসায়নং ॥

পঞ্চবিংশতি দীনারং বস্ত্রালঙ্কারনানি চ ।

আশাশ্চ পূরয়ত্যাশু সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥

গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্বোক্ত রতিপ্রিয়া মন্ত্র অষ্ট সহস্রবার জপ করিবে । সপ্তদিবস এইরূপ জপ করিয়া সপ্ত দিবসান্তে বহু পূর্বক দেবীর পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রতিপ্রিয়া যক্ষিণী আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভাৰ্য্যা হইয়া দিব্য রসায়ন ভোজ্যদ্রব্য, পঞ্চবিংশতি সূবর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া সকল প্রকার আশা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ।

পদ্মিনী আরাধনা

স্বগৃহে বা শিবস্থানে মণ্ডলং চন্দনায়তকং ।

• কৃষ্ণা গুগ্গুলু ধূপঞ্চ দ্বাভার্চ্যা বিধানতঃ ॥

জপেদষ্টসহস্রস্তু মাসমেকং নিরন্তরং ।

পৌর্ণমাস্যং সমভার্চ্যা যথাবিভবতো নিশিঃ ॥

প্রজপেদর্করাত্রে তু সমাগচ্ছতি পদ্মিনী ।

সর্ব্বাশাঃ পূরয়েত্তেষা ভবতি কামিতা ।

রসং রসায়নদ্রব্যং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥

স্বগৃহে কিম্বা শিবালয়ে গমন করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ পূর্বক গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ বিধানক্রমে পদ্মিনী দেবীর অর্চনা করিবে এবং একমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর পূর্বোক্ত পদ্মিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিতে হইবে । তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে আপনার বিভবানুসারে পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে । অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পদ্মিনী দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভাৰ্য্যা হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ অভিলষিত রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করেন ।

মহামণ্ডি যক্ষিণী আরাধনা

অশোকবৃক্ষমাগত্য মংস্তমাসং প্রদাপয়েৎ ।

ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দ্বাভা জপেদষ্টসহস্রকং ॥

মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃৎ প্রাথজ্জপেয়শি ।
 অর্দ্ধরাত্রৌ সমায়তি জননী ভগিনী বধুঃ ॥
 স্বেচ্ছয়া জননী ভূত্বা ভোজ্যং যচ্ছতি বাসসী ।
 ভগিনী চেষ্টদা কাম্যং ভোজ্যালঙ্কারমা দিকং ॥
 সহস্রযোজনাদিব্যাং স্থিয়মানীয় যচ্ছতি ।
 ভাৰ্য্যা চেৎ পূরয়ত্যাশা রসঞ্চৈব রসায়নং ।
 দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥

অশোকবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া মংস্ত-মাংস প্রদান করিবে এবং গুগ্গু-শুলু
 দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্বোক্ত মহানটী যক্ষিণীর মস্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিবে ।
 একমাস এই প্রকার জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজা পূর্বক রাত্রিতে পূর্ববৎ মস্ত্র
 জপ করিতে থাকিবে । অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধকের ইচ্ছানু-
 সারে জননী, ভগিনী কিংবা ভাৰ্য্যা হইয়া থাকেন । সাধকের জননী হইলে ভোজ্য
 দ্রব্য ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন । ভগিনী হইলে অভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার
 প্রদান করিয়া সহস্র যোজন হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া দিয়া থাকেন । ভাৰ্য্যা
 হইলে সকল প্রকার আশা পূরণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য ও অষ্ট স্বর্ণ
 মুদ্রা প্রতিদিন দিয়া থাকেন ।

অনুরাগিনী যক্ষিণী আরাধনা

কুঙ্কুমেণ সমালিখ্য যক্ষিণীং ভূজপত্রকে ।
 প্রতিপত্তিখিমারভ্য প্রত্যহং পরিপূজয়েৎ ॥
 ধূপাদৈঃ প্রজপেদষ্টসহস্রমনুরাগিনীং ।
 পৌৰ্ণ-মাস্যাং পুনরাত্রৌ ঘটদীপং প্রকল্পয়েৎ ॥
 পূজয়েদগন্ধপুষ্পাদৈঃ সকলাং প্রজপেয়িশাং ।
 প্রভাতেহসৌ সমায়তি ভাৰ্য্যা ভবতি কামিতা ॥
 মুদ্রাসহস্রং ভোজ্যঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং ।
 প্রযচ্ছতি চ বস্ত্রাণি জীবের্ষসহস্রকং ।
 যদি কালমতিক্রমে ন গচ্ছতি ন সিদ্ধতি ।
 বিষং ক্রোধাশ্রমুক্ প্রোক্তামুকী যক্ষিণ্যতঃপরং

তৃতেশীং সাদরং যুগ্মং দ্বয়ং ক্রোধাস্ত্রসংযুতং ।
 ক্রোধেনানেন চাক্রমা জপেদষ্টসহস্রকং ।
 তথাকৃতে সমায়াতি বাঙ্কিতার্থং প্রবচ্ছতি ।
 যদি নায়াতি ত্রিয়তে অক্ষিমূর্দ্ধি, ফুটতাপি ।
 রৌরবে নরকে ঘোরে পাতয়েৎ ক্রোধভূপতিঃ ॥

ভূজপত্রে কুম্ভ দ্বারা যক্ষিণীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ধূপ-দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে অষ্ট সহস্র অন্তরাগিণী মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপে প্রত্যহই পূজা ও জপ করিয়া পূর্ণিমা-রাত্রিতে ব্রত প্রদীপ দিবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানা প্রকার উপকরণ দ্বারা পূজা করিয়া সমস্ত রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে ।

এইরূপ করিলে প্রভাত সময়ে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ভার্গ্যা হইয়া অভিলষ পূর্ণ করিয়া থাকেন । অতঃপর, সাধকে সহস্র মুদ্রা, নানা রসগুস্ত্র ভোজনীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন । এই দেবতা সিদ্ধি হইলে সাধক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে ।

যদি উক্ত প্রকার সাধনা করিলে যথাসময়ে দেবী আগমন না করেন, তবে আগমন কাল অতীত হইলে “ওঁ হুঁ কটু কটু অনুক যক্ষিণী হ্রীঁ যঃ যঃ হুঁ হুঁ” এই মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে । এইরূপ করিলে দেবী আগমন করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করেন । ইহাতেও যক্ষিণী আগমন না করিলে চক্ষু ও মস্তক ক্ষুটিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ক্রোধভূপতি তাহাকে ঘোরতর নরকে পতিত করেন ।

যক্ষিণী সাধন ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা

মুষ্টিমন্যোহস্তমাস্ত্রায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েচ্ছতে ।
 প্রসার্য্যাক্ষুণ্যেত্তর্জ্জ্যেষ্ঠো কার্য্যো তারুশাকৃতি ।
 ইয়ং ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণ ক্রমা ।

অনন্তর যক্ষিণী মুদ্রা কথিত হইতেছে । উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধন করিয়া কনিষ্ঠা-দ্বলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে । ইহার নাম ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা । এই মুদ্রা দ্বারা ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায় ।

“ওঁ মহাযক্ষিনি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা ।”

সম্মুখীকরণে এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।

অন্যোহন্যমুষ্টিমাংসায় প্রসার্যাকুঞ্চয়েচ্ছভে ।

কনিষ্ঠেচাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা ।

বিষং কামপদাদ্ যোগেশ্বরী স্বাহেতি সংযুতা ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে । ইহার নাম সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা ।

“ওঁ কামভোগেশ্বরী স্বাহা ।”

এই মন্ত্র সান্নিধ্যকরণে প্রশস্ত !

কৃদ্ধা মুষ্টিং ততোহন্যোহন্যং সাধকানাং হৃদি ত্যাসেং ।

বক্ষ্যমাণেন মনুনা মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মনি ।

বিষং বীজং সমুদ্ধৃত্য ত্রৈলোকাগ্রসনাশ্রকং ।

সংযুক্তং পূত্রভৈরব্যা নাদবিন্দুসমম্বিতং ।

হৃদয়ায় শিরোস্ত্যেহয়ং হৃদি সং স্থাপয়েন্মহুং ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া “ওঁ ক্লী” হৃদয়ায় নমঃ” এই মন্ত্রে ঐ মুষ্টিদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে । যক্ষিণীর এই মন্ত্র ও মুদ্রা ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে ।

কৃদ্ধা মুষ্টিং ততোহন্যোহন্যং তর্জ্জনীমপি মধ্যমাং ।

প্রসার্য্য প্রমুখী বেণ্ডা মুদ্রা মন্ত্রসমম্বিতা ॥

বিষং সর্ব্বমনোহারিণীং দ্বিঠাস্তঞ্চ সমুদ্ধরেং ।

পঞ্চোপচার মুদ্রয়া মনুরেয উদাহৃতং ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীকে প্রসারিবে । ইহার নাম প্রমুখী মুদ্রা । এই মুদ্রা দ্বারা “ওঁ সর্ব্বমনোহারিণী স্বাহা” এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে ।

✓ শুভিকা সাধন

এই কার্য্য করিতে হইলে, অমাবস্ত্যতিথিপ্রাপ্ত শনি কিংবা মঙ্গলবারে এক ত্রি পরিমাণ একটি অষ্ট বাহুর শুটিকা প্রস্তুত করাইতে হয়; অতঃপর ঐ দিবস

নিশাকালে যথাবিধি আচমন পূর্বক গুরুদত্ত মূলমন্ত্রে পঞ্চমকারোপহারে ভক্তি করিয়া মহাষোড়শী দেবীর অর্চনা করিবে এবং পূজা শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হয়।

মন্ত্রঃ—শ্রী হ্রীং ক্লীং ঐ মোঃ ক এ ঈল হ্রীং হ স কল হ হ্রীং সকল হ্রীং মোঃ ঐ ক্লী শ্রী হ্রীং ।

এই প্রকার জপ উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যহ নিশাকালে শয্যাপোরি বসিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হয়। এইরূপ করিলে গুটিকা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ গুটিকা মূল মধ্যে বা হস্তে ধারণ করিলে, শূচ্যপথে অক্রেপে বাতায়াত করা যায়।

প্রেত সাধন

(যে ব্যক্তি শনি অথবা মঙ্গলবার নিশীথকালে শাশান মধ্যে গমন করতঃ উলঙ্গ হইয়া চিতাভস্মের তিলক ধারণ করে এবং শাশান শিলের তটে আসীন হইয়া ভৈরবী মন্ত্র এক সহস্র অষ্টোত্তরবার জপ করে, সে প্রেত সিদ্ধ হইয়া থাকে।)

✓ ভৈরবী মন্ত্র

মন্ত্রঃ—হ্রৌং হ স ক্ল বী হ্রৌং ।

উপরোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়, জপকালীন সাধকের চক্ষে নানারূপ ভীতি যথা,—ভূত, প্রেত দৃষ্ট হয় এবং তাহারা অস্তিত্বজ্ঞানাদি নানা দ্রব্য সাধকের চতুর্দিকে ফেলিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধককে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া সাধনা করিতে হইবে, নচেৎ বিপদ অবসম্ভাবী। ভয় না করিয়া একাগ্রচিত্তে জপ কার্য সমাধা করিলে ভৈরবী সাক্ষাৎকার হইয়া সাধককে চারিটি প্রেত প্রদান করেন, সাধক তাহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য সাধিত করিয়া লইতে পারেন; তবে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করা আবশ্যিক; ভয় পাইয়া মন্ত্রের অঙ্গক ভুল করিলে সাধকের মৃত্যু অনিবার্য।

মন্ত্রঃ—জং ঠং স এ ঈল জং ঠং ।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রেতকে আহ্বান করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই মন্ত্রটি কঠিন করিয়া রাখা আবশ্যিক।

দশম অধ্যায়

✓ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা

মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সমাযতঃ ।
লিঙ্গমঙ্কোলবুদ্ধয়ঃ স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ।
নবং ঘটঞ্চ তত্রৈব পূজয়েন্নল্লিঙ্গনিধৌ ।
বুদ্ধং লিঙ্গং ঘটঞ্চৈব সূত্রে শৈকেন বেষ্ঠয়েৎ ।
চতুর্ভিঃ সাধকৈর্নিত্যং প্রণিপত্য ক্রমেণ তু ।
এবং দ্বিত্রীণি যঃ কুর্যাদঘোরেণ সমর্চয়েৎ ।
পুষ্পাদিফল পাকাস্তং সাধনং কারয়েদ্বুধঃ ।
ফলানি পক্কাত্মাদায় পূর্বোক্তং পূরয়েদঘটম্ ।
তদঘটং পূজয়েন্নিত্যং গন্ধপুষ্পাঙ্কতাдиभिः ।
গুণ্ডবজ্জং ততঃ কুর্যাদ্বাজিনিং ঘর্ষয়েন্মুখম্ ।
তন্মুখে ব্রহ্মণং বস্ত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রলেপয়েৎ
বিস্তীর্ণ মুখভাগান্তঃ কুম্ভকারকরেন্ধৃতাম্ ।
মৃত্তিকাং লেপয়েন্তত্র তানি বীজানি রোপয়েৎ ।
কুণ্ডলস্ত কারযোগেন যত্নধুর্কিমুখেন রৈঃ ।
শুদ্ধং তত্তাম্রপাত্রোর্দ্ধং ভাণ্ডে দেয় ময়োমুখম্ ।
আতপে ধারয়েত্তৈলং গ্রাহবেত্তঞ্চ বুদ্ধয়েৎ ।
মাসার্দ্ধঞ্চৈব ত্তৈলং মাসাৰ্দ্ধং তিলতৈলকম্ ।
নস্তং দেয়ং মৃতশ্চৈতং সমাকৃষ্ট হি তেন তু ।
তৎকৃত্বা জীব্যতে সত্যং গতেনাপি যমালয়ম্ ।
রোগাপমত্য়াসর্পাদিমৃতে জীবিত হি স্বয়ম্ ॥

✓ অঘোরমন্ত্র

ওঁ অঘোরেভ্যো ঘোরেভ্যো ঘোরমংঘোর বস্তুভেভ্যঃ সর্বতঃ সর্ব-
সর্কেভ্যো সমস্তে রূপরূপেভ্যঃ ।

'সংক্ষেপে মৃতসঞ্জীবনী রীতি বর্ণিত হইতেছে যথা,—একটা অঙ্কোল বৃক্ষের মূলোপরি শিবলিঙ্গ স্থাপন করতঃ অচ্চ'না করিবে এবং লিঙ্গ সন্নিকট যথা স্থানে ঘটস্থাপন পূর্বক স্ত্রী দ্বারা বৃক্ষ, ঘট ও শিবলিঙ্গ পরিবেষ্টিত করিবে। এই কার্য্য করিতে হইলে চারিজন ব্যক্তিকে আবশ্যক। তাহারা প্রতিদিন তত্ত্বিপূর্বক নমস্কার করতঃ অঘোর মন্ত্রে লিঙ্গের অচ্চ'না করিবে। বৃক্ষের ফুল মখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাহা ঘটে স্থাপন পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রতিদিন অচ্চ'না করা আবশ্যক। ইহার পর একটা ঘোটকের মস্তক আনিয়া মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করিবে। সাবধান! যেন ওষ্ঠ ঘর্ষিত না হয়। এই প্রকার ঘর্ষণ দ্বারা ঘোটক মুণ্ড হইতে এক প্রকার চি-হি-হি ধ্বনি উথিত হইতে থাকে, তখন কিঞ্চিৎ কুন্তকারের মৃত্তিকা আনিয়া ঐ ঘোটক মুণ্ডে লেপ প্রদান করিবে। ঐ লেপোপরি অঙ্কোল বীজ রোপণ করিয়া, একটি তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা রৌদ্রে স্থাপন করার জন্য এক প্রকার তৈলের তায় পদার্থ নিষ্কৃত হইবে। ঐ পদার্থ অর্দ্ধমাষা পরিমাণ মৃত ব্যক্তির নাকে নস্ত প্রদান করিলে, মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। অংঘাত বা সর্পদংশন মৃত ব্যক্তিকে ইহার দ্বারা জীবন দান করা আবশ্যক।

সুখ প্রসব মন্ত্র

“ওঁ মন্থথ মন্থথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।”

“ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।

মুক্তাঃ সর্ব্বভয়াদগর্ভ এহেহি মারিচ স্বাহা।”

এতদন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্য পেয়ম্।

তত্ত্বং সুখপ্রসবো ভবতি ॥

উপরোক্তমন্ত্রিত মন্ত্রে দুইটা মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার যে কোন একটির জল অভিমন্ত্রিত করিয়া খাওয়াইলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিয়া থাকে।

চৌরভয় নিবারণ

১। ওঁ স্তম্ভকালী স্বাহা।

২। ওঁ করালিনী স্বাহা।

৩। ওঁ কপালিনী স্বাহা।

৪। ৐ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং চৌরান্ বধ ঠ ঠ ঠঃ।

এরামন্যতমেন মন্ত্রেণ মৃত্তিকায় প্রজপ্য।

সপ্তবারান্ সম্মুখে প্রক্ষিপেৎ তদা সৰ্ব্বৈ চৌরাঃ পলায়ন্তে ।

অযুত জপঃ সৰ্বমেব কাৰ্য্যাস্তদা চৌরভয়ং ন ভবতি ॥

এই মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা হস্তে লইয়া পূৰ্ণ পৃষ্ঠায় লিপিত চারিটি মন্ত্রের মধ্যে কোন একটি দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে এবং উক্ত মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করিয়া বাটার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে চোর ভয় নিবারণ হয় ।

অনায়াসিকালে রুষ্টিকরণ

“ওঁ বাং বাং বীং বীং স্বাহা ।” অনেনাশ্বসমিধাং লজ্জাজাদধি-
ক্ষরযুক্তানাং সহস্রৈকং জনেন তদা রুষ্টিকালে মহারুষ্টিৰ্ভবতি ॥

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে মধু, য়ত, দধি ও দুধ সংমিশ্রিত অশ্বখ সমিধ দ্বারা এক সহস্র সংখ্যক জপ করিলে রুষ্টি হইয়া পাকে ।

সুরাসুর দর্শন

“হ্রীং স্বাহা ।” অনেন যথাবিধি জপেৎ । নরকপালে তৈর্দেন
বর্জিকাং কুহা দীপং প্রজ্জাল্য নরককূপে শ্মশানে বা শুণ্ডালয়ে বা কজ্জলং
পাতয়িতব্যং তাবৎ জপেৎ যাবৎ নিরবশেষং ভবতি । অবশ্যানে ভূতবলি-
দাতব্যং তমাদিয়াঞ্জিতনয়নেন সুরাসুর দৃশ্যতে ॥

অগ্রে শ্মশানে বা নির্জল গৃহে নরকপালোপরি তৈল দ্বারা বাতি জ্বালাইয়া
কজ্জলপাত করিবে এবং যাবৎ না বাতি নিৰ্বাপিত হয় তাবৎ উপরোল্লিখিত মন্ত্র
জপ করিবে । অনন্তর ভূতবলি করতঃ সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষে অঙ্গন করিলে
সুরাসুর দর্শন করা যায় ।

শাস্তিপ্রকরণ

“ওঁ শং শাং শিং শীং শুং শূং শেং শৈং শোং শৌং শং শঃ শং সং
স্বাহা ।” অনেন পলাশকাঠময়ং কীলকং দ্বাদশাঙ্গুলং সহস্রাভি মন্ত্রিতং
যন্ত গৃহে লিখনেৎ তন্ত বান্ধবসহিতস্ত শাস্তিৰ্ভবতি ॥

উপরোল্লিখিত “ওঁ শং শাং” ইত্যাদি মন্ত্রে একটি দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমাণ পলাশ
কাঠের কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়,
সেই ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবসহ শাস্তিতে বাস করে ।

✓ অবশ্যশাস্তি অস্ত্রঃ

(“ও নমশ্চতুর্বক্ত পানয়ে বক্ষসৈনাপত্যে ও জয় শূণ্ শূণ্ হৃদ হৃদ
 গ্রীবাঃ মুঞ্চ মুঞ্চ উদয়ঃ মুঞ্চ মুঞ্চ কটীঃ মুঞ্চ মুঞ্চ ক্রুরো মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তো
 মুঞ্চ মুঞ্চ পাদো মুঞ্চ মুঞ্চ সর্বত্রাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ও শ্রী হ্রী হ্রী বহু অমুকন্ত
 সর্বজ্বরঃ নাশয় নাশয় স্বাহা । ”) ইতি কুমারী কল্পিতমূত্রেন সংবেষ্টা
 পত্রিকাং লেখয়িত্বা অবিশঃ শিরসি বন্ধয়েৎ । সুপ্তং ভবতি ।

বাহার জর হইয়াছে, তাহাকে আরাম করিতে হইলে একটি ভক্তপত্রে মূলের
 লিখিত “ও নমশ্চতুর্বক্ত পানয়ে” ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া তাহা কুমারীনির্মিত মূত্র
 দ্বারা বেষ্টন পূর্বক রোগীর মস্তকে বন্ধন করিয়া দিবে । এই প্রকার করিলে
 নিঃসন্দেহে রোগী সুস্থ হইয়া থাকে ।

✓ সর্ব আপদ দূরীকরণ

“ও হং হাং হিং হ্রীং হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ হ্রঃ
 ক্ষুং ক্ষুং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষেং
 চরিতেন সম্প্রণশ্চতি । স্থাবরঃ জঙ্গমকৈব কৃত্রিমঃ বিষয়েব চ । ভূত-
 প্রেতপিশাচশ্চ রাক্ষসা হৃষ্টচেতসঃ । নরাশ্চ ব্যাঘ্রসিংহাত্তো ভল্লকা
 জম্বুকাস্তথা । নাগা গজা হয়াশ্চৈব সর্বৈ পশব এব চ । নশ্যন্তি
 স্মৃতিমাত্রেন তে কোচিং ভূতবিগ্রহাঃ । সর্বৈ তে প্রলয়ঃ যান্তি
 মন্ত্রস্তাস্ত্র প্রসাদতঃ ॥

যে ব্যক্তি উপরে লিখিত মন্ত্র স্মরণ বা জপ করে, তাহার সকল আপদ
 দূরীভূত হয় । ইহার দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম বিবাদি বিনষ্ট হয় । ভূত,
 প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, হৃষ্টব্যক্তি, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লক, জম্বুক, নাগ, গজ ও অথ
 তাহার অনিষ্ট না করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করে ।

পারিশিষ্ট

শৃগালের শব্দতত্ত্ব

অমাবস্তা দিনে ফের একঘাতঃ প্রহারিণঃ ।
গতপ্রাণোহথ সংস্থাপ্য ভূতলে দর্ভসঞ্চয়ে ।
তমারুহা মহেশানি পূজয়েৎ ফেরকঃ সুধীঃ ।
চতুর্ভূজাং বিশালাস্ত্রাং বিবদ্রামুন্নতস্তনীম্ ।
তপ্তকাক্ষনসঙ্কাসং পদ্মং শঙ্খং গদামসিম্ ।
বিল্রতীঃ মৃক্তকেশীঞ্চ সর্বভীতিহরাং পরাম্ ।
ইতি ধ্যান্য প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পৈশ্চ নোরমৈঃ ।
সমিধেঃ সুরমশ্চৈব নৈবেদ্যৈশ্চ মনোরমৈঃ ।
পূজয়িত্বা বরারোহে জপেৎ প্রণবসংপুটাম্ ।
কালী মায়া তথা কালী বহিকান্তাবধিপ্রিয়ে ।
প্রজপেদর্দ্ধরাত্রৌ চ লক্ষমাণং শুচিঃ পুমান্ ।
ফেরঃ স জীবতি ততো দিব্যং রুৎপত্ততে তদা ।
বরং বরয় ভো বংস যন্তে মনসি বর্ততে ।
ততঃ স সাধকোশ্রেষ্ঠো বদেদেবং মনোরমে ।
বশীভূত্বা সহস্রাকান্ হং মাং পালয় সর্বদা ।
এবং প্রার্থ্য বরং দেবি পূজয়েত্ত্বাং প্রযত্নতঃ ।
ততঃ স তিষ্ঠতি সদা যাবদায়ু ন সংশয়ঃ ।
যদ্যং সম্প্রার্থয়ন্নস্তী সর্বমানীয় যচ্ছতি ।
সহস্রং বা শতং ব্যাপি ধনং দত্তাদিনে দিনে ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ক্রীং হ্রীং ক্রীং স্বাহা ওঁ ।

অমাবস্তার দিন এক আঘাতে একটি শৃগালকে মারিতে হইবে এবং ভূতলে মৃত্তিকোপরি কুশ বিছাইয়া তছপরি তাহাকে স্থাপন পূর্বক সাধক তাহাকে আসন করিয়া বসিবেন ; অনন্তর ফেরের পূজা করা আবশ্যিক । পূজা অন্তে ধ্যান যথা,—
দেবীর চারিটি ভূজ, মুখ বিশাল, বিবজ্জা, স্তন উন্নত ও বর্ণ তপ্তকাক্ষন সম এবং হস্ত

চারিটিতে পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও অসি এইরূপ কাল্পনিক মূর্তি ধ্যান করিতে হইবে। ইনি আলুলায়িতকুণ্ডলা এবং সাধকের সর্কসীতিহরা।

এই প্রকার ধ্যান অন্তে অতীব যত্ন ও ভক্তির সহিত মনোরম গন্ধপুষ্প, সুরস সামিষ ও মনোরম নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে। পূজা অন্তে অর্ধরাত্র সময়ে উপরোল্লিখিত মন্ত্র একলক্ষ জপ করা আবশ্যক। মন্ত্র প্রভাবে শৃগাল জীবিত হইয়া সাধককে কহিবে—বৎস! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা অবিলম্বে আমায় বল, আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব? তখন সাধকের বলা আবশ্যক যে, আপনি নিজ গুণে দয়া করিয়া আমায় সহস্র বৎসর প্রতিপালন করুন। শৃগাল তখন তাঁহাকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে এবং তাঁহার যাহা অভাব তাহা পূরণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে। এমন কি প্রত্যহ শত অথবা সহস্র সংখ্যক অর্থ প্রদান করিয়াও থাকে।

মার্জ্জারের শব্দজ্ঞান

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মার্জ্জার শব্দমুত্তমম্।

পৌষে বা শ্রাবণে বাপি হবিষ্যশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।

পূজয়িত্বা প্রযত্নেন বিকটাক্ষাং মহোৎকটাম্ ॥

তারং মায়াং কঙ্কটাক্ষ চতুর্থাস্তামুদীরয়েৎ।

স্বাহাশ্চ। কথিতা বিদ্যা জপেভামযুতত্রয়ং ॥

এবং সপ্তদিনং রাত্রৌ শ্মশানে সাধকোত্তমং।

কুর্ঘ্যাৎ সিদ্ধোহয়ং মার্জ্জারশব্দং বুধ্যতি নাশ্রুত্বা।

অতিতানাগতাং বার্তা সুত্রতে পরমেশ্বরি ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রীং কঙ্কটায়ৈ স্বাহা।

মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশানি! তোনায় আমি যাহা বলিতেছি, তাহা স্তির চিত্তে শ্রবণ কর। যদি কোন সাধক পৌষ বা শ্রাবণ মাসে হবিষ্যার আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা মহোৎকটী বিকটনয়না কঙ্কটকে ভক্তিপূর্বক উল্লিখিত মন্ত্রে পূজা এবং উক্ত মন্ত্র ত্রিশ সহস্র সংখ্যায় সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত জপ করেন, তাহা হইলে তিনি মার্জ্জারের শব্দ বুঝিতে এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ বার্তা বলিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত ক্রিয়াই শ্মশানে করা আবশ্যক।

ছাগলেন্দ্র শব্দভণ্ডান

কেবলং ছাগহুঙ্কেন পরমারক্ত পাচয়েৎ ।

তদেব ভক্ষয়েদেবি জপেদেনামনম্রধীঃ ॥

জপেচ্চ কোঙ্কনাং বিজ্ঞাং সপ্তাযুতমতদ্বিতঃ ।

তৎপ্রসাদানমহেশানি ছাগানাং শক্ বদভবেৎ ॥

মন্ত্রঃ—বং বং ক্লীং ক্লীং স্বাহা ।

যে সাধক এক মাত্র ছাগ হুঙ্ক দ্বারা পরমারক্ত প্রস্তুত করতঃ আহাঁর ও অনন্ত-সংস্কৃত চিত্তে উল্লিখিত মন্ত্র সপ্ত অযুত সংখ্যক জপ করেন, তাঁহার ছাগলেন্দ্র শব্দ জ্ঞান জন্মায় ।

কুকুরেন্দ্র শব্দভণ্ডান

নিম্বমূলং সমাসাণ্ড পূজয়েদ্ ভোজনেহসতাং ।

ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্কলিভিঃ পরমোত্তমৈঃ ।

পূজয়িত্বা নিশাভাগে জপেদষ্টাযুতং বৃধঃ ।

ক্ষিঃ ফিঃ কালীবহ্নিকাস্তা বিগ্নেয়ং পরমোত্তমা ॥

ততঃ সিন্ধো মহেশানি সর্বং কুকুরভাষিতম্ ।

বুদ্ধে দেবি তদা সাক্ষ্য তদর্থক যথাযথম্ ॥

মন্ত্রঃ—ক্ষিঃ ক্ষিঃ স্বাহা ।

যদি কোন ব্যক্তি নিম্ববৃক্ষমূলে গমন করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পরমোত্তম বলি প্রভৃতি উপহার প্রদান পূর্বক নিশাকালে কালিকা দেবীর পূজা করেন এবং উল্লিখিত মন্ত্র অযুত অষ্টবার জপ করেন, তাহা হইলে তিনি কুকুরেন্দ্র শব্দ বৃত্তিতে পারিবেন ।

সারসেন্দ্র শব্দভণ্ডান

ধরাবীজং সমুচ্ছৃতা ভৈ ভৈ বীজং সমুচ্ছরেৎ ।

এতন্মন্ত্রঃ মহেশানি সপ্তাযুতমতদ্বিতঃ ।

জপেৎ কলসমধ্যে তু হবিম্বাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

ততঃ সিধ্যতি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

সারসানাং রবং বুদ্ধা সর্বজ্ঞো জায়তে নরং ॥

মন্ত্রঃ—বং ভৈং ভৈং ।

যদি কোন সাধক সারসের রব বৃত্তিতে ও সর্বজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হবিষ্যাহার আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পদ্মবন মধ্যে উপবেশন পূর্বক অভিমুখিত ভাবে উল্লিখিত মন্ত্র মন্তর হাজার জপ করা আবশ্যিক । ইহাতে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।

পারাবর্তের শব্দস্তোত্র

ফেং কারং পূর্বমুদ্ধ তা হুং কারদ্বয়মুদ্ধারেং ।

সাহাস্তকথিতা বিজ্ঞা জপেদযুতামানতঃ ।

শাল্মলীমূলমাসাচ্চ পূজয়েৎ সিদ্ধিকালিকাং ।

ততঃ সিধ্যতি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

কপোতস্ত রবং দেবি স বুধ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

মন্ত্রঃ—ফেং হুং হুং স্বাহা ।

কপোতের শব্দ বৃত্তিতে ইচ্ছা করিলে, শিমূল বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করতঃ কালিকা দেবীর পূজা করা আবশ্যিক । ভক্তিপূর্বক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

মোরগের শব্দস্তোত্র

কং কং কারং সমুচ্চার্য্য কুর্চবীজমথোদ্ধারেং ।

জপেদষ্টাযুতাং দেবি কালিকাঞ্চ প্রপূজয়েং ।

মঠৈশ্চান্ধাসৈলভাগেহে সিদ্ধো ভবতি নাগুথা ।

সিদ্ধে সম্ভে তথা মন্ত্রী ভবেদ্ভূমিপূরন্দরঃ ।

শব্দং বুধ্যতি তেষাং বৈ সর্বজ্ঞো ভবতি ক্রবম্ ।

যাবন্তিষ্ঠতি তদ্বিকীর্ণা তস্ত মূর্ছা বরানমে ।

ফবিচ্ছং কুরুতে ভাবং বাদিনঃ জয়তি ক্রবম্ ॥

মন্ত্রঃ—কং কং হুং হুং ।

যদি কোন মাদক কুকুটের শব্দ বন্ধিতে এবং মর্ত্যলোকে ইন্দ্রের আয় শক্তিশালী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে উল্লিখিত মন্ত্র অথুত সংপ্যক জপ করিয়া মন্ত্রমাংসাদি উপচারের সহিত নভাগুহে কালিকা দেবীর পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। অধিকন্তু ঐ মাদক যাবৎ কুকুটের বিষ্ঠা মন্ত্রকোপরি পারণ করিবেন, তাবৎ কনি এবং প্রতিবাসিগণকে জয় করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা মহাদেবের বাক্য, কদাচ অত্যা হইবার নহে।

কাকের শব্দভুতান

কাকপুচ্ছ মতেশানি মুক্তি সংধায়া যত্নতঃ ।
কালীবীজং তথা কাকালী মন্ত্রোহয় মৃতমঃ ॥
চিতায়াং ষট্ সহস্রাণি হোম পূজা বিবর্জিতং ।
জপেনিশীথে দেবেশি ততঃ সিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি সার্বভজং তস্য জায়তে
কাকশব্দ প্রবোধেন সর্বং বক্তি যথা তথম্ ।
চিরজীবী ভবেন্নরো নাত্র কাৰ্য্য বিচারণা ॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ কা কা ।

যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘায়, সর্বভু এবং কাকের শব্দ বন্ধিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয় বন্ধিতে, মন্তকে কাকপুচ্ছ পারণ করতঃ শয়ানে বসিয়া উপরোক্ত মন্ত্র ছয় হাজারবার জপ করিতে হইবে। বলা বহিন্য এই মন্ত্র ভক্তি-পূর্বক জপ করিলে কার্গা সিদ্ধি হইয়া পাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, কদাচ মিথ্যা হইবার নহে।

কুকলাস সিদ্ধি

শ্রীনীলানন্ডাবাচ

ইদানীং কুকলাসোহপি পশুরূপধরোহব্যয়ঃ ।
পশুবাধ্য প্রবোধায় উপায়ং বদ শঙ্কর ॥

ঈশ্বর উবাচ

সাদু পৃষ্টং হুয়া দেবি পশুবাধ্য প্রবোধনম্ ।
আদৌ তু কথয়িষ্যামি পশ্যাং সাধনমুত্তমম্ ॥

কার্তিকে কান্তনেমাসি তৃতীয়ায়াং মহানিশি ।
 একাকী নির্ভয়ো গঙ্গা চিতায়াং বরবর্ণিনি ॥
 শুদ্ধাসনং সমাসাত্ত দেবী ধ্যায়া তু চর্চিকাম্ ॥
 শুক্লকণ্ঠিমুগ্রাবাং শ্বনাং ঘোরতরেক্ষণাম্ ॥
 যুবতীং দ্বিভূজাং তালজজ্বাং মুক্তকচাং ভজে ।
 এবং ধ্যায়া প্রযত্নেন জপেন্নম্ন মনশ্চরীঃ ॥
 তারং মায়াং তথা চর্চিচর্চিকে কৃক্লাসকম্ ।
 বোধয় দ্বিতরং বহ্নিকান্তা মন্ত্রঃ পরাংপরঃ ॥
 এবং সহস্রং প্রজপেত ততঃ সিদ্ধিরমুত্তমা ।
 কৃক্লাসরবং জ্ঞাত্বা সাধকো গতশোকভাক্ ॥
 তৎপ্রসাদান্মহেশানি সাফল্যং তস্ত জায়তে ।
 স ক্রতে সকলাং বার্তাং সাধকায় যদা তদা ॥
 রাজানাং বশয়েৎ ক্ষিপ্রং কামিনীঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥

মন্ত্রঃ - ও হ্রীং চর্চিচর্চিকে কৃক্লাসকং বোধয় বোধয় স্বাহা ।

শ্রীশ্রীল সবস্বতী কহিলেন - শঙ্কর ! অধুনা কৃক্লাস পশুরূপ ধারণ করিয়াছে । অতএব কিরূপে পশুর বাক্য বুঝা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট বথাবথরূপে বর্ণনা করুন ।

মহাদেব বলিলেন—দেবি ! তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম কথা, অতএব এই স্থলে আমি পশু সাধনা বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা মন দিয়া শ্রবণ কর ।

যে ব্যক্তি কার্তিক অথবা কান্তন মাসের তৃতীয়া তিথিতে উদ্ধরাতে একাকী নির্ভয় চিত্তে চিতার উপর শুদ্ধাসনে বসিয়া “শুক্ল কণ্ঠ” ইত্যাদি মূলের লিখিত বিষয় ধ্যান করিবে এবং চর্চিকা দেবীকে শুক্লকণ্ঠা, ভরদ্বার শব্দা, ভীষণ নেত্রা, যুবতী, দ্বিভূজা ও তাল বৃক্ষের ছায়া জজ্বা বিশিষ্টা এবং এলোকেশা এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া, অতীত যত্নের সহিত একাগ্রচিত্তে উল্লিখিত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে তিনি কৃক্লাসের শব্দ বুঝিতে পারিবেন । বলা বাহুল্য এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করিলে, সাধকের সকল কষ্ট বিমোচন হইয়া থাকে ; অধিকন্তু তিনি সকল প্রকার সংবাদ বলিতে সক্ষম হন এবং তাঁর নিকট শ্রী ও রাজাগণ বশীভূত থাকে ।

✓ অগ্নি নির্ভাণ

মন্ত্রঃ—নমঃ জ্বালাজিহ্বা জ্বালামুখি অগ্নিকায়ৈ নমঃ নমঃ

উন্নত ভৈরবপ্রিয়ে ঙ্গ নমামি সুরেশ্বরী ।

যদি কোন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্নি প্রাতি এক লক্ষ্যে চাহিয়া যদি উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা জলে তর্পণ করা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্নিতে দগ্ধ গৃহ ব্যতীত পার্শ্বস্থ অন্ত গৃহাদি দগ্ধ হয় না :

✓ স্বপ্নদোষ শান্তি

মন্ত্র —ওঁ সিদ্ধি ওঁ হ্রী হ্রাং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ।

যদি কোন স্বপ্নদোষগ্রস্ত ব্যক্তি একগাছি রেশমের ঘুনসি লইয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক গ্রাণ্ডি প্রদান করতঃ কোমরে ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার উক্ত রোগ আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু প্রতিবার মন্ত্র পাঠপূর্বক এক একটি গ্রাণ্ডি এই হিসাবে সাতটা গ্রাণ্ডি দেওয়া আবশ্যক ।

স্তন বর্দ্ধন

মাতঙ্গ কৃষ্ণাময় বাজীগন্ধী বচায়ুতাঃ পয়ুষিতাপ্তমিশ্রাঃ ।

হয়ারিপত্নী নবনীতযোগাঃ কুর্কস্তু পীনঃ কুচকুস্তয়ুগ্মম্ ॥

গজপিপ্পলী, কৃষ্ণকুড়, অম্বগন্ধা ও বচ এই সমস্ত দ্রব্য পয়ুষিত জলের সহিত গাঢ়ভাবে পেষণ করতঃ নবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনে প্রলেপ প্রদান করিলে শুষ্ক স্তন স্থূল হয়, তবে ইহা কিছু দিন ধরিয়া করা আবশ্যক ।

তেলং বচাদাড়িস্বকঙ্কসিদ্ধং সিদ্ধার্থজং লেপনতো নিতামম্ ।

নারীকুচো চাক্রতরো চ পীণো কুখ্যাদসৌ যোগবরঃ প্রদিশ্ঠঃ ॥

বচ এবং দাড়িস্ব কঙ্কের সহিত সর্বপ তৈল পাক করতঃ স্তনে প্রলেপ প্রদান করিলে, তাহা দেখিতে সুশ্রী এবং স্থূল হইয়া থাকে ।

শ্রীপর্ণিকায়্য রসকঙ্ক সিদ্ধং তিলোদ্ভবং তৈলবরং প্রদিশ্ঠঃ ।

তুলেন বক্ষোজযুগে প্রদেয়ং প্রয়াতি বৃদ্ধিং পতিতোপি নার্যাঃ ॥

যে স্তন প্রায় পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গাম্ভারীর রস সহ তিল তৈল

পাক করতঃ তুলাসংযোগে স্তনদ্বয়ের উপর দেওয়া আবশ্যিক । ইহাতে স্তন উষ্ণিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

✓ মৃত্যুকাল নির্ণয়

পার্কত্যাচ

মৃত্যুকালজ্ঞানং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রাতম্ ।

রূপয়া বেদ মে নাথ ভদধীণাস্মি সর্বথা ॥

পার্কতী কহিলেন,—হে দেব ! অধুনা কিরূপ মৃত্যুকাল অবগত হওয়া যায়, তাহা শব্দ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে ; অতএব হে নাথ ! আমাকে আপনার সন্দেহা অদীন জানিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিতে তৎপর হউন ।

মহাদেবোবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মৃত্যুকালবিনির্বিয়ম্ ।

যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! সাধারণের নিকট বাহ্য অবগুনীয়, সেই জীবের মৃত্যুকাল নির্ণয় তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি ; তুমি ইহা সন্দেহা তাহা যত্নের সহিত গোপন রাখিবে ।

দাতব্যং গুরুভক্তায় ন দত্বাদৃষ্টমানসে ।

দন্তে দেবি মহেশানি সিদ্ধিং ন লভতে কচিৎ ॥

হে মহেশানি ! যে ব্যক্তি অতীব গুরুভক্ত তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে ; হৃষ্টজনকে ইহা দেওয়া কদাচ উচিত নহে, কেননা তাহার দ্বারা এই কার্য্য কখনও সিদ্ধ হয় না ।

(ন দৃষ্টা নাসিকা যেন নেত্রভ্রমরদৃষ্টকম্ ।

যন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি পাতি পিতামহঃ ॥)

যদি কোন ব্যক্তি নিজ নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে না পায়, তাহা হইলে
অহার ছয় মাস মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। এমন কি পিতামহ ব্রহ্মা সহায়
হইলেও তাহার রক্ষা নাই।

ন দৃষ্টাক্ষতী যেন সপ্তর্ষীগণক মধ্যতঃ ।

যন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি রক্ষামি পার্কতি ॥

হে পার্শ্বতী ! যদি কোন ব্যক্তি সপ্তমণ্ডলের অন্তর্গত অবকর্তীকে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত । আমি স্বয়ং মৃত্যু-পতি হইয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না ।

(৩) (স্নানস্ত্র হৃদয়ে চৈব মৃত্যুজ্ঞানং নিরীকতে ।
হৃদি শুক্লং ভবেদযস্ত্র যশ্ণাসস্ত্র জীবনম্ ॥)

স্নান করিলেও যদি কাহারও হৃদয় শুক্ল থাকে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয় ।

(৪) (বুদ্ধিজ্ঞানং ক্রিয়াহীনং বিপরীতস্ত জায়তে ।
দিমাসেন ভবেন্ম তং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥)

যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও কার্য্য সকল বিপরীত ভাব দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার দুই মাসের মধ্যে মৃত্যু জানিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

✓(৫) (গতিচালন পাদানাং খণ্ডিতং খণ্ডিতং পদম্ ।
মাসেন মৃত্যুমাশ্নোতি অথবা পক্ষমধ্যতঃ ॥)

যে ব্যক্তির চলিতে চলিতে পদস্থলন এবং হঠাৎ বাহার গতি ভঙ্গ হয়, তাহার এক পক্ষ বা মাসেকের মধ্যে মৃত্যু হইবে ।

(৬) (অহোরাত্রং যদৈকত্র বহতে নাসামধ্যতঃ ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সম্পূর্ণবৎসরত্রয়ম্ ॥)

যে ব্যক্তির এক দিন ও এক রাত্রি নাসিকাতে নিশ্বাস বহির্গত হয়, তাহার তিন বৎসর মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে ।

(৭) অহোরাত্রদ্বয়ং পশ্চোৎ পিঙ্গলায়াং সদাগতিং ।
তস্ত্র বর্ষদ্বয়ং প্রোক্তং জীবিতং তদ্ববেদিতিঃ ॥

দুই দিন দুই রাত্রি যাবৎ যাহার পিঙ্গলা নাসীতে শ্বাস বহির্গত হয়, তদ্ববেদগণ বলিয়া থাকেন যে, সে নিশ্চিত দুই বৎসর মধ্যে জীবন ত্যাগ করে ।

(৮) (ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপাৰে স্থিতঃ ।
সংবৎসরং তদা আয়ুঃ প্রবদন্তি মুনীশ্বরঃ ॥)

যে ব্যক্তির তিন দিন ও তিন রাত্রি যাবৎ নাসিকাতে ঝাস নির্গত হয়, মনিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই ব্যক্তি মাত্র এক বৎসরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে।

✓ চোর শ্রম্ভিবান্ন মন্ত্র

তেরিশ কোটি দেবতা যবে সমুদ্ভ মস্থিল ।
 দেব দৈত্যাদির তখন বিবাদ বাধিল ॥
 দৈত্যগণ সকলেতে অমৃত যে চায় ।
 দেবগণ ভাবে মনে কি করি উপায় ॥
 কেহ চায় অমৃত কেহ চায় ধন ।
 কেহ চায় ঐরাবত গজের প্রধান ॥
 কেহ চায় লক্ষ্মী কেহ চায় হয় ।
 কৌন্তভমণি ল'য়ে কেহ বিবাদ বাধায় ॥
 হেরি তাহা নারায়ণ ভাবি নিজ মনে ।
 মোহিনী মূরতি ধরি আসেন সেখানে ॥
 অপরূপ মূর্তি তাঁর হেরি দৈত্যগণ ।
 কামে অচেতন সবে হইল তখন ॥
 রাহু আসি চুরি করি অমৃত খাইল ।
 দূরে থাকি নারায়ণ দেখিতে পাইল ॥
 অতি ভরা করি তবে দেব নারায়ণ ।
 সেই সে রাহুর মস্তক কাটেন তখন ॥
 স্মদর্শন চক্রে তার মাথা কাটা গেল ।
 কাটা মুণ্ড ল'য়ে রাহু ঘুরিতে লাগিল ॥
 নারায়ণ কৃপায় আমার জ্বায রত্ন ধন ।
 করিবে যে চুরি সে ঠেকিবে তখন ॥
 কার আঙে—শ্রীশ্রীনারায়ণের আঙে ।
 কার আঙে—শ্রীশ্রীগোবিন্দের আঙে ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নকালে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে, তাহার গৃহে চোর প্রবেশ করে না। বলা বাহুল্য যে ইহা ঘটকর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে

এবং ঘটকপ্তের কার্যাদি সমাপন পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ না করিলে কার্য সিদ্ধ হইবে না।

ডা গাইত বারন

মিথিলা হইতে যবে রামচন্দ্র আসে।
পথে ধরি পরশুরাম তাঁহারে যে রোষে ॥
পরশু ধরিয়া সে করে যে গর্জন।
বলে তব শক্তি আমি হেরিব এখন ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তুমি কর অহঙ্কার।
দেখাও কত বা শক্তি হয় হে তোমার ॥
পরশুরামের বাক্যে শ্রীরাম তখন।
ল'য়ে এক গোটা বাণ ধনুকে দেন টান ॥
সেই বাণ গিয়া তার স্বর্গ রুদ্ধ করে।
তবে ত পরশুরাম পড়িল কাঁপরে ॥
কার আজে—সীতা শ্রীরামের আজে।
কার আজে—লক্ষ্মণের আজে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন করিলে, ডাকাতেও ভয় থাকে না, তবে ঘটকস্বাদি সমাপন পূর্বক এই কার্য করিতে হয়।

✓ ধাতুপুষ্টি সাধন

অক্ষয় অভয় অঞ্জন কায়।

এই তিন নামে আমার অঙ্গের ধাতুর বিপ্লব কল্যাম হয়।

কার আজে—সিদ্ধিগুরু শ্রীরামচন্দ্রের আজে।

কার আজে—কাঁড়ের কামিখো মায়ের আজে।

প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠপূর্বক এক ঘাস করিয়া জলপান করিলে, ধাতুর কোন বিঘ্ন হয় না, অধিকন্তু ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য প্রতিবার মন্ত্রপাঠ পূর্বক একটি কু এই হিসাবে তিনবার মন্ত্রপাঠ পূর্বক তিনটি কু দেওয়া আবশ্যক।

প্রকারান্তরে অগ্নি নিৰ্ভাণ

পানী পরম জুই মারম পানী দিও হিচা
জলন্ত জুই মুরপানীং হরলাগে মিছা ॥
ঘর পুড়ে দ্বার পুড়ে পুড়ে ঘরের খুঁটি
ঘরের জুয়ে পুড়ে মরে গায়ত্রী আইটী ॥
মুখীশুব জুই দেও মোর গুরুর গুণ ।
কামেখ্যা গোহানীর দোহাই জুই দেও শুনি ॥

এই মন্ত্র দ্বারা জলকে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দক্ষ গৃহপোরি ফেলিয়া দিলে, তাহা নির্বাপিত হইয়া যায় ; কিন্তু ঘটকেশ্বর নিয়ম পালনপূর্বক এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে ।

দক্ষ স্থানের জ্বালা নিবারণ করণ

(এ ঘরের আগুণ ও ঘরের জল ।
সীতার বরেতে আমি পাঠ তথা ফল ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেব তিন জন ।
তাদের বরেতে জ্বালা হয় নিবারণ ॥
কার আক্ষে—কাউরের কামিখো মায়ের আক্ষে ।
কার আক্ষে—হাড়ির বি চণ্ডীর আক্ষে ॥)

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষ স্থানে হুঁ দেওয়া আবশ্যক । তিনবার মন্ত্র পাঠ ও তিনবার হুঁ দিতে হইবে ।

তেল পড়া

(ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন নিয়ে একত্র ।
ব্রহ্মা বলেন কিছুই না জানি ।
পোড়া ঘায়ে তেলপড়া অমূকের অঙ্গে—
ফুঁয়ে হ'ল পানি ॥)

শনি মঙ্গলবারে এক ডাকে ঘানির সরিষা তৈল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দক্ষ স্থানে দুর্ব্বার দ্বারা লাগাইবে । তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনটা হুঁ দেওয়া আবশ্যক ।

✓ চূণ শাড়া

হাড়ের ঘর মাংসের কুঁড়ে ।
মর বিষ তুই চূণে পুড়ে ॥
নাই বিষ বিষহরির আঙ্গে ।
নাই বিষ মা মনসার আঙ্গে ॥

উল্লিখিত মন্ত্রে শামূকের চূণ মন্ত্রপুত্রঃ করিয়া গরল স্থানে লাগাইলে গরল আরোগ্য হইয়া থাকে, তিনবার মন্ত্রপুত্রঃ করিয়া তিনটা ফু দেওয়া আবশ্যক ।

✓ চক্ষু উঠা ঝাড়া

ওঁ সিদ্ধি চক্ষুশূল রক্ত বিকার ।
এই মন্ত্র পাঠে চক্ষু উঠা নিবার ॥
কার আঙ্গে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আঙ্গে ।
কার আঙ্গে—হাড়ির কি চণ্ডীর আঙ্গে ॥

চক্ষু উঠিলে বা কোন কারণে চক্ষু লাল হইলে, এই মন্ত্র পাঠপূর্বক চক্ষু তিনটা ফু দেওয়া আবশ্যক । ইহার দ্বারা চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

অর্শের বেদনা ঝাড়া

অর্শ অর্শ বলি রোগ তোমায় কহি আমি ।
আমার এই মন্ত্রে শাস্ত এবে হও তুমি ॥
কার আঙ্গে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আঙ্গে ।
কার আঙ্গে—হাড়ির কি চণ্ডীর আঙ্গে ॥

বাতি ঢালা

চল চণ্ডী জিনিয়া কর বাতীর উপর ভর ।
যে ক'রেছে চুরি তার গায়ের উপর চড় ॥
কার আঙ্গে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আঙ্গে ।
কার আঙ্গে—
হাড়ির কি চণ্ডীর আঙ্গে ॥

একটা পিতলের নূতন বাটীতে কিছু আতর চাউল ও একটি জবাকুল রাখিয়া একরাতি তুলনী তলায় রাখিয়া পর দিবস সেই বাটী কোন নিম্ন রাশিহ ব্যক্তি দ্বারা চালাইলে বাটী চলিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বা যথায় চোরাই মাল আছে সেই স্থানে বাটী পৌছায়। বলা বাহুল্য এই কার্য্য করিতে হইলে উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা বাটীটিকে তিনবার মন্ত্রপূতঃ করিয়া চালাইতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে কার্য্য না করিলে কোন ফল হয় না।

ক্ষুর চালা

ক্ষুর ক্ষুর কুঞ্জর বাণ ।

কুঞ্জর বাণের লোহা ভাঙ্গিয়া আন ॥

কামারে গড়াইল ক্ষুর দিয়া লোহার পাতা ।

আমার এই মন্ত্রে তার মুড়িয়ে আন নাথা ॥

কার আঞ্জে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আঞ্জে ।

কার আঞ্জে—মা চণ্ডীর আঞ্জে ॥

আমার এই মন্ত্র যদি লভ্যে ।

ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়ে ভূমে পড়ে ॥

একগাছি নূতন ক্ষুর মন্ত্রপূতঃ করতঃ একটি নূতন হাঁড়ীর উপর ঘষিতে হইবে, তিনবার ঘষিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা যে চুরি করিয়াছে তাহার মস্তক মুণ্ডন হইয়া যায়।

হাত চালা

আচাল চালম সুচাল চালম চালম গোরক্ষনাথ ।

পাতালের বাসুকী চালম চালম অমূকের হাত ॥

চাল কাটে চালোন কাটে আর কাটে চালেক্তান রেক্ত

হাত চলিতে পবন চলে চলে মহাদেব ॥

আং রিং জঃ জয় চামুণ্ডে অমূকের হস্ত চালম্ ।

কার আঞ্জে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আঞ্জে ॥

দক্ষিণ হস্ত মুক্তিকাপোরি রাখিয়া তিনবার তিনটা ফুঁ দিলে, হাত চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য নিম্ন রাশিহ ব্যক্তি স্বাভীত উচ্চ রাশির হস্ত চলে না।

✓ নখ দর্পণ

N.B.

(রক্ত কালী রক্ত গৌরী রক্তকরা পুরী রক্ত খাইস ।
রক্ত পীস রক্ত পিণ্ডে করিয়া ভর অমুকীর অঙ্গের ভূতাদি আইস ॥
করিলাম এই নখদর্পণ ব্রহ্মার আজ্ঞায় ।
যে যথায় থাকে নখে উপস্থিত হয় ॥
বান্ধিলাম নখে আমি উমকার ভূত ।
শীঘ্র করি আয় তুই মতাদেবের পুত ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আজ্ঞে ।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ।
উমকার ভূত শীঘ্র আমার নখদর্পণে আয় ॥)

কাহারও শরীরে ভূত আবিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে হইলে ওঝা
দ্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার তিনটা
দুঁ দিবে । এই কার্য্য করিলে রোগীর শরীরে আবিষ্ট ভূতকে দেখিতে পাওয়া
যায় ; তখন নিয়মিত ঝড়ন মন্ত্রাদি পাঠপূর্বক রোগীকে ঝাড়িলে ভূত ছাড়িয়া
পাকে ।

✓ ভূতাদি নাশন জল পড়া

ধূলি আদি পানি করি সমুদ্র হইল টান ।
যে করে এই জলপড়া কুজ্জান উজ্জান ॥
অনিষ্ট করিবে যে তার অমঙ্গল তখন ।
অতএব সাবধান হও ওঝাগণ ॥
আগে যায় নরসিংহ, পিছে যায় কুণ্ডর ।
সাতশো ডোর দিয়ে পলায় জলেতে কুণ্ডর ॥
পলায় কুণ্ডর সে মুখে নাহি কথা ।
কেন না হৃদয়ে তার লেগেছে যে ব্যথা ॥
বান্দুকীর পৃষ্ঠে পৃথিবী ক্রমাশ্রয়ে নড়ে ।
পাপের ভরেতে তিনি কাঁপে থরে থরে ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখে মায়ের আজ্ঞে ।

কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥

আমার এই মন্ত্র যদি লভ্যে ।

ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে ॥

কোন একটা পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া, জলের উপর একটা ছুরি দ্বারা কোণ কাটিয়া এক মাস বা এক পাত্র জল তুলিয়া লইবে, পরে উপরোক্ত মন্ত্রে উক্ত জল তিনবার মন্ত্রপূতঃ করিয়া তিনটি কুঁ দিয়া রোগীকে খাওয়াইলে তাহার দেহস্থ উপদেবতা বা ডাইন দরীভূত হয় ।

✓ আতঙ্ক বাড়ান

(করাত রে করাত শুনরে মোর বাগী ।

এ ঘাটের জল আর ও ঘাটের পাগী ॥

আসতে কাটে যেতে কাটে কাটে অইনিশি ।

অতীব জ্যোতির ভাতি হয় দশদিশি ॥

ভূত কাটে, প্রেত কাটে আর কাটে দানা ।

ডাইন যুগিন কাটে উপদেবতা যত জনা ॥

উমকার অঙ্গের আতঙ্ক আর যাহা ভার ।

করাতের কোপ দেখি উঠে দিল্ল রড় ॥

কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখো মায়ের আজ্ঞে ।

কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥

শীঘ্র কাট, শীঘ্র কাট ॥

বদি কোন ব্যক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত মন্ত্রে তাহাকে নাড়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা আতঙ্ক দ্বারার সারিয়া যায়। বলা বাহুল্য প্রতিবার মন্ত্র পাঠপূর্বক রোগীর গাত্রে এক একটি কুঁ দিতে হইবে।

✓ তুলসী পড়।

তুলসী তুলসী মহা তুলসী রাম তুলসী আর।

কৃষ্ণ তুলসী এ জগতে সকলের সার ॥

কামিখ্যা দেবীর প্রীতি করিয়া নির্ভর ।

তুলসী পড়ি যতনেতে তাহারি যে বর ॥

আং রিং জং জয় চামুণ্ডে ।

উমকার অঙ্গের ভূত শীঘ্র দূর কর ।

যেন মনে এই হয় কামিখার বর ॥

কার আঙ্কে—কাঁড়ের কামিখে মায়ের আঙ্কে ।

কার আঙ্কে—হাড়ির কি চণ্ডীর আঙ্কে ॥

তিনটা তুলসীপত্র উল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমুখিত করিয়া বোগীকে থাইতে
দিবে : ইহার দ্বারা ভূতাদির দৃষ্টি দূরীভূত হইয়া থাকে ।

✓ ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টিনাশন

নিদ্রায় অচেতন যবে রাম আর লক্ষ্মণ ।

সেই কালে চুরি করে রাবণ নন্দন ॥

মহীরাবণ লয়ে যায় পাতাল ভিতরে ।

অতীব যতনে রাখে কালিকার ঘরে ॥

পিতৃশত্রু নিধনার্থে করে যে মনন ।

দিব এই ভূষ্ট ছুয়ে আমি বলিদান ॥

হনুমান পরে তবে মনেতে জানিল ।

শুড়ঙ্গের পথ ধরি তথায় উঠিল ।

রামেরে হেরিয়া সে আনন্দিত হয় ।

কিরূপে আসিলে হেত। তাঁহাদেরে কয় ॥

সকল খুলিয়া যবে শ্রীরাম কহিল ।

তখন সে হনুমান বুঝিতে পারিল ॥

হনুমান বলে প্রভু নাহিক সংশয় ।

ভকত রয়েছি আমি কিবা দোহার ভয় ॥

প্রণমিতে দোহাকার কহিবে সে যবে ।

কহিবে প্রণাম কিরূপ দেখাও মোদের তবে ॥

পরেতে ভাল যাহা আমি বিবেচিব ।

ভয় নাই, তখন তাহা আমি যে করিব ॥

এত বলি হনুমান চলিয়া যে যায় ।

কালিকা দেবী পাক্ষে লুকাইয়া রয় ॥

এখানেতে মহীরাবণ কহে রাম ও লক্ষ্মণে ।
 উভয়ে প্রণত হও কালিকার স্থানে ॥
 হনুমানের শিক্ষা মত রাম তবে কয় ।
 কিলুপে প্রণত হব দেখাও দৌহায় ॥
 ভক্তি গদগদ চিত্তে সেই মহীরাবণ ।
 প্রণাম দেখায় সে দৌহায় তখন ॥
 আড়ে দেখি হনুমান হরষিত হয় ।
 কালিকার খড়া সে নিজ হস্তে লয় ॥
 তুলিয়া মারিল কোপ মহীর উপর ।
 তাহাতেই ছুই যায় তবে প্রেতপুর ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞা ইহা অহা কিছু নয় ।
 অমূকের প্রেতাদি দৃষ্টি নাশ হয়ে যায় ॥
 কার আজ্ঞে—সিন্ধুগুরু শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে—তেত্রিশকোটি দেবতার আজ্ঞে ॥
 কাট কাট অমূকের অঙ্গের কু-দৃষ্টি শীঘ্র কাট ।

যে ব্যক্তির উপর প্রেতাতির দৃষ্টি হইবে, তাহাকে উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা তিনবার
 ঝাড়িতে হয় । বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন, দক্ষি, দানা, বামোড়া,
 পাণসিন্ধের ও বাধিআস্তি রোগ কাটিয়া যায় ।

বালকদিগের রোদন শাস্তি

আয় গো মা জয়াকালি ।
 স্বর্গ মর্তে দিয়া তালি ॥
 ভরাধিতে মর্তপুরে আয় ।
 তোমার কুপায় উমকার রোদন শাস্তি হয় ॥
 কার আজ্ঞে—রাজবলহাটের কালির আজ্ঞে ।
 কার আজ্ঞে—মাকড়চণ্ডির আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক ভূতগ্রস্ত বা পেচাগ্রস্ত শিশুর গায়ে কু দিলে, শিশুর ক্রন্দন
 নিবারণ হয় ; অধিকন্তু কু-দৃষ্টি কাটিয়া যায় ।

কাজল পড়া

কাজল রে কাজল তোরে নিলাম হাতে ।
 আমার এই কাজল দেখি পেঁচা থরথরি কাঁপে ॥
 হাত নড়ে ত তার পা নড়ে না স্থির দৃষ্টে রয় ।
 কি করি দেখে যে সে এই তারি ভয় ॥
 আমার এই কাজল রোগীর চক্ষেতে দানিহু ।
 যা পেঁচা এক্ষণেতে তোরে তাড়াইহু ॥
 উভরড়ে দৌড় দে আড়ে নাহি চা ।
 আমার এই কাজল পড়ায় শীঘ্র ক'রে. যা ॥
 কার আঞ্জে—কাঁউরের কামিখো মায়ের আঞ্জে ।
 কার আঞ্জে—হাড়ির বি চণ্ডীর আঞ্জে ॥
 শীঘ্র যা, শীঘ্র যা ।

একটু কাজল হস্তে লইয়া এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করতঃ পেঁচোগ্রস্ত শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে, তাহার দেহস্থ পেঁচা শীঘ্র দূরীভূত হইয়া যায় ।

তেল পড়া

তেলিনীর তেল ইহা অন্য কিছু নয় ।
 আমার এই তেলপড়ায় পেঁচো দৌড়ে পালায় ॥
 ভূতা ভূতিনী আদি আর জন ।
 এই তেল পড়ার জোরে পলায় তখন ॥
 হুঁ ফট স্বাহা ।
 সিন্ধি গুরুর চরণ ।
 রোগিণী করিবে রক্ষা তিনি যে এখন ॥
 কার আঞ্জে—কাঁউরের কামিখো মায়ের আঞ্জে ॥
 কার আঞ্জে—হাড়ির বি চণ্ডীর আঞ্জে ।
 অমৃকের স্বন্ধ শীঘ্র ছাড়, শীঘ্র ছাড় ॥

উল্লিখিত মন্ত্রে খাটি সরিষার তৈল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পেঁচোগ্রস্ত রোগকে মাখাইতে হইবে । ইহাতে পেঁচো শিশুর দেহ হইতে দূরীভূত হইয়া যায় ।

R

✓ জল দর্পণ :

বরুণের জল ইহা করিমু ধারণ ।
 কহিতেছি যাহা আমি শুনহ এখন ॥
 এক পুড়ে জল হয় দুই পুড়ে আচল ।
 তিন পুড়ে পৃথিবী পুড়ে, জল নারায়ণ ।
 নারায়ণ নারায়ণ কহি যে তোমায় ।
 জল ভরন করিতেছি আমি তোমার কুপায় ॥
 দৃষ্টি রাখ কুপাসিন্ধু তুমি মোর প্রতি ।
 উমকার অঙ্গের কু-দৃষ্টি জলে আশুক ঝটিতি ॥
 কার আঙ্গে—শ্রীশ্রীনারায়ণের আঙ্গে ।
 কার আঙ্গে—তন্ত্রগুরু শিবের আঙ্গে ॥

একখানি থালায় উপর কিছু পুকুরিণীর জল রাখিয়া উপরোন্নিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে; অনন্তর ঐ জলে দৃষ্টি করিলে, রোগীর দেহস্থিত প্রেতাদ্বাকে দেখিতে পাওয়া যায় ।

✓ লক্ষ্মীসন্ত বাণ

জয় জয় ক'রে হুত্বাকার ছাড়ে ।
 পর্বত শিখর ভাঙ্গিলেক ঝাড়ে ॥
 অগ্নিবাণ শরবাণ সায়রাং আর ।
 বালির প্রতাপে সবে উভে দেয় রড় ॥
 মুষ্টি করিয়া বালি ফেলে দিলাম—
 অমূকের অঙ্গের প্রেতাঙ্গার বুকে ।
 ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে ॥
 আং রিং জঃ জয় চামুণ্ডে—
 অমূকের অঙ্গের ভূত বিনাশয় ।
 আং রিং হং ফট্ স্বাহা ॥

এক মুষ্টি বালি উন্নিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ভূতগ্রস্ত রোগীর

পাত্রে মধ্যে মধ্যে কিছু ছিটা দিবে। ইহার দ্বারা দেহ হইতে ভূতযোনি দরী-
ভূত হইয়া যায়।

সাবধান ! রোগীর চক্ষে যেন বালি না পড়ে।

ধূলাপড়া

কুষ্ঠের ইলা বাণ ইহা কুড়ুমের পিত্ত বাও ॥
ভূতা প্রেতা আদি সবার দন্ত বাধি রও।
উত্তরেতে কেন্দরনাথ নামেতে রাজা।
শশপীর ডাকিয়া হাদেক্ করিল তার পূজা ॥
শশপীর মন্কার পীর আইল কেন তিঁড়র মন্দির।
তিঁড়র মন্দির ত'তে সে কত গুণে বড়।
রাখিবে যদি আপন মান
অমূকের স্বন্ধ শীঘ্র ছাড় ॥
কার আজে—মন্কার বড় পীরের আজে ॥
কার আজে—মহম্মদ রসুলের আজে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রোগীর গারে ফঁ প্রদান করা আবশ্যিক। এইকপ
কছুক্ষণ করিলে রোগীর দেহ হইতে ভূত পলায়ন করে।

✓ ১ম বাড়ন

বিষমোল্লা যাহা বল এক রাম ও রহিম।
আল্লাহ্ অলকার আদি সকলি করিম ॥
পূর্বে আলামগাজি উত্তরে উমার মা।
যত সব ভূতা প্রেতা উমকার স্বন্ধ হ'তে যা ॥
কার আজে—আল্লাহ্ আকবরের আজে।
কার আজে—মহম্মদ সার আজে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রোগীর গাত্রে ফঁ দেওয়া আবশ্যিক। বলা বাহুল্য যতবার
মন্ত্র পাঠ করিবে ততবার ফঁ দিবে।

✓ ২য় বাড়ন

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ঝম্ কদাকার।
ডাইন হাতে ধুপুড়ি বাম হাতে শর ॥

দেবী যান ত্বরী করি লয়ে ভূতাগণ ।

উম্কার পঞ্চআত্ম আর পঞ্চপ্রাণ ॥

এহে নমস্তে নমঃ শিবায় ।

কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখো মায়ের আজ্ঞে ।

কার আজ্ঞে—হাড়ির যি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥

উম্কার অঙ্গের ভূতা শীঘ্র ছাড়, শীঘ্র ছাড় ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে হুঁ প্রদান করিবে। ইহার দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন ইত্যাদি সকলের ঝাড়ন চলে।

✓ চাক্ষুষী বিদ্যা

চাক্ষুষী বিদ্যা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-দর্শন। সাধারণ চক্ষুদ্বারা বাহ্য দৃষ্ট হইতে পারে না বা যে সকল ব্যাপার কোনরূপে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই, সেই দমস্ত দূরস্থ কি নিকটস্থ অপ্রত্যক্ষ বিষয় যদ্বারা মনঃচক্ষুরপথে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাহার বেক্রপ ভাবনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্র গোচর করিতে পারিবেন।

✓ চাক্ষুষী বিদ্যার কারণ

কেবল মন দ্বারাই আমরা দেখিতে, শুনিতে, বোধ করিতে, আশ্বাদন লইতে এবং ভ্রাণ লইতে পারিয়া থাকি। মনের বোগ ভিন্ন আমাদিগের সাধারণ চক্ষু দ্বারা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, তাহার প্রমাণ এই যে,—যৎকালে আমরা অগ্রমনয় হই, অর্থাৎ অগ্র কোন বিষয়ের উপর প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকি, তৎকালে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যে সকল ঘটনা বা কার্য্য হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না, এমন কি সম্মুখ দিয়া একটা হাতী চলিয়া গেলেও লক্ষ্য হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনের বোগ ভিন্ন, এই বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা কিছুনাহি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক মনুষ্যের এই দৃশ্যমান স্থূলচক্ষু দুটি ভিন্ন আর একটা তৃতীয় চক্ষু আছে, ঐ চক্ষুর স্থান ক্রস্কির উপরে ললাটদেশের অভ্যন্তরে। দৃশ্যমান চক্ষু দ্বারা কেবল কতকগুলি বাহ্যবস্ত্র মাত্র দেখিতে পাইয়া থাকি, বস্ত্রত তৃতীয় চক্ষুদ্বারা স্থূল পরমাণু, ভূমির অন্তর্গত নিধি প্রভৃতি বস্ত্রসমূহ এবং স্ত্রমেধ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্তীতে ও রসাতলাদিতে যে সকল বস্ত্র আছে তৎসমুদয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি

এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু দর্শন করিতে অভিলাষ হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই তৃতীয় চক্ষুর অস্ত্র নাম দিব্য বা জ্ঞানচক্ষু। শিবের ও শিবানীর প্রতিমূর্তিতে তিনটি করিয়া চক্ষু অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুদ্বারা সমস্ত দেখিতে পাইয়া থাকেন।

যোগিগণ যোগবলে মন বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইঞ্জিয় দ্বার সকল বন্ধ করিয়া সমস্ত দৃষ্টি বৃত্তি একত্র করিয়া ললাট অভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করিলে, ওখন চিত্তের একাগ্রতা হয়, তৎকালে যোগিগণ প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভৌতিক চক্ষু ও অন্ত্রাত্ম ভৌতিক ইঞ্জিয়ার শক্তি সমূহ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্তকে একত্রিত করতঃ চিত্তের উপর প্রয়োগ করা মাত্র চিত্ত স্থানে অর্থাৎ ললাটভ্যন্তরে এক প্রকার আলোক প্রাচ্ছন্ন হয়, তদ্বারা ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু দেখিতে মানস করে, তাহা সমস্তই দেখিতে পাইয়া থাকে এবং এই তৃতীয়চক্ষু দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং দূরস্থিত বস্তু সকল কিছুই অবিদিত থাকে না।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম সমাদি পাদে ৩৬ সূত্রে লিখিত আছে যে, “বিশোকো বা জ্যোতিষ্মতী” আর ঐ দর্শনের বিবৃতি পাদে ২৬ শ্লোকেও লিখিত আছে যে, “প্রবৃত্ত্যা লোকত্রাসাং স্বপ্ন বাবহিত বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানং” ॥

ইহার স্থলার্থ এই যে, জ্যোতিষ্মতীর আলোক সংঘম করা হইলেই অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তি প্রজ্জলিত হইলে প্রকৃতির আলোক দ্বারা দেখানে বাহ্য থাকুক না কেন, তাহা সমস্তই দেখা যাইবে। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর দিব্য চক্ষু একই কথা। ঐ আলোক তাড়িত-চালিত জ্যোতি, এই আলোকই সাধারণ আলো হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ জ্যোতি সর্বস্থানে ও সকল বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাড়িত পদার্থ মনের সহিত যোগ হইলেই, মন ঐ জ্যোতি দ্বারা এমন বস্তুই নাই, বাহ্য না দেখিতে পারে।

মানব উন্নিখিত শক্তিসম্পন্ন হইলেই ত্রিজগৎ বশীকরণে সমর্থ হন। এক মানব অল্প মানবকে বিনা ঔষধ ও মন্ত্রে বে অনায়াসে আপনার আয়ত্ন অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে, তাহা মানসিক তাড়িতের কর্ম (Mental Electricity) বেহেতু এক মানব তাহার নিজের মনকে অল্প মানবের মন ও শরীরের মধ্যে বেগে চালনা দ্বারা আলোড়িত করিয়া যে ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়াকে মানসিক তাড়িতের ক্রিয়া ভিন্ন অল্প কিছু বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই তাড়িত-ক্রিয়া কেন এবং কিরূপে বা কি শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে? ইহার কারণ এই যে জগদীশ্বর তাহার সৃষ্ট সমুদয়

জগতে একটা সাধারণ বিধি কল্পিয়াছেন, তাহার নাম সমতা (Law of Equilibrium)। এই বিধি অনুসারে স্বভাবের সমতা কার্য (Nature), নিরুদ্ভাৎ (Action) এবং প্রতিঘাৎ (Reaction) রূপে চলিতেছে।

মহুয়া এবং অত্যাচ্ছ জীবজন্তুর মধ্যেও এ বিষয় দেখা যায়, যথা,—

কোন ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জা, কোন এক শীতল স্থানে কিম্বা অন্য কোন শীতল হস্তপাঞ্জায় কিয়ৎক্ষণ স্পর্শ করাটয়া-রাপিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জার উষ্ণ শীতল স্থানে কি শেষোক্ত ব্যক্তির শীতল হস্তপাঞ্জা মধ্যে প্রবেশ এবং শীতল হস্তপাঞ্জার শীতল হস্তপাঞ্জার মধ্যে চালনা হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় হস্তপাঞ্জার উষ্ণ এবং শীতল পরস্পরের মধ্যে চালনা হইয়া সমতা প্রাপ্ত না হয়।

চক্ষু চক্ষে তাকাইয়া যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে বশীকরণ বা মেসমেরিজ করা যায় তাহার প্রমাণ যথা,—

অনেকেই অবগত আছেন যে, সর্পজাতির বিশেষ শাক্তি সাপ বা অজগর সাপ আপন শরীর লইয়া গমনাগমন করিতে পারে না, ইহারা কেবল দৃষ্টিক্রমে মেসমেরিজ দ্বারা আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকে। তাহারা পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী দেখিয়া তাহার উপর ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিয়া, একমনে, এক ধ্যানে, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যখন ঐ পক্ষীর নেত্র বৃক্ষের উপর হইতে সর্পের নেত্রের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে, তখন ঐ পক্ষী উক্ত বৃক্ষের এক ডাল হইতে অন্য ডালে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সপ এই কালে মুখ বিস্তারিত করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিলে, ঐ পক্ষী উক্ত উচ্চতর বৃক্ষ হইতে জ্ঞানহারা ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া চীৎকার অর্থাৎ চ্যা চ্যা করিতে করিতে একবারে সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়ে, তৎকালে ঐ সর্প তাহার মুখ বিস্তার করতঃ ঐ পক্ষীকে গ্রাস করিয়া থাকে। অজগর সর্পের মুখ মধ্যে অত্যাচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পগুলিও ঐ প্রকারে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া থাকে। কাঠ বিড়াল প্রভৃতিও উহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

মানবগণেরও, সিংহাদি হিংস্র পশু, মাঁড়, ফিপুকুর, পক্ষী ও সর্প জাতিকে মোহিত অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মেসমেরিজ করিয়া অনিবার ও বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাভারতের আন্তিক পঞ্চাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা জম্বেজয় যে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তক্ষক সর্পের বন্ধুবান্ধবগণ আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্জলিত হতাশনে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল।

ইচ্ছাশক্তিক্রমে চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা মেস্মেরিজম্ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রক্রিয়ামতে মনুষ্যকে উন্নত এবং মুগ্ধ করা যায়, অত্মের আত্মার ও অত্মের অন্তঃকরণে আপনাত্ম আত্মাকে ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আবিষ্ট করান যাইতে পারে। আমাদের এই দেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা বশী বা মেস্মেরিজম্ প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত বশীকরণ, মেস্মেরিজ বা বশতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রক্রিয়া মধো বিন্যাসকালে বর ও কণ্ঠা, এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত করার জন্ত মুগ্ধ চক্রিকায় অর্থাৎ বর ও কণ্ঠা এই উভয়ের পরস্পরের নেত্রে নেত্রে দর্শন করার প্রথা, ঘোটক ও বন্য ইত্যাদি জীবাচার, সোণ আনোণাদি বাহ্য ইত্যাদি চাক্ষুষী বিজ্ঞান কার্য শুভ বলিয়া প্রচলিত ছিল ও অতীবদ্বিগ্ধ আছে।

পাছুকা সাধন

শ্রীদেবোবাচ

১। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পাছুকাসাধনং শুভম্।

যজ্ জ্ঞাত্বা জায়তে লোকে চমৎকারো মহান্ ভব ॥

দেবী শঙ্করী কহিলেন,—হে পশুপতি! যাহা জ্ঞাত হইলে বিষয় সঞ্চারণ হয়; অধুনা সেই হিতকর পাছুকা সাধনের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীশিব উবাচ

২। পাছুকা সাধনং দেবি গোপ্যাংগোপ্যতরং শুভম্।

তথাপি তব বক্ষ্যামি শ্রীত্যা পরময়া মৃদা ॥

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! শুভকর পাছুকাসাধন গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, তথাপি তোমার প্রতি পরম শ্রীতি নিবন্ধন হেতু আনন্দসহকারে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২

৩। অঙ্কোলতৈল সংপিষ্টু শ্বেত সর্ষপলে পিতাম্।

পাছুকামুদ্রৈচশ্মোখাং সমারুহ্য শতং ব্রজেৎ ॥

শ্বেত সরিষার সঙ্গিত অঙ্কোল তৈল মর্দন করতঃ তাহা দ্বারা উদ্রৈচশ্ম নির্মিত পাছুকা লেপন করিবে ॥ সেই পাছুকা ধারণ করিলে শতযোজন গমন করিতে পারে। ৩

৪। কাকজজ্বা মিতা গ্রাহ্য গৃহস্থ চ বসা তথা ।

অশ্বগন্ধা সমায়ুক্তামুদ্রীক্ষীরেণ পেবয়েৎ ॥

অনেন লিপ্তপদন্ত যো জনানাং শতং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্ৰঃ—“ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ভূতবেতালত্ৰাসনায় । শশ্চক্র-
গদাধরায় হন হন মহতে চন্দ্রযুতায় হুঁ কই স্বাহা ।” অনেন পাদলেপঃ
ত্রিরতিমন্ত্ৰয়েৎ সিদ্ধির্ভবতি ॥

শুভ্রবর্ণ কাকজজ্বা, শকুনির চৰ্কি ও অশ্বগন্ধা এই সমস্ত বস্তু একত্র করতঃ
উষ্ট্রের ছুঙ্কসহ মর্দন করিয়া পদতলে লেপ দিবে, এই প্রকার করিলে সেই ব্যক্তি
শতযোজন গমন করিতে পারে । পরন্তু লেপনদ্রব্য মূলের লিখিত “ওঁ নমো
ভগবতে” ইত্যাদি মন্ত্ৰদ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়, নচেৎ সিদ্ধি-
লাভের সম্ভাবনা নাই । ৪

৫। শুনমার্জ্জারনকুল পিত্তং গ্রাহ্যং সমম্ ।

যোজনানাং শতং গতা কাকমাংসসংরসাজ্জনম্ ।

পিপ্তা পাদপ্রলেপেন পুনরাবর্ততে ক্রমাৎ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মাংসে মাংসলে কালে গলে সোহয়-
প্রবর সর সর স্বাহা ।

কুকুর, মার্জ্জার ও নকুল ইহাদের পিত্ত সমপরিমাণে লইয়া শতযোজন দূরে
গমন করিবে । অনন্তর তৎসহ বায়স মাংস ও রসাজ্জন মিশাইয়া একত্র মর্দন
করিবে । এই দ্রব্য পদে লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি শত যোজন পথ
ফিরিয়া আসিতে পারে । মূলে “ওঁ নমো ভগবতে” ইত্যাদি যে মন্ত্ৰ লিখিত ইহল
ঐ মন্ত্ৰ দ্বারা লেপ দ্রব্য তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয় । ৫

৬। কীটমৈন্দবসিন্দূরং হরিচন্দনবেতসম্ ।

অজামাংসং তথা রাস্মামবীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥

পিপ্তা পাদপ্রলেপেন স গচ্ছেদযোজনায়ুতম্ ।

সুভগঃ স তু নারীণাং ব্রহ্মতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো ব্রহ্মণে নমঃ সূর্যায় নমঃ
শক্রায় শঙ্খনেত্র গদাধরায় হিলি হিলি স্বাহা ।

ইন্দ্রগোপ নামক কীট, সিদ্ধর, কুঙ্কর, বেতসলতা, অজামাংস, রান্না—এই সমস্ত বস্তু অজ্ঞানদুগ্ধসহ ভাবনা দিয়া মর্দন করিবে। এই দ্রব্য পদে লেপন করিলে অযুত যোজন পথ গমন করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি রমণীগণের বন্দিত হইয়া থাকে। মূলে যে “ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়” ইত্যাদি মন্ত্র লিখিত হইল ঐ মন্ত্র দ্বারা লেপন দ্রব্য তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। ৬

✓ শ্রীজগন্মঙ্গলকবচম্

মহাদেব কহিলেন—অগ্নি কল্যাণি! অধুনা শ্রীজগন্মঙ্গল নামক সর্বোত্তম কবচ আপ্যান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই কবচের মাহাত্ম্য আমি পঞ্চমুখে, ত্রিমা চতুর্মুখে ও অনন্ত সহস্র মুখেও বর্ণনা করিতে পারেন না। বিষ্ণু নিজে ইহা ধারণ করিয়া বিশ্ব মোহিত করিয়াছিলেন।

ভৈরবী উবাচ

কালী পূজা শ্রুতানাথ ভাবাশচ বিবিধাঃ প্রভো।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।

তমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাং ॥ ১

শ্রীভৈরব উবাচ

রহস্ত শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবী প্রাণবল্লভে।

শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ২

পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রপাৎ।

নারায়ণোহপি যদ্বদ্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৩

যোগেশং ক্ষোভয়ামাস ধৃত্বা চৈব রঘুদহঃ।

বরদপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্ ॥ ৪

যস্ত প্রসাদাদীশোহপি ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভো।

ধনাধিপঃ কুবেরোহপি সুরোশোহভূৎ শচীপতিঃ।

এবং হি সকলা দেবাঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরঃ প্রিয়ে ॥ ৫

জগন্মঙ্গলস্তাস্মৈ কবচস্ত ঋষিঃ শিবঃ।

ছন্দোহমুষ্ণুপ্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা ॥ ৬

জগতাং মোহনে দৃষ্টবিজয়ে ভক্তিমুক্তিষু ।
 যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগং প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭
 ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীকারৈকাক্ষরী পরা ।
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী ॥ ৮
 হুং হুং পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীং হ্রীং পাতুশ্রুতী মম ।
 দক্ষিণে কালিকা পাতু ভ্রূণযুগ্মং মহেশ্বরী ॥ ৯
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হুং হুং পাতু কপোলকম্ ।
 বদনং সকলং পাতু হ্রীং হ্রীং স্বাহাস্বরূপিণী ॥ ১০
 দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিद्याমুখপ্রদা ।
 খড়্গমুণ্ডধারা কালী সর্বাক্ষমভিতোহবতু ॥ ১১
 ক্রীং হুং হ্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম ।
 ঐং হুং ওঁ ঐং স্তনদ্বয়ম্ হ্রীং ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্ ॥ ১২
 অষ্টাক্ষরী মহাবিद्या ভূর্জো পাতু সর্ভকা ।
 ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং করৌ পাতু বড়াক্ষরী মম ॥ ১৩
 ক্রীং ক্রীং নাভিমধ্যদেশং দক্ষিণে কালিকেহবতু ।
 ক্রীং স্বাহা পাতু পৃষ্ঠস্ত কালি সা দশাক্ষরী ॥ ১৪
 হ্রীং ক্রীং দক্ষিণকালিকে হুং হুং পাতু কটদ্বয়ম্ ।
 কালীদশাক্ষরীবিद्या স্বাহাস্তামেকযুগ্মকম্ ॥ ১৫ .
 ওং হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জাহ্ননী মম ।
 কালীহুগ্নামবিভেদয়ং চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ১৬
 ক্রীং হুং হ্রীং পাতু সা গুলফং দক্ষিণেকালিকেহবতু ।
 ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা পাতু পাদৌ চতুর্দশাক্ষরী মম ॥ ১৭
 খড়্গ মুণ্ডধারা কালী বরদাভয়ধারিণী ।
 বিঘাতি সকলাভিশ্চ সর্বাক্ষমভিতোহবতু ॥ ১৮
 কালীকপালিনী কুঙ্কাকুরুকুঙ্কাবিরোধিনী ।
 বিপ্রচিভা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তাঘনন্বিতা ॥ ১৯
 নীলাঘনাবলাকা চ মাত্রামুদ্রাসিতা চ মা ।
 এতাঃ সর্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ ॥ ২০

রক্ষন্তু দিগ্‌বিদিক্‌ মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা ।
 মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কোমারী চাপরাজিতা ॥ ১১
 বারাহী নারসিংহী চ সর্বশ্চামিতভূষণাঃ ।
 রক্ষন্তু সায়বৈদিক্‌ বিদিক্‌ মাং যথা তথা ॥ ১২
 ইতোবাং কথিতঃ দিব্যঃ কবচঃ পরমাদৃতম্ ।
 শ্রীজগন্মঙ্গল নাম মহাবিদৌষধিগ্রহম্ ॥ ১৩
 ত্রৈলোক্যাকরণং ব্রহ্মকবচং মন্থথোদিতম্ ।
 গুরুপূজাং বিদায়াত গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ ॥ ১৪
 কবচং ত্রিঃ সুরুদ্বাপি যাবজ্জীবনঞ্চ বা পুনঃ ।
 এতচ্ছতাক্ষনারতা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ১৫
 ত্রৈলোকাং ক্ষোভয়েত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ ।
 মহাকবিভবেন্মাসাঃ সর্বসিদ্ধিশরোঃ ভবেৎ ॥ ১৬
 পুষ্পাঞ্জলান্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সুরুং
 শতবসন্তশ্রবণা পূজয়া কলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
 ভূর্জে বিলিখিতৈঃ তং স্বর্ণস্তং ধারয়েদ্ যদি ।
 শিখায়াং দক্ষিণে দাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি ॥ ১৮
 ত্রৈলোকাং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যাং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ
 বহুপত্যা জীবৎসো নারী ভবতি নানাথা ॥ ১৯
 ন দেয়ঃ পরিশিষ্যোভোঃ হাভ্যক্রেভোঃ বিশেষতঃ ।
 শিষ্যোভোঃ ভক্তিসুক্রেভোঃ নাস্তথা মৃত্যুমাণুয়াৎ ॥ ২০
 স্পর্দামুক্‌য় কমলা বংগদেবী মন্দিরে মুখে ।
 পৌত্রান্তঃস্থ্যামাস্তায় নিমসতোব নিশ্চিতম্ ॥ ২১
 ইদং কবচং জ্ঞাত্বা যো জপেৎ কালিদক্ষিণাম্ ।
 শতলক্ষং প্রজপ্যাপি তস্য বিদ্যা ন সিদ্ধতি ।
 স শাস্ত্রঘাতমাপোতি সোহচিরান্মৃত্যুমাণুয়াৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীভৈরবভৈরবীসংবাদে শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম

কবচং সমাপ্তম্ ।

যিনি শ্রীজগন্নাথলকবচ এক সঙ্খ্যা, ছুই সঙ্খ্যা বা ত্রিসঙ্খ্যা পাঠ করেন, তাঁহার সর্বসিদ্ধি লব্ধ হয় এবং ভূর্জপত্রে অলক্ত দ্বারা লিখিয়া স্বর্ণ মাহুলীর মধ্যস্থ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠ বা শিখায় ধারণ করিলে চতুর্ভুজ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দ্বীলোকদিগের কণ্ঠে বা বাম বাহুতে ধারণ করা আবশ্যিক। কবচ পাঠারম্ভের পর ধারণের দিনে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, এক মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইবে।

যিনি এই কবচ না জানিয়া কেবল দক্ষিণকালিকার মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার শত লক্ষ জপেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না।

কালিকা-কবচম্

শ্রীভৈরব উবাচ

কালিকায় মহাবিজ্ঞা কথিতা ভুবি ভুলভা।

তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্থি দেবি কৃপাং কুরু ॥ ১

কবচন্ত মহাদেবি কথয়স্বাত্মকম্পয়া।

নদি নো কথ্যতে মাতবিশৃঙ্খামি তদা তনুম্ ॥ ২

শ্রীদেব্যাবাচ

শঙ্ক্যপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশাতে।

ন ব্যক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ ॥ ৩

কালিকা জগতীং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।

বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী ॥ ৪

কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।

কুন্ডা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুন্ডা তথোত্তবে ॥ ৫

বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিন্তা তু চক্ষুধী।

উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণে চোগ্রপ্রভামতা ॥ ৬

বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।

খণা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্ ॥ ৭

মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মূত্রা সদাবতু।

মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতা ॥ ৮

ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিঃ নারায়ণী তথা ।

উক মাহেশ্বরী নিতাং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্ ॥ ৯

কৌমারী চ কটীং পাতু তথৈব জাম্বয়ুগ্মকম্ ।

অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চান্দ্রলীঃ ॥ ১০

সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্তা দেবতাঃ বহু ।

রক্ষহীনস্ত যং স্থানং বর্জিতং কবচেন তু ॥ ১১

তৎসর্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোর-দক্ষিণে ।

উর্দ্ধমধস্তথা দিগ্ পাতু দেবী স্বয়ং নবপুঃ ॥ ১২

ত্রিশ্রেভ্যঃ সর্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাং ।

দক্ষিণা কালিকা দেবী বাপকহে সদাবতু ॥ ১৩

ইদং কবচমজ্জাহা যো জপেদেবীদক্ষিণাম্ ।

ন পূজাফলমাণোতি বিঘ্নস্তস্ত পদে পদে ॥ ১৪

কবচেনাবতো নিতাং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি ।

তত্র তত্রাভয়ং তস্ত ন ক্ষোভং বিঘ্নতে কচিং ॥ ১৫

ইতি শ্রীকালীকুলসর্বস্বৈ দক্ষিণাকালিকাকবচম্ সমাপ্তম্ ॥

ব্রাহ্মণের দ্বারা দক্ষিণা কালিকাদেবীর যথাবিধি পূজা ও জপাদি সমাপন পূর্বক এই কবচ ধারণ করিতে হইবে, কারণ বিধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া শুধু কবচ ধারণে কোন ফল হয় না, বরং তাহাতে উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে । কবচ ভূজপত্রে অলঙ্কৃত রসে লিখিয়া স্বর্ণস্ত্র করতঃ ধারণ করা বিধেয় । পুরুষের শিখা, কণ্ঠ বা দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকের কণ্ঠ বা বামহস্তে ধারণ করিতে হইবে ।

এই কবচ ভক্তিপূর্বক ধারণ করিলে সর্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এবং কোন আপদ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে না । এই কবচ বাটীস্থ কোন লোকের নিকট থাকিলে সমস্ত অশান্তি দূরীভূত হইয়া সেই বাটীর লোকজনের চির শান্তি বর্ত্তমান থাকে । প্রত্যহ প্রাতে শুদ্ধচিত্তে এবং পবিত্র দেহে এই কবচ ধুইয়া জল পাঠিলে সকল রোগের উপশম হইয়া থাকে । এই কবচ ধুইয়া জল পাঠবার সময় মনে মনে শ্রীশ্রীকালীমাতার চরণ ধ্যান করিবে ।

আমার প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

জামর-তন্ত্র

দ্রব্যগুণে রমণী, ছুটা জী ও পতি বশীকরণ, স্তম্ভন, মারণ, বিষেষণ, উচাটন, লোমপাতন, আকর্ষণ, যটকর্ষ, সোভাগ্যলাভ, বাক্যসিদ্ধি, কাম্যসিদ্ধি, বক্ষাচিকিৎসা, সর্ষবিধ-চিকিৎসা, কুকুরবিষ নিবারণ, দিব্যরূপ-লাভ, যক্ষিণী সাধন, রতিপ্রিয়া সাধন, গর্ভরক্ষা প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহা পরিপূর্ণ। মূল্য ৫০ বার আনা। মাং স্বতন্ত্র

বেকার সংস্থান

বা স্বদেশী শিল্প শিক্ষা-প্রণালী। শ্রীক্ষেত্রমোহন বোষ প্রণীত। বেকার যুবকের অন্নসংস্থানের মহাসুযোগ, অন্ন পরিশ্রমে ও অন্ন মূলধনে ঘরে বসিয়া স্বাধীনভাবে নানা প্রকার বিলাস দ্রব্য এবং ঘরগৃহস্থালীর খুঁটিনাটি নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত, এমন কি স্নগন্ধি তৈল, সাবান, এসেন্স, অগুরু, পমেটম, পাউডার, আতর, গোলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া পাউরুটি, বিস্কুট, লজেন্স, সিরাপ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, কালী, রং, পালিশ, বার্ণিস, খেলনা, বোতাম, কাগজ, দিয়াশলাই, আতসবাজী এবং বিবিধ পেটেট ওষধের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইবেন। (উৎকৃষ্ট বাধাই) মূল্য ১ এক টাকা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

হোরা সিদ্ধান্ত

পণ্ডিত শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ষিনোদ সম্পাদিত। ইহাতে জ্যোতিষ, রাশি ও গ্রহগণের স্বভাব ও উচ্চ নীচ স্থান নির্ণয়, গোচর ফল, বর্গভেদাদি ও অয়ন, বৎসর, মান, পলাদি নিরূপণ, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ গণনা, নিষেক ফল, শুভাশুভ নির্ণয়, পিতৃ-মাতৃরিষ্টি, শিউরিষ্টি, বিবাহে শুভাশুভ নির্ণয়াদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। (সচিত্র) মূল্য ২ ছই টাকা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

চন্দ্রকান্ত চিত্তামনি

ইহাতে জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে নবগ্রহের তথ্যাদি স্থান বিশ্লেষে অবস্থানে শুভাশুভ, লাভালাভ, পীড়া ও আরোগ্য এবং সুখ-দুঃখাদির বিষয় বর্ণিত আছে। জ্যোতিষ শিক্ষার্থিগণ সহজেই বুঝিতে পরিবেন। মূল্য ১০ ছয় আনা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা

ডাক্তার শশিভূষণ দে প্রণীত। ইহাতে কম্পাউণ্ডারগণের শিক্ষণীয় বিষয় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে, বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডারের অভাব সন্দেহ, সেই অভাব দূরীকরণের জন্ত আমাদের এত প্রয়াস—এত যত্ন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেকে বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডার হইয়াছেন। মূল্য ১ এক টাকা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

পেটেট ওষধ শিক্ষা

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ পাল প্রণীত। ইহাতে জ্বর, কালী, হাঁপানি, মেহ, উপদংশ, প্রীহা, যক্ষ্ম, আমাশয়, ওলাউঠা, গুল্ম, বাধক, শোথ, ঋতু সংকীর্ণ পীড়া, প্রমেহ রোগ (গণোরিয়া), বহুমূত্র (ডায়বেটিস), ন্যাক্সিয়া (উন্মাদ), ম্যালেরিয়া, অর্শ, পাথুরি, দক্ষ প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ ওষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইবার এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই। (বোড বাধাই) মূল্য ৫০ বার আনা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শ্রব, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

